Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

2/50

36

সপ্তদশ ভাগ

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS 2/50

[জানুয়ারী ১৯৬৩—মে ১৯৬৪]

গুরুপ্রিয়া দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

সপ্তদশ ভাগ

শ্রীশ্রীমায়ের ভাগবতী ভ্রমণলীলার পুণ্য প্রবাহ দেশদেশান্তর প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। তাঁর শ্রীচরণ ছায়ায় আসিয়া কত শোকসন্তপ্ত হৃদয় পায় শান্তির আস্বাদ। তাঁর পুণ্য সান্নিধ্যে কত অভাগা পায় জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা। এই গ্রন্থ তারই বিবরণের এক অংশ মাত্র।

এই ভাগে হরিদ্বার, দিল্লী, আগরপাড়া (কলিকাতা), মোদীনগর, সীতাপুর, রাঁচী, কাশী, বৃন্দাবন, দেরাদুন, গোয়ালিয়র, আহমেদাবাদ, পুরীধাম, নৈমিষারণ্য, রাজগীর প্রভৃতি স্থানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমজী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীদিলীপ রায় প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎকার ও কথাবার্ত্তা এবং নানা অলৌকিক ঘটনা ও শ্রীশ্রীমায়ের লীলাকথা প্রকাশিত হইয়াছে।

[জানুয়ারী ১৯৬৩—মে ১৯৬৪]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No 2/50

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

2/50

6/

সপ্তদশ ভাগ

[জানুয়ারী ১৯৬৩—মে ১৯৬৪]

গুরুপ্রিয়া দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল্ সোসাইটী
ভাদৈনী, বারাণসী।

প্রথম সংস্করণ
আগষ্ট ১৯৭৫
(সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য—তিন টাকা

মুদ্রক :
বৈদ্যনাথ দত্ত
দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 2/50
... Ashram

প্রকাশকের কথা

শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপায় এবং আশীর্ব্বাদে শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" গ্রন্থের সপ্তদশ ভাগ প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীমায়ের সেবাকর্ম্ম এবং আশ্রম-সংক্রান্ত নানা কাজে সতত ব্যাপৃত থাকিয়াও লেখিকা মায়ের জীবনের ঘটনাবলী ও উপদেশাদি যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন। ভক্তবৃন্দের নিকট এই পুস্তকের সকল খণ্ডই অমূল্য সম্পদ।

গ্রন্থের বর্ত্তমান খণ্ডে জানুয়ারী ১৯৬৩ হইতে মে ১৯৬৪ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের লীলাকথা স্থান পাইয়াছে। পুস্তকের বাঁধাই, আবরণ পৃষ্ঠা এবং চিত্রাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকটি যথাসাধ্য সুন্দর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

জন্মাষ্টমী
আগষ্ট, ১৯৭৫

বিনীত—
প্রকাশক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
শ্রীশ্রীমা'র পূর্ব্ব কাহিনী	...	২
সংস্কার ও যোগীত্ব সম্বন্ধে মায়ের উক্তি	...	৩
শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজীর নিকট শ্রীশ্রী মা	...	৬
মোদীনগরে মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা	...	১২
শ্রীগিরিজীর অস্বাভাবিক একটি ভাব	...	১৪
সীতাপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা	...	১৮
হরিদ্বারে গিরিজীর অলৌকিক দর্শন	...	২৬
রাঁচীতে গোপাল ও শিব প্রতিষ্ঠা	...	৪১
শ্রীশ্রীমায়ের অকল্পনীয় কৃপা—একটি ঘটনা	...	৪৫
কাশীতে জন্মাষ্টমীতে মা	...	৪৯
শ্রীশ্রীমায়ের নিকট শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী	...	৫১
বৃন্দাবনে ভাগবৎ সপ্তাহ	...	৫২
রায়পুরের পূর্ব্ব স্মৃতি	...	৫৫
পরমানন্দ স্বামীজীর সর্পদংশের ফাঁড়া হইতে মুক্তি	...	৫৫
একটি দুর্ঘটনা—মায়ের কৃপায় সকলের প্রাণ রক্ষা	...	৬০
একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মায়ের কৃপা ও উপদেশ	...	৬৩
গোয়ালিয়রের মহারাণীর ভাগবৎ সপ্তাহে মা	...	৬৭
আহমেদাবাদে চতুর্দ্দশ সংযম সপ্তাহে দুর্যোগ এবং অলৌকিক ঘটনা	...	৭৩
মাতৃসমীপে শ্রীদিলীপ রায় ও ইন্দিরা দেবী	...	৭৮
শ্রীশ্রীমায়ের মৌন ভিক্ষা	...	৭৮
কলিকাতায় গীতা জয়ন্তী ও নামযজ্ঞ	...	৮২
মহীশুরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহনুমান্থাই-এর মাতৃদর্শনে আগমন	...	৮৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীজগন্নাথধামে মা	...	৮৬
বৃন্দাবনে শ্রীউড়িয়া বাবার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা	...	৯৭
শ্রীমায়ের মুখে বৃন্দাবন আশ্রমস্থ গোপালের কীর্ত্তি	...	৯৮
অখণ্ড যজ্ঞাগ্নির কথা	...	১০২
নৈমিষারণ্যে পুরাণ-মন্দির স্থাপনের পূর্ব কথা	...	১০৪
শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন লীলা	...	১০৯
শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাসোৎসব	...	১১৪
আলমোড়ায় শ্রীশ্রীমা'র জন্মোৎসব	...	১২০
একটি অলৌকিক ঘটনা	...	১২৪
পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরুজীর দেহত্যাগের নিদারুণ সংবাদ	...	১২৮
পণ্ডিত নেহেরুর জন্ম বিষয়ক কিছু তথ্য	...	১২৯
আলমোড়ায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির পূজা	...	১৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

সপ্তদশ ভাগ

১লা জানুয়ারী ১৯৬৩।

মা বৃন্দাবনেই আছেন। বিশেষ ভীড় এখানে না থাকায় মা'র বিশ্রামও হইতেছে এবং মা নিজের ভাবেই আছেন। আমি ত বম্বেতেই মা'র আদেশ অনুযায়ী আমার চিকিৎসার জন্য আছি। জানিলাম মা বৃন্দাবন হইতে রওয়াণা হইয়া ১২ই এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন।

দীর্ঘদিন মা এদিকে আসেন নাই। কাজেই আমার নিকট এ সংবাদ পাইয়া সকলেই খুবই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

১২ই জানুয়ারী ১৯৬৩।

আজ মা বম্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রী বি, কে, শাহ—ভাইয়া, মা'র জন্য যে কুটিয়া তৈয়ারী করাইয়াছেন, তাহার বাড়ীরই একাংশে, তাহাতেই মা অবস্থান করিতেছেন। আমি ত এখানেই আছি।

শ্রীশ্রীমা'র বম্বে আগমন।

মা আজ দেড় বৎসর পরে বম্বেতে আসিলেন। মা আসিয়া ভাইয়ার বাড়ীর হ'লে কিছুক্ষণ বসিলেন। উপস্থিত সকলে মাকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া দর্শন করিতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ই জানুয়ারী ১৯৬৩।

মা এখানে ১৷৷০ বছর পরে আসিয়াছেন, কাজেই মায়ের আগমন সংবাদ পাইয়া বহু লোকই মা'র দর্শনে আসিতেছেন। মা হ'লে আসিয়া বসেন' রাত্রিতেও ৮৷৷০টা হইতে ৯টা পর্যন্তও মা'র দর্শন হলেই হয়।

১৬ই জানুয়ারী ১৯৬৩।

মা আজ সকালে উঠিয়া লীলাবেনদের বাড়ীর সামনের বাগানের রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে লীলাবেনকে বলিলেন, "এ শরীর যখন বাজিতপুরে ১৬৷১৭ বছরের ছিল, তখন ভোলানাথ প্রায়ই টুর-এ বাইরে যেতো ও প্রতিবারই প্রায় ১৫৷২০ দিন পরে ফিরতো। এ শরীরকে তো ভোলানাথ জানতো, তাই কখনো ভয় পেতো না। ভোলানাথ জানতো যে একে কেউ কিছু করতে পারবে না। লোকে কিন্তু ভোলানাথকে বলত যে এত সুন্দর বৌ কি একা ঘরে ফেলে যাওয়া ঠিক? কিন্তু সে কারো কথা পরোয়াই করত না।

শ্রীশ্রীমা'র পূর্ব কাহিনী।

সেই সময় ঢাকায় খুব বড় এক cyclone হয়। সেই cycloneএ অনেক ফুঁসের ঘর বাড়ী উড়িয়ে নেয়। এই যে তোমাদের বাগানে ভাদালী ঘাস ;—কাল হলে সৎসঙ্গে বসে বসে মালীকে দেখলাম, কত কষ্ট ক একটি একটি করে দুর্বার মধ্য হতে ভাদালী বাচ্ছে। সেই দেখে এই কথা বলার খেয়াল হয়েছিল যে এই জাতীয় ঘাস ও দেশেও হয়। সেই cyclone-এর ঝড়ে ফুসের খড়ের একটা ছাপড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উড়ে এসে ঘাসের জমির ওপরে পড়ে। এ শরীর তখন ঘর দুয়ার, আঙ্গিনা ঝাড় দিত। একদিন এ শরীর ঝাড়ু দিয়ে গিয়ে দেখে যে যেখানে ছাপড়া পড়েছে, তার চারিদিকে ভাদালী ঘাস, কিন্তু ছাপড়ার তলায় সে ঘাস গজাতে পারে নি। কাজেই এই ভাবে একটি একটি করে ঘাস না তুলেও কিছু দিয়ে চাপা দিয়ে দিলেই এ ঘাস পরিষ্কার করা যেতে পারে।

সংস্কার ও যোগীত্ব সম্বন্ধে মায়ের উক্তি।

আর এই দেখে এ শরীরের আর একটা কথা বলার খেয়াল এলো। কথাটা এই যে, মানুষের সংস্কার একটা একটা বার করো ভোগ করে করে। গোপাল বাবা বলেছিল,—"মা সংস্কারের প্রকাশ হওয়া ভালো। দাবিয়ে দিলে বীজ রূপে রয়ে যায়।"

কিন্তু এ শরীর বলে, "পরমার্থ চিন্তার দ্বারা, প্রকাশ হবার পূর্বেই দাবিয়ে দেওয়া। ভাদালী ঘাস একটি একটি করে পরিষ্কার না করে এক সঙ্গে কিছু দিয়ে দাবিয়ে দেওয়া।

আবার বৃক্ষ দেখে যোগীত্বের খেয়াল এসেছিল। বীজ থেকে গাছ যেমন এক আসনে মাটী (মা-টী) মা'র সহিত যুক্ত হয়ে সোজা আকাশের দিকে ওঠে তেমনি খেয়াল হ'লো যোগীপুরুষের এক আসনে বসে যোগীত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা।

টবের মধ্যে যেমন ফুল গাছটি আছে, গাছটি মাটির সহিত যুক্ত, শুধু টবটি নিয়ে তুমি গাছটির স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছ, তেমনি হৃদয়াসনে ভগবানকে স্থাপিত করে নেওয়া—সে রকম উচ্চাস্থিতি না হ'লে তুমি একাসনে সব সময় বসতে পারবে না। স্থান পরিবর্ত্তন হ'লেও হৃদয়াসনে ভগবান স্থিত আছেন। বাজে কথা, তামাসা, হাসি করা, ঘোরাফেরা করলে কোমল শ্রদ্ধাযুক্ত বীজে আঘাত লাগে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮ই জানুয়ারী ১৯৬৩।

আজ রাত্রিতে অনসূয়ার বাড়ীতে মাকে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে মায়ের পূজা আরতি হইল।

১৯শে জানুয়ারী ১৯৬৩।

আজ ভাইয়া—শ্রী বি, কে, শাহ, কানাইয়াভাই ও মণ্ডীর যুবরাজ অশোক বোরিভিলে তাহাদের যুক্ত ফ্যাক্টরী দেখাইতে মাকে নিয়া গেলেন। প্রথম ফ্যাক্টরীতে ছাতার শিক তৈয়ারী হয় ও দ্বিতীয়টিতে Raw Steel-শিক তৈয়ারী হয়। মা প্রথম factory ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিলেন—ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মা ছাতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন যে 'গতকাল রাত্রিতে মা নাকি এক আত্মার সঙ্গে এরূপ স্থানে আসেন। সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিল।' মা সেখানে গিয়াছেন কাজেই factoryর লোকদের প্রসাদ বিতরণ করা হইল।

Factory দেখিয়া ফিরিবার পথে মা অনসূয়ার ভগ্নীর বাড়ী হইয়া ফিরিলেন।

২০শে জানুয়ারী ১৯৬৩।

আজ বিকালে মা'র বম্বে হইতে বৃন্দাবন ফিরিয়া যাওয়ার কথা। মা'র বম্বে ত্যাগ। স্টেশনে যাইবার পথে মা মুলজী ভাইয়ের বাড়ীতে নামিয়া তাহাদের দর্শন দিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১শে জানুয়ারী ১৯৬৩।

আজ সন্ধ্যাবেলায় মা বৃন্দাবনে পৌছিলেন—মা আসিয়াই নব নির্মিত তুলসী মঞ্চের নিকট গেলেন ও একটু সময় বসিলেন। শুনিলাম যে বম্বে যাইবার পূর্বে এখানে একদিন তুলসীবৃক্ষ রোপণ উৎসব হইয়াছে। সব সন্ন্যাসীদের নামে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। ঐদিন মা'র আদেশে অবধূতজী ও নারায়ণ স্বামিজী তুলসী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু কিছু ভাষণও দিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন আশ্রমে তুলসী মঞ্চ।

আজ একাদশী। মা সন্ধ্যা হইতেই মেয়েদের ডাকিয়া তুলসী মঞ্চের সেবায় কার কি ভার নিতে হইবে বলিলেন। কাজের মধ্যে আছে বৃক্ষকে জল, ধূপ, দীপ, দূর্বা দেওয়া আর মঞ্চ পরিষ্কার রাখিয়া তাঁহার আরতি করা।

২২শে জানুয়ারী ১৯৬৩।

আজ সন্ধ্যালগ্নে তুলসী মঞ্চে ধূপ-দীপাদি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। একটু পরে মা নিচে আসিলেন। মা আসিতেই দেখা গেলো যে ধূপের ধোঁয়া জমাটভাবে মা'র ঘরের দিকে চলিয়াছে। ইহার প্রতি মা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে মা বলিলেন,—"ধোঁয়া মহাপ্রভুর মন্দিরের দিকে যাচ্ছে।"

আমরা বলিলাম,—"কৈ, ধোঁয়া তো তোমার ঘরের দিকে যাইতেছে।"

মা বলিলেন,—"ঘরে ঠাকুর আছেন ত, কাজেই সে দিকে যাচ্ছে।"

ইহার একটু পরেই মা চলিয়া গেলেন। অকস্মাৎ সে ধোঁয়াও বায়ুমণ্ডলে মিলাইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৩।

মোদীনগরে মোদীভাই বিরাট মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। তাহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি মা, দিদিমা ও আশ্রমস্থ সকলকেই নিয়া গিয়াছেন।

মোদীনগরে শ্রীশ্রীমা।

আমার শরীর একটু ভালোর দিকে গেলেও ডাক্তার আমাকে ভিড়ে যাইতে নিষেধ করায় আমি বৃন্দাবনেই আছি। মোদীর গুরুদেব শ্রীশ্রীকৃষ্ণাশ্রমও আসিয়াছে ঐ উৎসবে। তিনি মৌনি সাধু

২৬শে জানুয়ারী ১৯৬৩।

আজ হইতে প্রতিষ্ঠার কার্যাদি আরম্ভ হইল। মা গতকাল রাত্রিতেই মোদীভাইকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে আজ মা কৃষ্ণাশ্রম পিতাজীর সহিত দেখা করিতে যাইবেন। পূর্বে হরিদ্বারে যখন মা শংকরানন্দ স্বামিজীর ভাণ্ডারায় গিয়াছিলেন তখনও মা'র সহিত ইঁহার দেখা হইয়াছে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণাশ্রমজীকে মা ২৬।২৭ বৎসর পূর্বে প্রথম দেখেন গঙ্গোত্রীতে। সেই সময় পরমানন্দ স্বামিজীও ওখানে ছিলেন। তিনিও মাকে গঙ্গোত্রীতেই প্রথম দর্শন করেন।

যাহা হোক, মা ও দিদিমাকে লইয়া মোদী দম্পতি শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজীর ঘরে সকাল ৮॥৽টায় গেলেন। দিদিমার পরিচয় দিয়া মা বলিলেন,—'এ

শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজীর নিকট শ্রীশ্রীমা।

শরীরের মা। এ শরীরের সঙ্গে থাকিবার জন্যই সন্ন্যাস নিয়াছে।' সেখানে কল্যাণ দেবজীও উপস্থিত রহিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তখন সেখানে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজী আঙ্গুল দিয়া হাতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠে লেখেন—আর তাঁরই সেবিকা ভগবতী দেবী তাহা পড়িয়া পড়িয়া তাঁহার বক্তব্য সকলকে বলেন। তিনি আজ যাহা লিখিলেন, ভগবতী দেবী পড়িয়া বলিলেন,—'বহু বছর পূর্বে তিনি বাল্যাবস্থায় শুকতালে যান, তখন এখনকার ঐ "প্রাচীন বটবৃক্ষও" ছোট ছিল। তিনি গুহাতেই তখন থাকিতেন।' এখানে বলা প্রয়োজন যে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় মালব্যজীর অনুরোধে এই ত্যাগী মহাপুরুষ পর্বত হইতে নামিয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাহার পরে মাত্র এই কিছুদিন পূর্বে আবার নামিয়াছেন। তিনি নাঙ্গা সাধু—বরফের মধ্যে খড়ের কুটিয়ায় অনাবৃত দেহে বসিয়া থাকেন। এখানেও খড়ের গদিতেই বসিয়া রহিয়াছেন।

মাকে কৃষ্ণাশ্রমজী কমলালেবু ও সন্দেশ হাতে দিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি ইসারায় মায়ের দিকে দেখাইয়া ইঙ্গিতে বলিলেন,—'ঐখানে কর। ওখানেই সব।'

পরমানন্দজী হরিবাবাকে আনিতে বম্বে গিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজী পরমানন্দজী নাই দেখিয়া লিখিলেন, 'স্বামিজী কোথায় ?'

মা বলিলেন—"মহাবীর গেছে পর্বত টলাতে, দেখা যাক পর্বত টলে কিনা।"

শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজীকে কল্যাণদেব শুকতালে যাইতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজী লিখিলেন, "নাঙ্গাকো তীর্থ সে ক্যা লেনা ?"

একটু পরে মা বলিলেন,—"বাবা এ শরীরের সঙ্গে এবারে হরিদ্বারে দেখা হলে বলেছিলে যে এ শরীরকে গঙ্গোত্রী নিতে এসেছো।"

শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজী ইসারায় দেখাইলেন,—"গুহাতে থাকতে হবে।"

মা—"এ শরীর বহুদিন গুহাতে রয়েছে। গুহাতে থেকে কেউ যদি প্রপঞ্চের চিন্তা করে তবে গুহাই প্রপঞ্চ।"

ভগবতী—"কিছু প্রভাব তো ওদিকে আছেই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৩।

মোদীনগরে মোদীভাই বিরাট মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। তাহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি মা, দিদিমা ও আশ্রমস্থ সকলকেই নিয়া গিয়াছেন।

মোদীনগরে শ্রীশ্রীমা।

আমার শরীর একটু ভালোর দিকে গেলেও ডাক্তার আমাকে ভিড়ে যাইতে নিষেধ করায় আমি বৃন্দাবনেই আছি। মোদীর গুরুদেব শ্রীশ্রীকৃষ্ণাশ্রমও আসিয়াছে ঐ উৎসবে। তিনি মৌনি সাধু

২৬শে জানুয়ারী ১৯৬৩।

আজ হইতে প্রতিষ্ঠার কার্যাদি আরম্ভ হইল। মা গতকাল রাত্রিতেই মোদীভাইকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে আজ মা কৃষ্ণাশ্রম পিতাজীর সহিত দেখা করিতে যাইবেন। পূর্বে হরিদ্বারে যখন মা শংকরানন্দ স্বামিজীর ভাণ্ডারায় গিয়াছিলেন তখনও মা'র সহিত ইঁহার দেখা হইয়াছে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণাশ্রমজীকে মা ২৬।২৭ বৎসর পূর্বে প্রথম দেখেন গঙ্গোত্রীতে। সেই সময় পরমানন্দ স্বামিজীও ওখানে ছিলেন। তিনিও মাকে গঙ্গোত্রীতেই প্রথম দর্শন করেন।

যাহা হোক, মা ও দিদিমাকে লইয়া মোদী দম্পতি শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজীর ঘরে সকাল ৮॥০টায় গেলেন। দিদিমার পরিচয় দিয়া মা বলিলেন,—'এ

শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজীর নিকট শ্রীশ্রীমা।

শরীরের মা। এ শরীরের সঙ্গে থাকিবার জন্যই সন্ন্যাস নিয়াছে।' সেখানে কল্যাণ দেবজীও উপস্থিত রহিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তখন সেখানে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজী আঙ্গুল দিয়া হাতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠে লেখেন—আর তাঁরই সেবিকা ভগবতী দেবী তাহা পড়িয়া পড়িয়া তাঁহার বক্তব্য সকলকে বলেন। তিনি আজ যাহা লিখিলেন, ভগবতী দেবী পড়িয়া বলিলেন,—'বহু বছর পূর্বে তিনি বাল্যাবস্থায় শুকতালে যান, তখন এখনকার ঐ "প্রাচীন বটবৃক্ষও" ছোট ছিল। তিনি গুহাতেই তখন থাকিতেন।' এখানে বলা প্রয়োজন যে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় মালব্যজীর অনুরোধে এই ত্যাগী মহাপুরুষ পর্বত হইতে নামিয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাহার পরে মাত্র এই কিছুদিন পূর্বে আবার নামিয়াছেন। তিনি নাঙ্গা সাধু—বরফের মধ্যে খড়ের কুটিয়ায় অনাবৃত দেহে বসিয়া থাকেন। এখানেও খড়ের গদিতেই বসিয়া রহিয়াছেন।

মাকে কৃষ্ণাশ্রমজী কমলালেবু ও সন্দেশ হাতে দিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি ইসারায় মায়ের দিকে দেখাইয়া ইঙ্গিতে বলিলেন,—'ঐখানে কর। ওখানেই সব।'

পরমানন্দজী হরিবাবাকে আনিতে বম্বে গিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজী পরমানন্দজী নাই দেখিয়া লিখিলেন, 'স্বামিজী কোথায় ?'

মা বলিলেন—"মহাবীর গেছে পর্বত টলাতে, দেখা যাক পর্বত টলে কিনা।"

শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজীকে কল্যাণদেব শুকতালে যাইতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজী লিখিলেন, "নাঙ্গাকো তীর্থ সে ক্যা লেনা ?"

একটু পরে মা বলিলেন,—"বাবা এ শরীরের সঙ্গে এবারে হরিদ্বারে দেখা হলে বলেছিলে যে এ শরীরকে গঙ্গোত্রী নিতে এসেছো।"

শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজী ইসারায় দেখাইলেন,—"গুহাতে থাকতে হবে।"

মা—"এ শরীর বহুদিন গুহাতে রয়েছে। গুহাতে থেকে কেউ যদি প্রপঞ্চের চিন্তা করে তবে গুহাই প্রপঞ্চ।"

ভগবতী—"কিছু প্রভাব তো ওদিকে আছেই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা—আগর্ প্রভাব গ্রাহ্য, তব হী প্রভাবিত্। প্রভাব, অপ্রভাব হ্যয় কহাঁ! বাবা, এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি—যাঁহা বৈঠো ওহাহী তীরথ্।"

একটু পরে মা উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণাশ্রমের হাত দুখানি নিয়া, মা যেমন সব মহাত্মাদের বেলায়ই করেন, তেমনি ভাবে মাথায় ছোঁয়াইলেন। কৃষ্ণাশ্রমজী এক দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকাইয়া রহিলেন,—দেখিলাম তাঁহার চক্ষু দুইটি খুবই উজ্জ্বল এবং অন্তর্ভেদী।

মা ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কথায় কথায় মা বলিলেন, "মুখ ত শত ঠাণ্ডাতেও ঢাকা হয় না—অভ্যাস হয়ে সহন হয়ে যায়। বড় কথা হলো নিরপেক্ষ বোধ। গরম ঠাণ্ডা সমান। ইহার আংশিকটাও অবশ্য শরীরের সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষার পরিচয় দেয়। তবে কিনা পরমার্থ স্থিতি যেখানে, সেখানে বিশেষ করে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সম হওয়া। আসলে সেই স্থিতি এলে তিতিক্ষা সহিষ্ণুতা, স্বাভাবিক ভাবে আসবেই।"

২৭শে জানুয়ারী ১৯৬৩।

ইতিমধ্যে মা একদিন নারায়ণস্বামীকে বলিতেছিলেন যে মা'র ঘরের শিয়রের দিকের জানালার কাছে এক বিকট মূর্ত্তি দাঁড়ানো। মা তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু সে অচল ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। এই পর্যন্ত বলিয়াই মা বলিলেন,— "এ শরীরের ত সবই সমান।" ইতিমধ্যেই সংবাদ আসিল যে মোদীর এক চাপরাশী Kerosene Gas খাইয়া মারা গিয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বিকট মূর্ত্তি দর্শন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ সংবাদও আসিল যে মোদীর ভাই কেদারের কন্যা পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রমের Procession-এর দিন এক বুড়ী ভীড়ে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। আবার মন্দিরের চুড়া নির্মাণের সময়ও এক মিস্ত্রী চূড়া হইতে পড়িয়া মারা যায়। সব সংবাদ মাকে বলা হইলে মা বলিলেন, "তিন মন্দিরে তিনটী নিল।"

২৮শে জানুয়ারী ১৯৬৩।

মন্দিরে প্রতিষ্ঠার প্রসেশন।

মাকে প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রসেশন করিয়া নগর ঘুরাইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। মাকে, পরমানন্দ স্বামিজীকে ও অবধূতজীকে রয়েল ফিটন গাড়ীতে করিয়া নেওয়া হইবে। গাড়ীখানাকে গাঁদাফুলে ও মালায় সাজান হইয়াছে। ২টী সুসজ্জিত শ্বেত অশ্ব ইহা টানিয়া লইয়া যাইবে। শীঘ্রই যাহারা যাহারা procession এ যাইবে তাহাদের নিয়া আসা হইল। মাকে-ও গাড়ীতে আনিয়া বসান হইল। মা'র মাথার ওপরে ঝালরদার ছাতা। গাড়ীর সাইডের নিকট ২ পাশে চিন্ময়ানন্দ ও ভাগবতানন্দ। আর স্বরূপানন্দ রহিল কোচম্যানের পাশে। আশ্রমের মেয়েরা সব চলিল বাসে। বাস চলিয়াছে গাড়ীর পিছনে। উদাসজী ফিটনের পাশে পাশে, মায়ের কাছে কাছে হাটিতেছে। যাত্রা আরম্ভ হইল। প্রথমে হাতীর হাওদায় শ্রীমোদী ও তাঁর গুরু শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজী। তার পরে মা'র গাড়ী। তারপর চারি বেদ নিয়া হাতীর ওপরে চার ব্রাহ্মণ, তৎপশ্চাতে অশ্বারোহী সৈনিক। মোদীর বাড়ীর স্ত্রীগণও সব পায়ে হাটিয়া চলিয়াছে। চলন্ত বিগ্রহ আছে রথে। প্রোসেশন চলিল প্রায় ২ মাইল। নগর ভ্রমণ করিয়া প্রোসেশন ফিরিয়া আসিল মন্দিরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩০শে জানুয়ারী ১৯৬৩।

আজ সিধুদার ভগ্নীর আশ্রমে মোদী নগরেই সরস্বতী পূজা করা হইল। মাকে সরস্বতী বেশে সাজাইয়া প্রতিমার পাশে বসান হইল।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

আমারও মোদীনগর গমন।

আজ স্বরূপ বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখে শুনিলাম আমার ২রা কাশী যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। মা আমাকে মোদীনগর হইয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন। সঙ্গে যাইবে বেলু—আর আমাদের নিয়া যাইবে শৈলেশ। শৈলেশ বিদ্যাপীঠের ছেলেদের নিয়া আজকাল এখানেই আছে। বিদ্যাপীঠের বড় বড় ৫।৬ টী ছেলেও কাল মোদীনগর যাইবে কথা হইয়াছে। আমরা যথা সময়ে মোদীনগরের জন্য রওয়াণা হইয়া রাত্রি প্রায় ১১॥০ টায় মোদীনগর পৌছিলাম।

আশ্রমে পৌঁছিয়া শুনি মা সৎসঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন। আমিও সেখানেই চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখি প্রায় ২০।২২ হাজার লোক বসিবার মত এক বিরাট প্যাণ্ডেল তৈয়ারী করা হইয়াছে। তাহাতেও লোক যেন ধরিতেছে না। প্যাণ্ডেলের সামনেই এক মঞ্চের উপরে মা এবং কৃষ্ণাশ্রমজী প্রভৃতি মহাত্মারা বসিয়া আছেন। মোদি এবং তাঁহার স্ত্রীকেও সেখানে দেখিলাম। আমি উপস্থিত হইতেই মা ঈশারায় কৃষ্ণাশ্রমজীকে প্রণাম করিতে বলিলেন। আমি প্রণাম করিলাম—কৃষ্ণাশ্রমজী আমার দিকে চাহিলেন। আমি অল্পক্ষণ বসিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। আমাকে আবার আজই রাত্রি ৮টায় দিল্লী হইতে গাড়ী ধরিতে হইবে। আমি আসিয়া স্নানাদি শেষ করিতেই, মা-ও সৎসঙ্গ হইতে ফিরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিলেন। আমি মা'র সঙ্গেই মা'র বিশ্রাম ঘরে গেলাম। সেখানে মা'র সঙ্গে একটু কথাবার্তা হইল। ইতিমধ্যেই মাকে ভোগের জন্য ডাকিয়া নিয়া গেল। মা আমাকে বলিলেন, "আমি পঞ্চবটীতে যাই। তুমি যোগী-ভাইকে নিয়া ওখানেই আসিও।" যথাসময়ে আমি মা'র নিকটে গেলে, মা আমাকে ২।৪টী কথা কহিয়া সৎসঙ্গে চলিয়া গেলেন।

এখন প্রায় ৫॥০টা বাজে। মা সৎসঙ্গ হইতে মন্দিরে গিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি যাইতেই মা বলিয়া উঠিলেন,—'দিদি শীগগীর সব দর্শন কর। তোমার যাওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে।" বলিয়া মা নিজেই মন্দির ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম— মন্দিরের মধ্যভাগে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। এক পার্শ্বে শিব-পার্বতী ও অন্যদিকে অষ্টভূজা দেবী মূর্তি। দেয়ালে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মহাত্মাদের চিত্র। সমস্ত মিলিয়া মন্দিরটী খুবই সুন্দর। সব দেখিয়া মা'র সঙ্গেই মা'র ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। মা ঘরে আসিতেই শ্রীযুগল কিশোর বিরলাজী মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। এদিকে আমার রওয়াণা হইবার সময় হইয়া গিয়াছে। মা সেদিকে খেয়াল করিয়া আমাকে রওয়াণা হইতে বলিলেন। আমি মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। আমি রওয়াণা হইলাম, আমার সঙ্গে চলিল বেলু, অরুণা, বিশুদ্ধা, বিল্লো ও মামু। মিসেস খৈতানের গাড়ীতেই আমি দিল্লী আসিলাম। যথাসময়ে আমি কাশী রওয়াণা হইলাম।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

আমি কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম। মোদীনগরে আজই মন্দির প্রতিষ্ঠা আমি এ সংবাদ পাইয়াই আসিয়াছিলাম। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর দিবসই মা দিল্লী চলিয়া যাইবেন এবং ৫ই যোধপুর রওয়াণা হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

মোদীনগরে মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।

আজ মোদীনগরের পত্র পাইলাম। মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় মা ও দিদিমাকে মন্দিরে প্রবেশ করান হইল। মোদীদের গুরুজী শ্রীকৃষ্ণাশ্রমজী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের প্রকোষ্ঠে ধ্যানস্থ। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইবে ৮টা ৩৬ মিনিটে। প্রথমে লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। বিগ্রহের সিংহদ্বারের ভিতরে শুধু মা, গুরুজী এবং হরিবাবাকে নিয়া যাওয়া হইল; আর সকলেই বাহিরে রহিলেন। গুরুজী স্বয়ং প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহার পরে মন্দিরের ভিতরে কি হইল কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হইল না। সকলকে বলা হইল ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে। গুরুজী আজ দীর্ঘদিন যাবৎই মৌনী ছিলেন। তিনি নাকি আজই মৌন ভঙ্গ করিবেন। সিংহদ্বারের দরজার ফাঁক দিয়া দেখা গেল—গুরুজী বিগ্রহের মস্তকে, হৃদয়ে প্রভৃতি স্থানে হাত দিয়া কিছু শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। সকলে বুঝিল ইহা প্রাণ প্রতিষ্ঠারই মন্ত্র হইবে এবং গুরুজী বোধহয় এই মন্ত্র বলিয়াই মৌন ভঙ্গ করিলেন।

এই ভাবে একে একে বিভিন্ন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইবে। কাজেই ইহাতে যথেষ্ট সময় লাগিবে। মাকে এই কারণে বিষ্ণুমন্দিরের আঙ্গিনায় বসান হইল। বসিবার পূর্বে মা নারায়ণ স্বামিজীকে নিয়া মন্দিরের মধ্যে গেলেন। বিগ্রহের একে একে সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন—দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তার পরে বাহিরে আসিয়া বসিলেন।

ওদিকে সেই বিশাল প্যাণ্ডেলে গত রাত্রি হইতেই দিল্লী পার্টির অখণ্ড-কীর্ত্তন চলিতেছে। অন্যত্র চলিতেছে মহারাস।

এই ভাবে সমস্ত দিনমান কাটিয়া গেল। রাত্রি ৮টার সময় মা পুনরায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ মন্দিরে গেলেন। গিয়াই শিবমন্দিরে ঢুকিয়া হরগৌরীর মূর্ত্তি ও মহাদেবের লিঙ্গকে স্পর্শ করিলেন। বাইরে আসিয়া বলিলেন,— "দিনের বেলা মহারাসের পর মন্দিরে ভীড়ের জন্য ঢোকা যায়নি। আর এরাও কেহ এ শরীরকে ডাকিয়া নেয় নাই শিব প্রতিষ্ঠার সময়। তাই এ শরীরের যা করবার, এখন করে গেলো।" সত্যই এসব দেখিয়া মা'র করুণার সীমা খুঁজিয়া পাই না। কী অপার করুণা মা'র ভক্তের উপর। ভক্তেরা কিছু করুক আর না করুক, তাহাদের কাজে ভুলত্রুটি যতই হোক, মা কিন্তু তাহাদের কল্যাণের জন্য যাহা করণীয় তাহা করিয়া যাইবেনই। সেখানে কোন ভুল ত্রুটির স্থান নাই।

ইহার পরে ঠাকুরের আরতির সময় ঘনাইল। কিন্তু আরতির কোন বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া মা পণ্ডিতকে ডাকিয়া তাড়াতাড়ি তাহার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। আর আশ্রমের সকলকে বলিলেন যে সকলে গিয়া কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া আরতির গান করিয়া আসিতে। ওদিকে কীর্ত্তনও সমাপ্তির সময় ঘনাইয়াছে। মায়ের কাছে প্রার্থনা করায় মা "ধর লও, ধর লও" গানটি গাইলেন—গানের একটি পদ "প্রেমে নদে বয়ে যায়" এর স্থানে মা গাইলেন "প্রেমে মোদীনগর বয়ে যায়।" পরে বাতাসা ও মিষ্টি বিতরণ করিয়া কীর্ত্তনের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

শ্রীযুক্তা দয়াবতী মোদীজী মায়ের অসীম কৃপার কথা মাকে বলিতেই মা বলিলেন,—"এ শরীর কা তো সব কাম, সব কুছ আপনা হ্যায়। হামরা হোয় তব হী না কৃপা। আপনা যহাঁ, উহাঁ কৃপা কা স্থান কহাঁ। আপনা কাম আপনে সামালনা। তুম্ নেহি হ্যায় দেখকে, এ শরীর সাম পর আকে, সব সামাল লিয়া, সব আপনা হ্যায় না? সবই তো এক !!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

শ্রীশ্রীমা'র মোদীনগর হইতে দিল্লী হইয়া যোধপুর গমন।

আজ যোধপুর হইতে চিন্ময়ের পত্র পাইলাম। মা মোদীনগর হইতে দিল্লী হইয়া যোধপুর গিয়াছেন। ১৩ই যোধপুর হইতে রওয়াণা হইবেন। ১৪ই দিল্লী পৌঁছিয়া সেই দিনই বৈকালে কানপুর রওয়াণা হইবেন। যোধপুর হইতে পুষ্পেরও এক পত্র আসিয়াছে। পুষ্প লিখিয়াছে, মা'র শরীর ভাল না সর্দ্দি কাশী চলিতেছে। মা কানপুর হইতে হরিদ্বারে যাইবেন।

•

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

শ্রীগিরিজীর অস্বাভাবিক একটি ভাব।

আজ দিল্লী হইতেও এক পত্র পাইলাম। পত্রে জানিলাম ১৪ই ভোরে মা দিল্লী আশ্রমে পৌঁছিয়াছিলেন। সঙ্গে বহু লোক। দিদিমা, বিমলা ও বুনি পূর্বদিনই দিল্লী পৌঁছিয়াছিলেন। দিদিমার ভাবটি নাকি কয়েকদিন যাবৎ ভাল দেখা যাইতেছিল না। একটু অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর। মা আশ্রমে আসিয়াছেন, অথচ দিদিমার দেখা নাই, সাধারণতঃ এরূপ হয় না। কিছুক্ষণ পরে মা নিজেই—"গিরিজী কৈ? গিরিজীকে ত দেখলাম না।"—বলিয়া দিদিমার ঘরে গেলেন। গিয়া দেখেন দিদিমা চৌকীর উপর বসিয়া জপ করিতেছেন—মৌন। মা ২।১টি কথা বলা সত্ত্বেও দিদিমা মৌন। যদি দিদিমা একান্তে কিছু বলেন, এই ভাবিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভিতরে শুধু রহিলেন মা ও দিদিমা। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে মা দিদিমাকে নিয়া বাহিরে আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারান্দায় দাঁড়াইয়া মা সকলের সম্মুখে দিদিমার বিষয় নানা কথা বলিতে লাগিলেন। দিল্লীতে আসিবার ২।৩ দিন পূর্ব্বের কথা—কনখলে একদিন সকাল হইতেই দিদিমার ভাবটা অস্বাভাবিক। ভোর বেলা দক্ষেশ্বর শিবের মাথায় ফুলজল দিয়া, নিজের ঘরে আসিয়া চেয়ারের উপর পাথরের মত বসিয়াছিলেন মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়া। সেদিন বিশেষ অনুরোধ করিয়াও দিদিমাকে কিছু খাওয়াইতে পারা যায় নাই। পরে বেলগাছ তলায় গিয়া প্রণাম করার ভঙ্গিমায় নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিলেন। এই সব দেখিয়া সকলেই খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ওদিকে মা-ও যোধপুরে বসিয়া সবকিছুই দেখিতেছিলেন মা'র নিকট দিদিমা আসিয়া নাকি বলিয়াছিলেন,—"কাল চইলাই যাই।" মা একটু জোর দিয়া বলিয়াছিলেন,—"না, কালত নয়ই।" আবার যখন দিদিমা গাছতলায় শুইয়াছিলেন, তখনও ভাবটা এইরূপই—"না উঠলেই হয়।" শুধু মায়ের খেয়ালেই দিদিমার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল।

সেদিন হঠাৎ মা যোধপুরে চিন্ময়কে ডাকিয়া বলিলেন,—"এখনই একটা তার কর,—দিদিমা যেন সাবধানে থাকে।" উপস্থিত সকলেই একটু অবাক্। মা হাসিতে হাসিতে সকলকে বলিলেন,—"ভিতরের তার ত আগেই পৌঁছে গিয়েছে। বাইরের তারও যাহাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে সেই জন্যই তাড়াতাড়ি করা হইয়াছিল।" কনখলে ঐ তারটি পৌঁছাইলে সকলেই বুঝিল, দিদিমার অবস্থা মা সবই দেখিতেছেন।

সেদিন মা'র মুখে আরও অনেক কথা শোনা গেল। ঐদিন কনখলে দাদামহাশয়ের একটি স্বত্ত্বা-ও নাকি মা দেখিতে পাইয়াছিলেন। দিদিমা পাশেই উপস্থিত। তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। এত যে সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তিনি কাহারও নিকট তা প্রকাশ করেন নাই।

মা আরও বলিতেছিলেন,—"গিরিজীর সম্বন্ধে আবার বিরুদ্ধভাবও কেহ কেহ রাখে। তাহারও একটা ক্রিয়া ত হয়ই। কেহ নাকি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ ভাষাও ব্যবহার করে এবং অন্যত্র নিজ জনের নিকট চিঠি পত্র লেখালেখিও করে যে,—"দিদিমার প্রভাবেই মা আজকাল প্রভাবান্বিত মনে হয়। ইহা ভাল লাগে না। দিদিমার অবর্ত্তমানে সব দিকের শৃঙ্খলা আসিতে পারে।" এইরূপ সাংঘাতিক ভাব ও ভাষা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই যে কতদূর স্তম্ভিত ও মর্মাহত হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। দিদিমা, যিনি সকলের শুধু মঙ্গল চিন্তাই করেন, যিনি ভুলিয়াও কাহাকে কটু কথা বলেন না, সর্বদা সকলের পেছনে সঙ্কুচিত ভাবেই থাকেন, তাঁহার সম্বন্ধেও এরূপ জঘন্য মনোভাব বাস্তবিকই স্বপ্নেরও অতীত।

দিদিমার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ ব্যক্তিদের নাম মা'র নিকট হইতে জানিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু মা কি আর তাহা বলেন। মা শান্ত স্বরে উত্তর দেন,—"জীব-স্বভাব তো। কি করিবে? নিজ জনের কাছে, অকপটে মনের কথা লিখিয়া মনটা হাল্কা করে। সবই তাঁর রূপ ত।"

সেইদিন বৈকালেই মা কানপুর যাইবেন। টিহরীর মহারাজা ও মহারাণী তাঁহাদের কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে আশ্রমে ভোগের বন্দোবস্ত করিলেন। প্রায় তিন শতাধিক লোক প্রসাদ পাইল। সন্ধ্যায় মা কানপুর রওয়াণা হইলেন। দিদিমা ও বিমলা মা'র সঙ্গেই গেল।

১৫ই সকালে মা কানপুর পৌঁছিয়াছিলেন। মা সীতারাম জয়পুরিয়াদের স্বদেশী হাউসে গিয়া উঠিলেন। ১৫ই সন্ধ্যায় কানপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীপদমপৎ সিংহনিয়ার বৃদ্ধা মাতা আসিয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে মাকে তাহাদের নবনির্মিত মন্দির দেখাইতে লইয়া গেলেন। বিশাল মন্দির। ভিতরে বাহিরে অপূর্ব সুন্দর কারুকার্য্য খচিত। এত সুন্দর মন্দির উত্তর ভারতে বোধহয় ২।১টির বেশী আর নাই। শ্রীসিংহানিয়ার মা-ই সব ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাইলেন।

১৬ই মা বৈকালে ৫টায় মোটরে কানপুর চলিয়া যান। সেখান হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Doon Express-এ দেরাদুন অভিমুখে রওয়াণা হইয়া গেলেন।" বিস্তারিত চিঠি।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

শ্রীশ্রীমায়ের দেরাদুন আগমন।

বুনির চিঠিতে জানিলাম, মা ১৭ই সকালে দেরাদুন পৌছিয়া সোজা কিশনপুর আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেখানে ৪।৫ ঘণ্টা থাকিয়া কনখলে যান। পরে ১৮ই বাঘাট হাউসে চলিয়া আসেন। ২৩শে মা'র সীতাপুর রওয়াণা হইবার কথা।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

আজ ব্রহ্মচারী হীরু ও দত্তাত্রেয় অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবে। মা'র শরীর একপ্রকার—বুনির পত্রে এ সংবাদ পাইলাম।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

সীতাপুরে শ্রীশ্রীমা।

মা সীতাপুর পৌছিয়াছেন। এখানে প্রাগনারায়ণজীর নবনির্মিত ধর্মশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন ও মন্দির প্রতিষ্ঠা হইবে। প্রাগনারায়ণজী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য নৈমিষারণ্যেও ধর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ করাইয়াছেন। সকালেই তোপধ্বনির সহিত ধর্মশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে মা প্রবেশ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিপ্রহরে ঠাকুরজীর প্রসেসন্ বাহির হইবে। গরম ও রৌদ্রের জন্য স্বামিজী মাকে প্রসেসনে যাইবার কথায় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মা বলিলেন,—"পরমানন্দ, ওরা যদি দুঃখ পায়।" যাহাহৌক, মা ২ ঘণ্টাকাল মোটরে বসিয়া প্রসেসনে ঘুরিলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মা ভক্তের ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিবেন কি করিয়া!

সন্ধ্যায় সীতাপুরের Eye-Hospital-এর এক ডাক্তার মাকে প্রশ্ন করিলেন,—"মা, আপনি এত ঘুরে বেড়ান কেন?" মা বলিলেন—"তোমার হাসপাতালে তুমি কি এক কামরায় বসে থাক? ঘুরে ঘুরে সব কামরায় যাও না?" ডাক্তার—"হ্যা, আমায় তো Round দিতেই হয়।" মা—"এ শরীরটাও একই বাড়ীর বিভিন্ন কামরায় Round দেয়।"

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

সীতাপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা।

আজ বেলা ১০-৩০ মিনিটে মন্দির প্রতিষ্ঠা। ধর্মশালার নবনির্মিত হলের স্টেজের একপাশের মন্দিরে অষ্টভূজা, তারপর ব্রহ্মা—হরপার্বতী গণেশ সহ ও শেষে মহাবীর গন্ধমাদন পর্বত হস্তে। প্রথমে ব্রাহ্মণদের প্রাণ প্রতিষ্ঠার কার্যাদি হইল। প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় প্রাগনারায়ণজী মাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন প্রতিমাকে স্পর্শ করিয়া দিতে। বলিয়াই তিনি মাকে ভিতরে রাখিয়া পর্দা টানিয়া দিলেন। মা ভিতরে কি করিলেন কে জানে। মিনিট সাতেক পরে মা বাহিরে আসিলেন, পর্দা সরাইয়া দেওয়া হইল। দেখা গেল ঠাকুরদের মৃন্ময় মূর্ত্তিতে চিন্ময়ের জ্যোতি বিচ্ছুরিত। বিভুকে মা "মাইয়া বরস বরস রসবারি"—এই গানটী গাহিতে বলিলেন। পুষ্পকে বলিলেন,—'তুমি গাও, 'জগদম্বিকে জয় জগজননী মা।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিপ্রহরে ভোগের পর মা নৈমিষারণ্যের পথে চলিলেন। পথে নারদানন্দজীর অধ্যাত্ম বিদ্যাপীঠে প্রবেশ করিলেন। কিছু সময় সেখানে বসিয়া মা গোমতী নদীর তীরে হনুমান টিলার উপর গিয়া বসিলেন। ইহার-ই পার্শ্ববর্তী স্থানে আমাদের আশ্রম নির্মাণ করিবার কথা হইতেছে। মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিলেন। কিছুক্ষণ সেখানে থাকিয়া মা Lucknow অভিমুখে চলিলেন।

নৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রীমা।

মা লক্ষ্ণৌতে আসিয়া পৌঁছিলেন প্রায় রাত্রি ৯॥টায়। গিয়াই মা শ্রীপান্নালালের জামাতা শ্রীরামেশ্বর সহায়ের নতুন বাড়ীতে গৃহ-প্রবেশ করিলেন। পান্নালালের কন্যা লীলার সে কি আনন্দ। মা তার বাড়ীতে প্রথম রাত্রি বাস করিতেছেন। ৬ বৎসর পূর্বের কথা। তাঁহার একমাত্র সুযোগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত পুত্র বিদেশে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তখন তাহার বুকের সেই অবর্ণনীয় ব্যথা মা'র অমৃত স্পর্শে ই কিছুটা উপশমিত হইয়াছিল। বিদ্যাপীঠের ছেলেরা তখন বৃন্দাবন আশ্রমে ছিল। লীলা যখন তাহার পুত্রশোকে কাতর হৃদয় লইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে-ছিলেন, মা তখন লীলাকে বিদ্যাপীঠের ছেলেদিগকে দেখাইয়া বলিয়া ছিলেন,—"তুমি দুঃখ কোরো না। এরা সব তোমারই ছেলে। ভগবান তোমার ১ ছেলে নিয়াছেন—ঐ দেখো এরাই তোমার "টুটু"।

লক্ষ্ণৌতে মায়ের আগমন

যাহাহৌক, আজ মাকে নিজের বাড়ীতে পাইয়া লীলা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

মা লক্ষ্ণৌতেই আছেন। আজ মাকে ক্রমান্বয়ে ২ বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হইল। প্রথমে মা গেলেন প্রভাত বাবুর বাড়ীতে। পরে গেলেন হরিশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবুর বাড়ীতে। ইহারা উভয়েই মায়ের পুরাতন ভক্ত। ইহার পরে মা এখানে ১ দিন থাকিয়া দিল্লীর পথে রওয়ানা হইয়া গেলেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩।

শ্রীযুক্ত সি, আর দাসের কন্যা অপর্ণা দেবী আজ প্রায় ১ মাস ধরিয়া মা'র সঙ্গে ঘুরিতেছেন। যোধপুরে থাকাকালীন তিনি মাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার মৃত স্বামীর কল্যাণার্থে একটা ভাগবৎ সপ্তাহ করাইতে চাহেন। তখন মা বলিয়াছিলেন, —"বেশ তো, দোলের সময় বৃন্দাবনে যোগাযোগ করে নেবার চেষ্টা কোরো।"

মা দিল্লী হইয়া আজ সন্ধ্যায় বৃন্দাবন আসিয়াছেন। স্থির হইল ১লা মার্চ হইতে ৮ই পর্যন্ত ভাগবৎ সপ্তাহ হইবে।

১লা মার্চ্চ ১৯৬৩।

বৃন্দাবনে শ্রীঅপর্ণা দেবীর ভাগবতে মা

ভাগবৎ সপ্তাহ চলিতেছে। মা'র শরীর মোটেই ভাল না। ইহা নিয়াই মা সবই করিয়া চলিয়াছেন। সৎসঙ্গে বসা, ভাগবতে উপস্থিত থাকা, সব-ই যথারীতি মা করিয়া যাইতেছেন। আমি কাশীতেই আছি। আমার কোমরের ব্যথাটা যেন বাড়িয়াই চলিয়াছে। ডাঃ মাথুর রোজই আসেন, দেখিয়া যান।

৯ই মার্চ ১৯৬৩।

আজ বুনির পত্র পাইলাম। সে লিখিতেছে, মা'র শরীর মোটেই ভাল না, কি রকম যেন সবের মধ্যে থাকিয়াও নাই। খেয়াল হইলে একটু খাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাওয়া করেন। ৬ তারিখে হরিবাবার জন্মোৎসব হইয়াছে। সকাল ১১টার পরে মা ঘরের বাইরে আসেন। হোলী উপলক্ষে মা'র কাছে বাহির হইতে বহু লোক আসিয়াছেন।

আমার এখান হইতে লেখা পত্র-ও মা'র কাছে পৌঁছিয়াছে। বুনি লিখিয়াছে মা পত্র শুনিয়া বলিলেন,—'পূর্বাপেক্ষা দিদির শরীর সুস্থ ভাল কথা। হঠাৎ এরকম খারাপ হয়ে গেল কেন? দিদি যেন খুব সাবধানে থাকে।" মা আরো লেখাইয়াছেন "দিদি জল কম খায় কেন? মধ্যে মধ্যেই নিয়মিত ভাবে জল খাবে। আর্থ্রাইটিসের ব্যথায় জল বেশী খাওয়া দরকার।'

তাহার চিঠিতে আরো জানিলাম, যে চারুবাবুর ৺গোপাল প্রতিষ্ঠাও ১০ই হইবার কথা। কলিকাতা হইতে অষ্টধাতুর গোপালমূর্ত্তি নির্মাণ করাইয়া আনা হইয়াছে। উপস্থিত তিনি মহাপ্রভুর মন্দিরে গৌর নিতাইয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। কাশীতে যে গোপাল আছেন তাহার সম্বন্ধেও মা নাকি ইতিমধ্যে ২।১ দিন বেশ গল্প করিয়াছেন। আশ্রমে আসিবার পূর্বে সেই মূর্ত্তি বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার কথাই উঠিয়াছিল; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা বন্ধ হইয়া যায়, এবং শ্রীগোপালজীকে কাশী আশ্রমেই রাখা হয়। এবার নাকি মা কথা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন যে গোপাল তখন-ত আসেন নাই, এখন তিনি বৃন্দাবনে আসিলেনই।

১৪ই মার্চ ১৯৬৩।

আজ শক্তি ও শৈলেশের চিঠিতে মা'র ও আশ্রমের বিস্তারিত খবর পাইলাম। মা'র শরীর মোটেও ভাল না। মা তাহা লইয়াই যাহা করিতেছেন দেখিলে ভয় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈলেশ লিখিয়াছে "গত ৯ই হরিবাবার জন্মোৎসব খুব সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে হইয়া গিয়াছে। স্বামী অখণ্ডানন্দজী, শরণানন্দজী, গঙ্গেশ্বরানন্দজী, চক্রপাণীজী প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই সেইদিন আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আমাদের আশ্রমস্থ হলঘরটী অতি পারিপাট্যের সহিত সাজান হইয়াছিল। মন্দিরের প্রবেশ পথে নানা রঙের বিজলীবাতী। দ্বিপ্রহরের পর হইতেই মা নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছেন। উৎসবে আগত সকল সাধুকেই বস্ত্র এবং রুমালে বাঁধা ফল দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রিতে অখণ্ড কীর্ত্তন মেয়েরা করিয়াছে। আর দিবাভাগে দিল্লীর কীর্ত্তন পার্টি করিয়াছে।"

মা'র উপস্থিতিতে আমাদের বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীহরিবাবার উৎসব ও দোল।

"১০ই সকাল হইতেই হোলীর উৎসবে আশ্রম মাতিয়া উঠিয়াছিল। মা ভোরে উঠিয়াই একবার হরিবাবার আশ্রম ঘুরিয়া আসিয়া রাসমণ্ডপে সকলকে নিয়া বসিলেন। আজ আবার সাধুদের ভাণ্ডারা। হরিবাবার আশ্রম ও অন্যান্য নানা স্থান হইতে প্রায় ২০০ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছেন। হলঘরেই তাঁহাদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মা নিজে দাঁড়াইয়া সব ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন। প্রায় ৫টার সময় দলে দলে লোক মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিল।

মা'র শরীরটা ভাল না থাকাতে মা এবার আর রং খেলেন নাই। সকলেই মা'র পায়ে আবির দিয়া প্রণাম করিয়াছে।"

পত্রে আরও লেখা হইয়াছে, গত পরশু পর্যন্ত বহু ভক্তই আশ্রমে রহিয়া গিয়াছিলেন। এক এক করিয়া তাহারা বিদায় নিতেছেন।

হোলির দিন হইতে আশ্রমের তুলসীমঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালান হইতেছে। সেদিন হরিবাবা সোজা প্রায় ৭টায় আশ্রমে আসিয়া তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিয়া মা'র কথায় তুলসী-বেদীতে একটু বসিলেন। পরে হলেই কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তনের পর হরিবাবার সঙ্গে কথা কহিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার স্থির হইল যে সকলে আগামী ১৬ই করোলী যাইবেন। সেখানে ৫ দিন থাকিয়া পুনরায় ২১শে বৃন্দাবন ফিরিবেন।"

১৭ই মার্চ ১৯৬৩।

বুনির পত্রে ওখানকার অনেক খবর পাইলাম।

১০ তারিখে দিল্লী হইতে কয়েকজন লোক আসিয়াছিল মা'র সঙ্গে দেখা করিতে। একজন মাকে বলিল,—"মাতাজী, আপনার প্রবচন কখনো শুনি নাই।" মা হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"এই শরীরটা ত প্রবচন দেয় না। কখনও কখনও একটু আধটু কথাবার্ত্তা যা হইয়া যায়। প্রবচন দিলে কি আর রক্ষা আছে?"

দ্বিপ্রহরে যোগীভাই মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গেও মা'র কিছু কিছু কথাবার্ত্তা হইল। করৌলী যাওয়ার কথায় যোগীভাই মাকে বলিলেন,—"এই রকম ঘোরাঘোরী আর না করিলেই ভাল হয়। মা যে কোন এক জায়গায় থাকিলে বিশ্রামও হইবে এবং যে যার দর্শনও করিয়া যাইবে।"

মা বলিলেন,—"করৌলীর উহারা অনেক দিন ধরিয়াই পিছনে পড়িয়াছে। না গেলে আবার আর একস্থানে ধরিবে। তাই এবার শেষ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ঘোরাঘোরি করার আর বিশেষ খেয়াল নাই। এখন আর শরীরও যেন দেয় না। যেখানে যেখানে কথা দেওয়া ছিল সবই প্রায় পুরা হইয়াছে। এখন শুধু রাঁচির গোপাল প্রতিষ্ঠা ও কলিকাতার উৎসব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৩শে মার্চ ১৯৬৩।

আজ বৃন্দাবন হইতে বুনি, হেমিদি, যমুনা, লীলা প্রভৃতি কাশী আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের নিকট শুনিলাম মা'র ২৫।২৬ তারিখ পর্যন্ত বিন্ধ্যাচলে আসিয়া পৌঁছাইবার কথা।

এদিকে আবার সংবাদ পাইলাম যে মায়ের পরমভক্ত শ্রীবীরেন মুখার্জি গত ১৬ই মার্চ্চ সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মা যেদিন করৌলি হইতে বৃন্দাবনে পৌঁছেন সেই দিনই মা'র নিকট এ সংবাদ পৌঁছে। খবর পাইয়া মা সকাল হইতেই বলিতেছেন,—'বীরেন তো চলিয়া গেল এই রকম লোক সাধারণতঃ দেখা যায় না। গৃহস্থ হইয়াও জপ, ধ্যান, নিয়ম নিষ্ঠা নিয়াই থাকিত। পাণ্ডিত্যও অসাধারণ ছিল।'

বীরেনদার দেহত্যাগ

বিকাল বেলাও মা ঘরের বাহিরে পায়চারী করিতে করিতে বলিতে-ছিলেন—'এ শরীরটার ওপরে বীরেনের অসাধারণ বিশ্বাস ছিল। কোনও রকম হাল্‌কা.ভাব তো ছিলই না, বরং এ ব্যাপারে তাহার চরিত্রে এমন একটা বলিষ্ঠতা ছিল যা সাধারণতঃ দেখা যায় না'।—এই জাতীয় আরও অনেক কথা মা বলিলেন। পরে চিন্ময়কে দিয়া তার (বীরেনের) ছেলে বাচ্চুকে লিখাইলেন,—

"বীরেনের অন্তিম সংবাদ। হঠাৎ এই সংবাদে সকলেই মর্মাহত হইয়াছে। উপলক্ষ্য কি? আর জানিয়াই বা কি হইবে! যা হবার, নিজজনের উপস্থিত, এইরূপ।"

গত শনিবার করৌলিতে মদনমোহনের স্থানে মাকে নিয়া যাওয়া হইয়াছিল করৌলী রাজার বিশেষ আগ্রহে। সেস্থান হইতে বৃন্দাবন ফিরিয়াই এই সংবাদ মা পান। বীরেনদার মৃত্যু হইয়াছে ১৬ই মার্চ ১৯৬৩ সালের রাত্রিতে। সে দিন ছিল শনিবার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হৌক্ বীরেনদার মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া মা আবার বলিলেন—"সংসার যাত্রায় এইরূপ সকলেরই মর্ম্মান্তিক বেদনা স্বাভাবিক! বিধির বিধান যাহা। ধৈর্যের আশ্রয়ে স্থির ধীর ভাবে সন্তানের কর্ত্তব্য যাহা সৎপরিবেশে করার চেষ্টা। পরমার্থ রাস্তা বিনা, মানুষের শান্তি নাই। তাই সর্বাবস্থায়ই ভগবান স্মরণীয়।"

একটু পরে মা আবার বলিলেন,—'লিখিয়া দাও, তোমার মাকে ও ভাই বোনদেরও এ পত্র শুনাইও। তোমার মায়ের শরীর কেমন আছে?'—মা আরো বলিলেন,—'মায়ের নিজেরই সান্ত্বনায় নিজেকে শান্ত-সুস্থ রাখিতে হইবে—পিতা মাতা একাধারে মা-ই। সন্তান, পরিজন, উপস্থিত সকলেরই বৃহৎ বৃক্ষচ্ছায়া হারানো, অভাবে শোকে দুঃখে আচ্ছন্ন হওয়া স্বাভাবিক! কি করা! সংসারেরই এই রূপ। জীবজগতে মানুষের এই দুর্ভোগে সহ্য ধৈর্যের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় কি! নিজেরা নিজেদেরই সান্ত্বনায় সুস্থ থাকা নিজ নিজ কর্তব্য, যাহা সৎ অনুষ্ঠানের ভিতরে, পূর্ণ করার চেষ্টা। মানুষেরই ভগবানকে চিন্তনীয়।"

"তোমাদেরই জন হারাইয়াছে, তাহা নয়! আমাদেরও বিশেষ আত্মিক সম্বন্ধ যাহা চরম, পরম! তিনি ভোলানাথের কাছে প্রথম আশ্রিত। মাকে যে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন—কি আর লেখা!! বিশেষ বুদ্ধি বিচারে—পরমার্থের দিক গ্রহণ—এত সুপটু, সুন্দর গড়ণ ধরণ!—আর একটী আমরা ঐরূপ দেখি না। তাহার সান্নিধ্যে বসিলে, ভাগবৎ কথা উঠিলে, তিনি আমাদের তাঁহার ভাব ভাষাতে, ভাগবৎ রসের মত্ততায়, সকলেরই, সেই স্থান, বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত সেই সময় কিরূপ প্রকাশ—বলিতে পারি না! আজ কেবল ঐ সবই আমাদের স্মরণে, আলোচনায় স্মৃতিতে দিয়ে গেছেন। আমাদেরই এমন জনের আজ অভাব!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার জন্য মঙ্গলবার, ১২ ঘণ্টা কীর্ত্তন বৃন্দাবনে মহাপ্রভু, মহাদেবের সান্নিধ্যে! ভোগ পূজা তো আছেই।"

২৫শে মার্চ ১৯৬৩।

আজ আমি বুনি ও পানুকে নিয়া বিন্ধ্যাচল পৌঁছিলাম। মা'রও আজই রাত্রি প্রায় ২ টায় বিন্ধ্যাচল আসিবার কথা। মা'র আসিতে আসিতে রাত্রি প্রায় ২॥টা বাজিয়া গেল। সঙ্গে দিদিমা, উদাস, বিমলা, নারায়ণ স্বামিজী প্রভৃতি আসিয়াছে। দেখিলাম মা'র শরীর খুবই খারাপ, তবুও তাহা নিয়াই সব কাজ করিয়া চলিয়াছেন। এ অবস্থায়ও সকলের মনস্তুষ্টির দিকে মা'র লক্ষ্য রহিয়াছে সম্পূর্ণ-ই।

শ্রীশ্রীমায়ের বিন্ধ্যাচল আগমন।

ইতিমধ্যে একদিন দিনে গিরীজীর হরিদ্বারে সে কী অবস্থা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। কথা প্রসঙ্গে মা যাহা বলিলেন তার মর্মার্থ এই যে গিরীজী দেখিতেছিলেন যে কে একজন সাদা কাপড় পরিয়া নৌকা নিয়া আসিয়াছে। গিরীজী বলিয়াছিলেন, কখনো মনে হয় মা, আবার কখনো মনে হয় কৃষ্ণ—ঠিক যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, উনি কে? যাহা হৌক তিনি গিরীজীকে বলিলেন,—'তুমি নৌকায় ওঠ, তোমাকে নিয়া যাইব।' গিরীজী নৌকায় উঠিয়া দেখেন, পারে তাঁহার অনেক শিষ্য। তাহা ছাড়া মা'র ভক্তদের মধ্যেও অনেকে কিনারে দাঁড়াইয়া আছেন।

হরিদ্বারে গিরীজীর অলৌকিক দর্শন।

নৌকা ছাড়িতে উদ্যত দেখিয়া গিরীজী বলিলেন,—'এরা যাইবে না? আমি এদের সকলকে না নিয়া যাইব না।'

তখন যিনি নৌকায় আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন,—'সকলেই যাইবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা'র ঘরে মা এই সময় খাটে শুইয়াছিলেন আর দিদিমা মা'র সামনে মোড়াতে বসিয়াছিলেন।

আমি এই কথা শুনিয়া মাকে বলিলাম, শুনিয়াছি মা'র ভক্তেরা এবং গিরীজীর শিষ্যেরা কেহ কেহ পারে দাঁড়াইয়াছিল। আর আমি কিছু না বলিতেই অন্তর্য্যামিনী মা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চৌকি হইতে নামিয়া একটু জোরে বলিলেন,—"তুমি দিন রাত্রি মাকে নিয়া থাকিবে—তোমাকে আবার দেখিবে কি!" এই বলিতে বলিতে চট্ করিয়া চৌকির কাছে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

আমি তখন মাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—"মা আশীর্বাদ কর, আমি যেন মাকে নিয়াই থাকিতে পারি। আমি মূর্খ, নৌকায় ওঠার আমার দরকার নাই। তোমার কাছেই যেন সর্বদা থাকিতে পারি।"

মা বিন্ধ্যাচল আসিয়াই পরদিন শক্তিকে বেনারস পাঠাইলেন মনাদার কাছে। মনাদা অনেক দিন হইতেই অসুস্থ, ঘর বাহিরও হইতে পারেন না, মা'র কাছেও সেজন্য আসিতে পারেন না। তাই মা বলিয়া পাঠাইলেন,—'বাবা, আসবে কি? আসতে পারবে কি?'

২৮শে মার্চ ১৯৬৩।

আজ বেলা প্রায় ১১টায় মনাদা, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে রমা প্রভৃতি সকলকে নিয়া শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। মনাদা আসায় সকলেই খুব আনন্দিত। সেই দিনই বিকালে আবার কাশী ফিরিয়া যাইবেন ঠিক করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মা'র কথায় এবং সকলের আগ্রহে তাঁহার তিন দিন বিন্ধ্যাচল থাকার কথা স্থির হইল। বহুদিন পর মা'র সামনে মনাদা আসিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯শে মার্চ ১৯৬৩।

আজ সকালে মা মনাদাকে বলিলেন,—"খেয়াল হইল, বাবা নীচে যোগাবশিষ্ঠ নিয়া মাতিয়া আছে। দেখ কি এইরূপে, এই সব, এ-ই-সব।"

দেখা গেল একটা স্থানে অনেক সাধু মণ্ডলী সাদা কাপড় পরা ভোজনে বসিয়াছে। মা সকলকে কি একটা জিনিষ দিতেছেন। সে নিজের খাওয়ার সব সামগ্রী এক পাশে সরাইয়া মা'র দেওয়া জিনিষ আগ্রহ সহকারে নির্বাক হইয়া নিতেছে। যে জিনিষটা মা দিতেছেন সেটা অনেকটা কর্পূরের মত; আছেও আবার এর মধ্যেও নাইও। মা একটু সরিয়া আসিলে মায়ের পীছে পীছে একটী কিশোর বয়স্ক বালক ঝুলান চুল, মুখখানি বেশ সুন্দর। কিন্তু তপস্বীভাব। সাদা কাপড় দীর্ঘদিন পরিলে যেমন আকার ধারণ, সেই রকম একটি বহির্বাস আর গায়ে গুটান একখানি চাদর। গায়ের রং প্রায় শ্যামবর্ণ। মা'র পীছে পীছে মা'র দিকে তাকাইয়া সুরে মগ্ন হইয়া এই পদগুলি গাহিতেছে—

"দেও আমায়
মা—আ—আ—আ
আ—আ—আ.........
হে মুক্ত জননী!"

এই সব বলার পর মনাদার সঙ্গে এই সব কথার অর্থ নিয়াও অনেক আলোচনা হইল।

মা বলিলেন,—"দেও আমায় এর অর্থ,—আমাকে আমায় দেও।"

৩০শে মার্চ ১৯৬৩।

আজ রাত্রিতেও কল্যকার কথা নিয়া আবার আলোচনা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩১শে মার্চ ১৯৬৩।

আজ ভোর বেলা মনাদা কাশী চলিয়া গেলেন। মনাদার ওপরে উঠিতে কষ্ট হয়, তাই মা-ই সকাল হইতেই নীচে আসিয়া মনাদার সাথে দেখা করিলেন। কাশী হইতে গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়, মুক্তিবাবা প্রভৃতি অনেকেই মা'র সাথে দেখা করিবার জন্য বিন্ধ্যাচলে আসিয়াছেন।

এদিকে এইসময় কাশীতে বাসন্তী পূজা হইতেছে, কিন্তু মা'র কাশীতে পূজায় যাওয়ার খেয়াল হইতেছে না। কবিরাজ মহাশয়, মনাদা, মুক্তিবাবা প্রভৃতি অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য হইলেও মাকে পূজায় যাইতে অনুরোধ করিয়া গেলেন।

১লা এপ্রিল ১৯৬৩।

কাশীতে বাসন্তী পূজায় মায়ের আগমন।

আজ রাত্রি ৯টায় মা হঠাৎ আমাকে, গিরীজীকে এবং উদাসকে লইয়া মোটরে কাশী রওয়াণা হইলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা কাশী পৌঁছিলাম। সেই রাত্রিতেই ১টায় সন্ধিপূজা। মা আসাতে আশ্রমবাসী সকলেই বিশেষ উৎসাহিত।

পরদিন সকালেই মা আবার ৯টায় ফিরিয়া গেলেন। কথা প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে একদিন মা বলিতেছিলেন, "বীরেনের মৃত্যুর পরদিনই দেখি উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় শরীর—হাসিখুশী ভাব—এ শরীরটার কাছে বসিয়া বলিল,—মা আমি আসিয়া গিয়াছি।"

১১ই এপ্রিল ১৯৬৩।

মা প্রায় ২টায় ট্রেনে গিরীজীকে নিয়া গিরীজীর সন্ন্যাস উৎসব উপলক্ষে দিল্লী রওয়াণা হইলেন। শক্তি মা'র সাথে এলাহাবাদ পর্যন্ত গেল। তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখে শুনিলাম স্টেশনে বহু ভক্ত মা'র দর্শনে আসিয়াছিল। আমি সেদিনই সন্ধ্যায় মুক্তিবাবা প্রভৃতিকে লইয়া কাশী চলিয়া আসিলাম।

১৬ই এপ্রিল ১৯৬৩।

আজ মা দিল্লী হইতে হরিদ্বারে গেলেন। হরিদ্বার রওয়াণা হইবার পূর্বে মা চিণ্ময়কে নিয়া পণ্ডিত জওয়াহারলাল নেহেরুর বাড়ীতে গেলেন। হরিদ্বারে মা'র সঙ্গে গেল ক্ষমা, পুষ্প, শান্তা ও চিণ্ময়।

দিল্লী হইয়া মা'র হরিদ্বার গমন।

হরিদ্বার স্টেশনে পৌঁছিয়া মা চিণ্ময় ও শান্তাকে নিয়া কনখল গেলেন। অবশিষ্ট সকলে "বাঘাট হাউস" চলিয়া গেল। কনখল হইতে মা একঘণ্টা পরে 'বাঘাট হাউসে' আসিয়া পৌঁছিলেন।

দিল্লী হইতে গিরীজীও আজই কাশী আসিয়া পৌঁছিলেন। মা আমাদের সকলকে এখান হইতে একসঙ্গে কলিকাতা যাইতে বলিয়াছেন। আমাদের ২৫শে যাওয়ার কথা।

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৩।

হরিদ্বারের পত্রে জানিলাম মা পুনরায় ১৮ তারিখে কনখলে গিয়াছিলেন। সেদিন রাত্রিতে মা সেখানেই ছিলেন। ১৯শে সকাল বেলা মা'র ভোগও কনখলেই হইয়াছিল। ভোগের পরে মা হরিদ্বারে বাঘাট হাউসে আসেন।

সুবিমল দত্ত মাকে দর্শন করিবার জন্য হরিদ্বারে আসিয়াছিলেন। মা'র সঙ্গে নাকি তাঁর অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। অনিল এবং সতীও দিল্লী হইতে মা'র সঙ্গে আছেন। ডেনিস ও তার কন্যা বহুদিন হইতেই মা'র সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা মেয়েদের ২০শে হরিদ্বার হইতে দেরাদূন পাঠাইয়া দিয়াছেন। এবং ২২শে মা হেমিদিকে নিয়া দেরাদূন গিয়াছেন। ঐ দিনই মা মুসুরী এক্সপ্রেসে দিল্লী রওয়াণা হইলেন। স্থির হইয়াছে ৩০শে মা দিল্লী হইতে মোগলসরাই হইয়া কলিকাতা যাইবেন।

গতকল্য কন্যাপীঠের কয়েকটী মেয়ে কলিকাতা রওয়াণা হইয়া গিয়াছে। এদিকে গত ২২শে হইতে আমার জ্বর শুরু হইয়াছে। জ্বরের জন্য আমার কলিকাতা যাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কথা হইয়াছে জ্বর সারিয়া গেলে আমি কলিকাতা যাইব। নারায়ণ স্বামী, বিমলা, দিদিমা আজ কলিকাতা রওয়াণা হইয়া গেল।

৩০শে এপ্রিল ১৯৬৩।

আমার Typhoid জ্বর হইয়াছে। জ্বরে আমি একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছি। সকলেই আমাকে নিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। এর মধ্যে খবর আসিল মা আজ রাত্রি প্রায় ১০টায় মোগলসরাই pass করিতেছেন।

কলিকাতা অভিমুখে মা।

মা ইহাও জানাইয়াছেন যে যদি ডাক্তারের মত হয় তবে আমাকে যেন মা'র গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হয়। আমার জ্বর না ছাড়াতে আমার যাওয়া বন্ধই হইয়া গেল। এইবার জ্বরে আমি অত্যন্ত দুর্বল বোধ করিতেছি কথা বলিতেও যেন কষ্ট বোধ হয়। আমার এই অবস্থা দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—'আচ্ছা দিদি, তুমি যাইতে সাহস পাও?' আমি বলিলাম,—'মা আদেশ করিলেই আমি পারি,—তা' না হইলে আমার শক্তি নাই।'

মায়ের আদেশই আমার শক্তি-উৎস।

আজ মাকে দর্শন করিতে এখান হইতে অনেকেই যাইতেছেন। তাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রওয়াণা হইবার একটু পূর্বেই এলাহাবাদ হইতে Trunk call আসিল,—"দিদিকে মা'র সঙ্গে যেন তুলিয়া দেওয়া হয়।"

প্রকৃতপক্ষে মা'র আদেশ ছিল যে ডাক্তার যদি মত করে তবেই যেন আমাকে মা'র গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হয়।"

কিন্তু ঘটনাক্রমে আমরা শুধু শুনিতে পাইলাম, "মার গাড়ীতে যেন দিদিকে তুলিয়া দেওয়া হয়।" পানু মির্জাপুরে গিয়াছিল, তাকে মা বলিয়াছিলেন,—"কাশীতে ফোন করিয়া দেও—ডাক্তারের মত হইলে দিদিকে যেন এই সঙ্গেই তুলিয়া দেওয়া হয়।"

পানু তাহাতে বলিল,—"এ বিষয় ডাক্তার মাথুরের মত এই যে দিদিকে যেন একটুও নাড়াচাড়া না করা হয়।"

ইহা শুনিয়া মা বলিলেন,—"তবে শীঘ্র ফোন কর, 'দিদি যেন না আসে।' আর মা বার বার-ই বলিতে লাগিলেন, 'দিদি আবার না আসিয়া পড়ে।"

এদিকে মা'র ঐ কথা বলার পরে আর Phone করিবার সময় নাই। কাজেই পানু আর Phone করে নাই।

Allahabad হইতে Trunk-Call আসা মাত্র সতী আসিয়া বলিল,—"দিদি, মা তোমাকে মা'র সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।"

আমি ত এই কথা শোনা মাত্র উঠিয়া বসিলাম। মেয়েদের বলিলাম, "তোমরা আমার জিনিষপত্র ঠিক কর।"

এদিকে সময় তখন একেবারে নাই। ৭।৮ মিনিট মাত্র বাকী। শরীর অত্যন্ত দুর্বল। আমার পক্ষে যাওয়া সত্যই দুঃসাহস ছিল। কিন্তু মায়ের আদেশ শোনা মাত্র আমার আর এ কথা মনে রহিল না। ঐ ৫ মিনিটের মধ্যেই কোনও মতে জিনিষ পত্র গুছাইয়া আমি মেয়েদের নিয়া Taxi করিয়া রওয়াণা হইলাম। আমরা Stationএ পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গেই মা'র গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। মা দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

6/63

Invalid Chair করিয়া মা'র কাছে নিয়া যাওয়া হইল। মা আমাকে কাছে ডাকিলেন। আমি কাছে যাইতেই মা বলিলেন,—"দিদি, আমার খেয়াল হইতেছে তুমি এখন থাক। কারণ এই Cabinএ তোমার যাওয়া ঠিক হইবে না। Air Condition গাড়ী—গাড়ী একেবারে বন্ধ। এ গাড়ীতে তোমার যাওয়া ঠিক হইবে না। তবে তুমি যদি নিরাশ না হও এবং খুশী মনে থাক,—তবেই বলা।"

আমি বলিলাম,—"তুমি বলিয়াছ তাইত আসিয়াছি। যাক্ তুমি যা বল!"

এই কথাবার্ত্তা হইতে না হইতেই ডাক্তার মাথুর সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার মাথুর তো আমাকে এইখানে দেখিয়া অবাক। পরে তিনি এ কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে প্রথমে তিনি আমাকে দেখিয়া নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তিনি আমাকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন,—"সত্যই কি আমি দিদিকে দেখিতেছি।" তাহাকে দেখিয়া মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিদি কি আমার সঙ্গে যাবে?" ডাঃ মাথুর বলিলেন,—"মা, দিদি কি করিয়া যাইবে? দিদির যে অবস্থা তাহাতে আমরা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি।" যাহা হৌক ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিয়া শেষ পর্যন্ত ঠিক হইল আমি আগামী মাসের ৯ই কলিকাতা যাইব।

মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি, ডাক্তার বলিয়াছে তুমি ৯ তারিখে যাইতে পারিবে।"

আমি মাকে প্রণাম করিলাম। মা আমার মাথায় হাত দিলেন, এবং গলায় একটি মালা পরাইয়া দিলেন। মা বলিলেন—"দিদি, মনে জোর কর। দেখা তো হইলই। আর কলিকাতা যাওয়ার দরকারই বা কি? মনে জোর রাখ জ্বর যেন আর না আসে।"......

দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পরে শুনিলাম ডাক্তারকে নাকি মা বলিয়াছিলেন, 'তুমি দিদিকে নিয়া আসিও।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা'র গাড়ী চলিয়া গেল। আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। এই দুর্বল শরীরে এই যে ভয়ঙ্কর পরিশ্রম হইল তাহাতে বিশেষ একটা ক্লেশ বোধ করিলাম না। সবই মা'র কৃপা!

১লা মে ১৯৬৩।

আজ ভোর ৪টা হইতেই আর জ্বর আসে নাই। সকাল হইতে জ্বর একেবারেই ছাড়িয়া গেল। ডাক্তার ত ব্যাপার দেখিয়া আবাক্। তিনি বলিলেন,—এইরূপ রোগীর পক্ষে যে পরিশ্রম ঘটিয়াছে তাহাতে এ জ্বর খুব বাড়িয়া যাওয়ার কথা। আমি ত তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি যে গিয়া জ্বরের কী অবস্থা দেখিব কে জানে। দিদি, ইহা কেবল মা'র কৃপাতেই সম্ভব হইয়াছে জানিবেন।"

মায়ের কৃপাতে সব সম্ভব।

সত্যই মা'র কৃপা ভিন্ন আর কী! কি চক্রান্ত করিয়া মা দর্শন দিয়া গেলেন। মা গাড়ী ছাড়বার একটু আগে বলিয়াছিলেন,—'যাক্ টেলিফোনে ভুল হওয়াতে ভালই হইল। ভুল না হইলে তোমাকে কি করিয়া দেখিয়া যাইতাম।"

মা'র লীলা কে বুঝিবে!

৩রা মে ১৯৬৩।

আজ কলিকাতা হইতে পত্র পাইলাম। বুনি লিখিয়াছে,—"ট্রাঙ্ককলে তুমি ভাল আছ এবং জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, এখন খুব সাবধানে থাকিবে—ডাক্তার যে রকম বলে। তারপর ডাক্তার মত দিলে চলিয়া আসিও।

আজ ১৯শে বৈশাখ। মায়ের জন্ম তারিখ। আজ হইতে উৎসব আরম্ভ হইল। ১১ই মে শেষ রাত্রি ৩টায় তিথি পূজা হইবে। গত ২দিন ধরিয়া জ্বর ছিল না। কিন্তু আজ আবার জ্বর বাড়িতে লাগিলো। সুতরাং এ অবস্থায় স্পষ্টই বুঝিতেছি, কলিকাতায় যাওয়া সম্ভব হইবে না। ডাঃ মাথুর ও তাঁহার পরিবারবর্গ আমার সঙ্গে যাইবেন। এই জন্য সকলের টিকেট এবং Reservation আদি সব যথাসময়ে হইয়া গিয়াছে। সবই cancel করাইতে হইল।

১১ই মে ১৯৬৩।

আজ সকালে বম্বের Dr. Seth কলিকাতা হইয়া এখানে পৌছিয়াছেন। সারাদিন এখানে থাকিয়া, আমাকে খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করিয়া অনেক ঔষধ, Injection আদি আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া কেবল Typhoid-এর একটা ঔষধ এবং দুর্বলতার জন্য একটা Tonic ৭দিন খাইতে বলিলেন। আর বিশেষভাবে বলিলেন, বিছানা হইতে যেন ওঠা না হয়। ৭ দিন পরে তাহাকে Report দিতে হইবে, এই কথা বলিয়া তিনি আজ সন্ধ্যার প্লেনে কলিকাতা ফিরিয়া গেলেন। সেখানে মাকে Report দিয়া এবং শেষ রাত্রিতে মা'র তিথি পূজা দেখিয়া পরের দিন তিনি বম্বে ফিরিয়া যাইবেন।

১৪ই মে ১৯৬৩।

আমার জ্বর ৩রা মে হইতেই ১০০°/১০২° চলিতেছে। শ্রীমান নির্বানানন্দ আগরপাড়া আশ্রমে গত ১২ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে নব-নির্মিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞকুণ্ডে অখণ্ড অগ্নি স্থাপন করিয়া এবং মাতৃ-তিথিপূজা সাঙ্গ করিয়া আজ কাশী আসিয়াছে। আবার আগামীকাল হরিদ্বার চলিয়া যাইবে। মা, হরিবাবা এবং অন্যান্য পার্টি ১৫ই রওয়াণা হইয়া ১৬ই মে রাঁচী পৌঁছিবেন। সকাল ৮টায় কলিকাতার Trunkcallএ জানা গেল আমাকে দেখিবার জন্য মা আগামীকাল ১৫ই মে সকাল ৮॥০টায় বম্বে মেলে মোগলসরাই পৌঁছিবেন। এবং সেখান হইতে কাশী আসিবেন। কয়েক ঘণ্টা পরে আবার Trunkcallএ জানা গেল শ্রীযুক্ত হরিবাবাও আমাকে দেখার জন্য ১৫ই দুপুরে প্লেনে কাশী আসিতেছেন।

১৫ই মে ১৯৬৩।

মা'র কাশী আগমন।

আজ সকাল ৯-১৫ মিঃ এ মা আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমাকে একটু দেখিয়াই মা হরিবাবার ঘর, আসবাবপত্রাদি গুছানর কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এবং হরিবাবা না পৌঁছান পর্যন্ত হরিবাবার ঘরেই রহিলেন। মা বলিয়া পাঠাইলেন,—**"হরিবাবা পৌঁছিলেই যেন বাবাকে আমার ঘরে নিয়া আসা হয়।"** হরিবাবা প্রায় ১টায় আশ্রমে পৌঁছিলেন। আশ্রমে আসিয়াই হরিবাবা তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন, এবং মাকে দর্শন করিয়া, হাতমুখ ধুইয়া মাকে সঙ্গে করিয়া আমার ঘরে আসিয়া আমার বিছানার উপরেই বসিয়া পড়িলেন এবং আমার মস্তকে, সর্বশরীরে কত স্নেহভরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। একটু পরেই সযত্নে আনিত একটা পুস্তিকা খুলিয়া "রাম-রক্ষা" স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠের শেষে এই স্তবের অনেক মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই স্তব-পাঠে নাকি নানাবিধ জটিল ব্যাধি সারিয়া যায়। ইহা নাকি এ ব্যাপারে একেবারে অমোঘ। প্রত্যহ ১১বার পাঠ করিতে হয়।

আমার প্রতি হরিবাবার স্নেহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিবাবার পাঠের সময় মা-ও আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন। বলিলেন, —"দিদি একটু গা ঝাড়া দিয়া নড়াচড়া করিবার চেষ্টা কর।"

১৭ই মে ১৯৬৩।

আজ জ্বর ৯৮°তে নামিল। মা নিজেই আমার পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেছেন। হরিবাবার ইচ্ছানুযায়ী আমাকে কখনো উঠাইয়া বসাইতেছেন, কখনো শোয়াইতেছেন। একবার বিছানা হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্য মাটীতে নামাইয়া, দাঁড় করাইয়াই আবার শোয়াইয়া দিলেন।

১৯শে মে ১৯৬৩।

আজিও জ্বর ৯৮°। অন্য কোন উপসর্গ নাই। পথ্যাদির ব্যবস্থা মা-ই করাইলেন।

২০শে মে ১৯৬৩।

আজ বেলা ১॥ টায় আশ্রম হইতে রওয়াণা হইয়া মা ও হরিবাবা মোগলসরাই হইতে ২॥ টায় দিল্লী এক্সপ্রেসে রাঁচী রওয়াণা হইলেন। আমার প্রার্থনায় তাঁহারা যৎসামান্য অন্ন প্রসাদ খাইবার পূর্বে আমাকে দিলেন। ইহাতে আমার মন প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সব গ্লানি দূর হইয়া গেল। আর যাইবার সময় মা ও হরিবাবা যে ভাবে আমাকে স্নেহাশীর্বাদ দিলেন, তাহার আনন্দ একমাত্র অনুভবেরই বস্তু। ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব।

শ্রীমা ও হরিবাবা রাঁচির পথে।

যাইবার পূর্বে মা আমাকে একবার বম্বে গিয়া ডাক্তার দেখাইতে বলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৫শে মে ১৯৬৩।

আমি বম্বে আসিয়াছি। ভিলে পার্লেতে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহের বাড়ীতে উঠিয়াছি।

২৮শে মে ১৯৬৩।

রাঁচি হইতে পত্র আসিয়াছে। "তোমার জ্বর ৯৮° শুনিয়া মা বোধহয় খুশী হইয়াছেন। মা গতকাল বৈকালে জামসেদপুর গিয়াছেন। বোধহয় সত্যনারায়ণ মন্দিরে যাইবেন। সেখান হইতে ৩০শে মে বিকাল বেলা রওয়াণা হইয়া ঐদিন-ই রাত্রিতে ১০টায় মুড়ি পৌছিবেন। সেখান হইতে ৪৫ মাইল মোটরে চলিয়া আশ্রমে আসিবেন। সঙ্গে দিদিমা, স্বামিজী, পুষ্প, বিমলা, জয়া, বিশুদা এবং শিবানন্দ ও ভাগবতানন্দ গিয়াছে।"

পত্রে আরো লিখিয়াছে,—"মুক্তা ও দুর্গা, কাশীর অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার। মুক্তার পুত্রবধূ দুর্গা। সম্প্রতি মুক্তার একমাত্র পুত্র, দুর্গার স্বামী, মারা গিয়াছে। উহারা অত্যন্ত গরীব বলিয়া আশ্রম হইতে তাহাদের ভরণপোষণের সব ব্যবস্থা, এবং দুর্গার স্বামীর সৎকারাদি, শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় কার্যই আশ্রম হইতে করা হইয়াছে।"

গতবার মা ও হরিবাবা যখন রাঁচী হইতে আমাকে দেখিতে কাশী গিয়াছিলেন তখন মুক্তা ও দুর্গার জন্য মা একটা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। ব্যবস্থা এই হইয়াছিল যে, দুর্গাকে দেরাড়ূন লইয়া যাওয়া হইবে, আর মুক্তা কাশী আশ্রমে থাকিবে।

এখন রাচী হইতে পূর্বোক্ত পত্রে লিখিতেছে—"মুক্তা বা দুর্গা কেহ-ই মায়ের ব্যবস্থায় রাজী নহে। তাহারা নাকি নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া নিবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১লা জুন ১৯৬৩।

আজ রাঁচীর পত্রে জানিলাম মা ৩০শে রাত্রি ১১টায় জামসেদপুর হইতে রাঁচী ফিরিয়াছেন। পত্র লিখিয়াছে শক্তি। শক্তি লিখিতেছে,—'মা ফিরিয়া মোটর হইতে নামিতে নামিতেই প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ মহারাজ, জ্বর আছে নাকি?" ২ দিন পূর্ব হইতেই আমার একটু জ্বর জ্বর ভাব হইয়াছিল।

যাহাহৌক, মা আসিয়া হলে একটু বসিয়া, পরে ঘরে চলিয়া যান। সেখানে তোমার Telegram মাকে শোনাই যে তুমি ভালভাবে Bombay পৌঁছিয়াছ এবং তার পর ভাইয়ার (B. K. Shah) Telegram-ও শোনাই। তুমি একটু ভাল আছ শুনিয়া মা যেন খুশী হইলেন।

২রা জুন ১৯৬৩।

আজ মা দুপুরে হঠাৎ ১টার সময় নীচে নামেন। ৭ই জুন রাঁচীতে শিবমন্দির ও গোপাল প্রতিষ্ঠা হইবে।

৩রা হইতে রেখা ওখানে শত চণ্ডী করাইবে। মা নাকি জামসেদপুরে কীর্ত্তন পার্টি এবং ভক্তদের বলিয়া আসিয়াছেন যে ১লা তাহারা আসিবে—সন্ধ্যায় তাহাদের কীর্ত্তন হইবে। রাত্রিতে সেই দিনই অধিবাস করিবে এবং ২রা সমস্ত দিন কীর্ত্তন চলিবে। হল ঘরে নানান কাজ হইতেছে বলিয়া মা আর গতকল্য নীচে নামেন নাই। উপরেই পায়চারী করিয়াছেন, সেইখানেই মা'র দর্শন হইয়াছে। মায়ের নাকি বেশ একটু সর্দ্দি সর্দ্দি ভাব হইয়াছে। কীর্ত্তনের পার্টি যথাসময়েই জামসেদপুর

শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে রাচিতে বিভিন্ন উৎসব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে আসিয়াছে। রাত্রিতে মঞ্চ করিয়া কীর্ত্তনের অধিবাস করিয়াছে এবং পরদিন ভোর ৫টা হইতে কীর্ত্তন সুরু করিয়াছে।

আজ রবিবার। মা বেলা প্রায় ১০টায় নীচে নামেন এবং কীর্ত্তনে যোগদান করেন। উপস্থিত ভক্তদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া মা কীর্ত্তনে যোগদান দিতে বলেন।

পুনরায় রাত্রি ৮-৩০ টায় মা নীচে আসেন এবং কীর্ত্তনে যোগদান করেন। কীর্ত্তন বেশ জমিয়া উঠিলে মা'র ভাব ও বেশ জমাট হইয়া উঠিল। মায়ের যে ভাবমুর্ত্তি সত্যই অপূর্ব।

রাত্রি ১১টায় কলিকাতার ছবি বেনার্জ্জী মেয়েদের সঙ্গে লইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করে। মা ও আসিয়া ইহাতে যোগ দেন। "ধর লও ধর লও ....." গানটী মা নিজে হইতেই আরম্ভ করেন। এই ক'দিন মায়ের ভাবটী বেশ সুন্দর যাইতেছে।

এই দিন কয়েকজন দিদিমার নিকট দীক্ষাও গ্রহণ করেন।

৩রা জুন ১৯৬৩।

আজ হইতে রেখাদির শত চণ্ডী আরম্ভ হইল। বাটুদা, চিত্তদা, যজ্ঞেশ্বরদা সকলে কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। সকলেই চণ্ডীপাঠে যোগদান করিয়াছেন।

আজ আবার এক চিঠি পাইলাম। শক্তি লিখিতেছে, "মা যাহা যাহা বলিলেন লিখিতেছি।

"দিদির সংবাদ ভালো। আনন্দ ডাক্তার কি বলেন বিস্তারিত লিখিও। ডাক্তার যদি বলে তবে সুন্দর করিয়া কাঁচা মুগের ডাল রান্না করিয়া দিদিকে যেন দেয়। দুর্বলতাটুকু কমিয়া যাওয়া দরকার। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আঙ্গুর পাইলে দিদিকে খাওয়াইও একটু বল হইবে। রোজ একটু কাঁচা হলুদ নিম পাতার সঙ্গে বাটিয়া, নতুবা জলের সঙ্গে গুলিয়া যেন খায়। ভালো করিয়া বাটিয়া ফলের রসের সঙ্গে মিশাইয়াও হলদী খাওয়াইতে পার। কিন্তু লোহা গরম করিয়া পোড়াইয়া দিও। ডাক্তার দিদিকে দেখিয়া কী report দেয় বিস্তারিত জানাইও। দিদির এখন জ্বর কত? দিদিকে বলবে, মা'র একটু সর্দ্দি জ্বর আছে। শরীরটা খুব ভালো না।"

৬ই জুন ১৯৬৩।

আজ পুষ্পর পত্র পাইলাম। পত্রে জানিলাম, রাউরকেল্লা হইতে হরিবাবার কাল ফিরিবার কথা।

৭ই জুন ১৯৬৩।

আজ সকাল ৫টায় হরিবাবার আসার কথা। মাও তাই সকাল ৪টায় উঠিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু ৭টা পর্যন্ত হরিবাবা না আসায় মা গিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। হরিবাবাকে আনিবার জন্য কীর্ত্তন Party রাস্তায়ই অপেক্ষা করিতেছে।

রাঁচিতে গোপাল ও শিব প্রতিষ্ঠা।

আজ সতীরও এক পত্র পাইলাম। সতী লিখিয়াছে, "প্রিয় রঞ্জনের গোপাল ও শিব প্রতিষ্ঠা আজ হইবে। এখানে হলঘর সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছে। বিশুদাকে দিয়াই মা সব সাজাইলেন। কলিকাতা হইতে ছবিও আসিয়াছে। জামসেদপুরের পার্টি খুবই সুন্দর কীর্ত্তন করিতেছে। মা বেশ কিছুক্ষণ কীর্ত্তনে ছিলেন। মেয়েরা সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করিয়াছে। এই সব দিনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার কথা খুবই মনে হয়। ত্রিপুরারী বাবু ৯ তারিখে আসিবেন। তিন দিন থাকিয়া রামায়ণ পাঠ শুনাইবেন।

৮ই জুন ১৯৬৩।

আজ চিত্রার পত্র পাইলাম। চিত্রা লিখিতেছে,—"আপনার আবার জ্বর শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। মা বলিলেন, 'দিদি' কেমন থাকে সর্বদা যেন জানায়। গতকাল এখানে শিব প্রতিষ্ঠা হইল। এই শিব দেরাদুনে ছিলেন। বক্সী বাবুর বাগানে মা ও হরিবাবাকে একবার নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। মা'র মাথার শব্দটা আবার একটু বাড়িয়াছে।

গোপীবাবুর আসার কথা ছিল। মা ১৭ই পাটনা যাইবেন সুতরাং এই অল্প কয়েক দিনের জন্য তাঁহাকে আসিতে মানা করিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে।"

১৪ই জুন ১৯৬৩।

আজ সকাল ৮টায় হঠাৎ উদাসকে নিয়া শক্তি এখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের দেখিয়া আমরা ত খুবই আশ্চর্য হইয়া গেলাম।

শক্তির মুখে শুনিলাম যে ১০ই জুন চিন্ময়ের পত্রে আমার ১০৪° জ্বরের কথা জানিয়া মা তখনই পরমানন্দজীকে ডাকেন। এবং ১১ই বম্বে রওয়াণা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হরিবাবার সমস্ত প্রোগ্রাম পূর্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট থাকায় তাহা আর সম্ভব হয় নাই। যাহাহৌক, মা তখনই শক্তিকে দিয়া দিদির সংবাদ জানিবার জন্য ভাইয়াকে Telegram করেন। এবং Trunk Call-ও করিতে বলেন। রাত্রি ১২টা পর্যন্তও বসিয়া থাকিয়াও লাইন পাওয়া না যাওয়ায় শক্তি ফিরিয়া গেল, এবং ফিরিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিল যে পরদিনই তাহাকে এবং উদাসকে বম্বে যাইতে হইবে। তখনই মা শক্তিকে সব লিখাইলেন, বম্বে গিয়া উদাস আমাকে কি ভাবে কি কি খাওয়াইবে। এই সব ফর্দ তৈয়ারী করিতে করিতেই রাত্রি ১॥টা বাজিয়া গেল। পরে মা বিশ্রাম করিতে গেলেন।

১১ই সকালে আবার শক্তিকে দিয়া বম্বেতে মা Trunk Call করান। পরে উদাস কে ডাকিয়া বলিলেন 'তোমার তো সেবার খুব গুণ আছে—সেবার বুনিকে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছ, এবার গিয়া দিদিকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করিয়া উঠাও দেখি।'

রওয়াণা হইবার পূর্বে শক্তি ও উদাস মাকে প্রণাম করিতে গেলে মা বলিলেন,—"দিদিকে বলিবে, সে যে অসুস্থ এ কথাটা যেন দিদি মনেই না রাখে। খাওয়া দাওয়া করিয়া চট্ করিয়া দিদি সুস্থ হইয়া উঠিয়া মিরাকল্ (Miracle) দেখাইয়া দিক ত!"

রওয়াণা হইবার পূর্বে হরিবাবাকে প্রণাম করিতে গেলে হরিবাবা বলেন,—"দিদিকে বোল্না, দিদি অচ্ছি হ্যায়, অচ্ছি হো জায়গা।" এই বলিয়া দিদির জন্য একটী কবচও শক্তির হাতে পাঠাইয়া দেন।

১৮ই জুন ১৯৬৩।

পাটনায় শ্রীশ্রীমার আগমন।

শক্তি উদাসকে আমার কাছে রাখিয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পাটনা চলিয়া গিয়াছে। আজ সকালে মা পাটনা পৌছিয়াছেন। ষ্টেশনে নামিয়াই শক্তিকে দেখিয়াই মা জিজ্ঞাসা করেন,—"দিদি কেমন আছেন?" ইহার পর শম্ভুদার বাড়ীতে মা যান এবং সেখানে শক্তিকে ডাকিয়া আমার সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির পত্রও আজ পাইলাম। শক্তি লিখিয়াছে ১৮ই জুন বিকালে মা মোটরে করিয়া Mr. Jalan এর বাড়ীতে যান। সঙ্গে হরিবাবাও আছেন। দুইজন ব্রহ্মকুমারী Mr. Jalan এর বাড়ীতে থাকেন। যখনই Mr. Jalan মা'র সঙ্গে দেখা করিতে যান, তখনই অন্ততঃ একজন ব্রহ্মকুমারী তাহার সঙ্গে থাকিবেই। এবারও একজন ব্রহ্মকুমারীকে সঙ্গে নিয়াই তিনি মা'র সঙ্গে দেখা করিলেন।

২০শে জুন ১৯৬৩।

রাজগীরে মা।

আজ মা মোটরে রাজগীর পৌছিলেন। সঙ্গে কাহাকেও বিশেষ নেন নাই। স্বামিজী, দাশু প্রভৃতি কয়েক জন মাত্র গিয়াছে।

২৩ জুন ১৯৬৩।

২ দিন রাজগীরে থাকিয়া আজ মা পুনরায় পাটনায় প্রায় বেলা ৫ টায় আসিয়া পৌছান। পাটনায় আসিয়া শম্ভুদার বাড়ীতেই ওঠেন। এখানে কয়েক ঘণ্টা মাত্র থাকিয়া ভোর রাত্রিতেই মা হরিদ্বার রওয়াণা হ'ন।

৬ই জুলাই ১৯৬৩।

হরিদ্বারে গুরু পূর্ণিমা।

আজ গুরু পূর্ণিমা। এইবার গুরু পূর্ণিমা হরিদ্বারে হইল। গুরু পূর্ণিমার পূর্বদিন তিনজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী নির্মলানন্দ, নির্বানানন্দ ও ভাস্করানন্দের ২৪ লক্ষ গায়ত্রীর পুরশ্চরণের পূর্ণাহুতি হইল। ২॥ বৎসর পূর্বে ১৯৬১ সনের শিবরাত্রিতে এই ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল।

আজ গুরু পূর্ণিমা। মা সাধু ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"পরম পথের যাত্রীর লক্ষ্য পূরণের যাত্রায় ব্রতী থাকার চেষ্টা করা।"

সকাল বেলা আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারিণীগণ মাকে একান্তে ঘরে পূজা করে। পরে বেলা ১১টায় মা নীচে নামিয়া আসেন। সেখানে নির্বানানন্দ মায়ের ও দিদিমার পূজা করে। পরে মা পুরুষ ও কুমারীদের ললাটে স্বহস্তে ভস্মের টীকা পরাইয়া দিলেন।

আজ রাত্রিতে আবার চন্দ্রগ্রহণ। রাত্রি ২॥টা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত কীর্ত্তন ও জপাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মা কিছুক্ষণ ছাতে শুইয়া পরে নীচে নামিয়া আসিলেন।

১৫ই জুলাই ১৯৬৩।

আজ আমি বম্বে হইতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আসিয়া পৌছিলাম। শরীর প্রায় পূর্ববৎ অসুস্থই আছে।

১৬ই জুলাই ১৯৬৩।

গতকাল মধ্যরাতে মা'র শ্বাসের গতি হঠাৎ অতিরিক্ত খারাপ হইয়া পড়ে। মা শুইয়া শুইয়াই পরমানন্দ স্বামীজীকে ডাকিতে বলিলেন। পরে মা একটু জল অতিকষ্টে খাইয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িলেন। উঠিলেন পরের দিন বেলা ১২টায়। হঠাৎ মা'র এরূপ কেন হইল আমরা কেহই তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। হঠাৎ বিকাল ৫টায় বৃন্দাবন হইতে এক Telegram পাওয়া গেল যে স্বরূপানন্দ খুব অসুস্থ।

শ্রীশ্রীমায়ের অকল্পনীয় কৃপা, একটী ঘটনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যথায় একেবারে শয্যাশায়ী, কাতর। ডাক্তার এপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা বলিয়া সন্দেহ করিতেছে। মরফিয়া দিয়াও ব্যথার কিছুমাত্র উপশম করান যাইতেছে না।

গতরাত্রিতে নাকি তাহার সে ব্যথা একেবারে চরমে উঠিয়াছিল। ব্যথায় তাড়নায় প্রাণ বাহির হইবার অবস্থা। কে জানে মা'র যে গত রাত্রিতে ঐরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা গেল, ইহার সহিত তাহার কোন যোগ আছে কিনা! অথচ মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন লাভ নাই। কতবার এইরূপ পরিস্থিতিতে প্রশ্নের উত্তরে মা হাসিয়া বলিয়াছেন,

—"আপনার জনের জন্য করা—ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলার কী আছে?"

বৃন্দাবনের তার পড়িয়া বুঝা গেল স্বরূপের এখনই অপারেশন করা দরকার। মা তৎক্ষনাৎ চিন্ময়ানন্দকে তাহার তদারকের জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পরে এক ঘণ্টাও অতীত হয় নাই, হঠাৎ শোনা গেল মা'র দক্ষিণ পদের মধ্যমাটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মা স্নান করিয়া উঠিয়া তোয়ালিয়ার উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পা মুছিতেছিলেন। হঠাৎ মা'র পায়ের ঐ আঙ্গুলটীতে 'কট' করিয়া একটা আওয়াজ হইল। মা বুঝিলেন, পায়ের আঙ্গুল ভাঙ্গিয়াছে। পুষ্প তখন মার কাছেই ছিল। মা সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্পকে বলিলেন যেন কাহাকেও কিছু না বলা হয়।' বলিয়া মা নিজের চিকিৎসা নিজেই করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাণ্ডা জলে পা ডুবাইয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে সরু বাঁশের কঞ্চি লাগাইয়া আঙ্গুলটীকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। কেহই এ ব্যাপারের কিছুই জানিল না।

২৩শে জুলাই ১৯৬৩।

সেই ১৬ই জুলাই হইতে মা আর নীচে নামেন নাই। নিজের ঘরেই শুইয়া বসিয়া কাটাইলেন। মা'র চিকিৎসা মা সর্বদাই নিজেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন নিজের খেয়াল অনুযায়ী। মধ্যে দুদিন পায়ের ব্যথাটা খুবই বাড়িয়াছিল বলিলেন, তবে তার বহিঃপ্রকাশ বা গ্লানি বিন্দুমাত্রও ছিল না। সদা হাস্যময়ী প্রফুল্লবদনা।

আমিও অসুস্থ। নীচেই থাকিতে হয় ডাক্তারের আদেশে। উপরে ওঠা একেবারে নিষেধ। কাজেই এতদিন পরে কাছে আসিয়াও আমি মা'র দর্শনে বঞ্চিতাই রহিয়া গেলাম। আজ মা নীচে আসায় মা'র দর্শনও পাইলাম এবং এই সব কথা শুনিলাম।

খবর পাইয়া সেবাজী ডাক্তার নিয়া আসিলেন। ডাক্তার আঙ্গুল দেখিয়া বলিলেন,—"বেশ ভালো ভাবেই হাড় সেট হইয়া গিয়াছে।" বলিয়া Sticking plaster দিয়া বাঁধিয়া দিলেন। পরে মা আবার ওপরে চলিয়া গেলেন।

২৪শে জুলাই ১৯৬৩।

আজ সকালেই মা নীচে নামিলেন। দিল্লী হইতে সংবাদ আসিল Dr. Santosh Sen স্বরূপের পেট চিরিয়া দেখেন যে এপেনডিক্স ফাটিয়া গিয়াছে, পুঁজে সব ভরিয়া গিয়াছে। অবস্থা যেরূপ হইয়াছে এ অবস্থায় সাধারণতঃ কেহ বাঁচে না। কবে যে এপেনডিক্স্ ফাটিয়াছে একমাত্র মা-ই জানেন। মা'র ঐ আঙ্গুল ভাঙ্গার উপর দিয়াই মনে হয় এ যাত্রা স্বরূপের জীবন রক্ষা হইয়া গেল।

৩০শে জুলাই ১৯৬৩।

আজ মা রায়পুরে গেলেন। কন্যাপীঠের মেয়ে গঙ্গা আজ ৭ বৎসর ধরিয়া ঐখানে একান্তে আছে। ইহার পূর্বে একবার সে খুবই অসুস্থ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িয়াছিল, তখনই মা তাহাকে ঐখানে একান্তে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এখন গঙ্গা তার হারানো স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছে।

মা বলিলেন,—"এবার ঝুলন রায়পুরেই হোক। কিষণপুরে দিদি অসুস্থ। ওখানে হইতে তাহার অসুবিধা হইবে।"

ঝুলনের সংবাদ পাইয়া গঙ্গার সে কী আনন্দ! এতদিনে তার একান্তে রায়পুর বাস সার্থক হইল। আশ্রমের সন্ন্যাসিনী সর্বানন্দও ঐখানেই আছে।

৩১শে জুলাই ১৯৬৩।

আজ ঝুলন একাদশী। রায়পুর আশ্রমে নীচের ঠাকুর ঘরে বিশুদা, গঙ্গা প্রভৃতি আশ্রমের মেয়েরা মা'র জন্য এবং ঠাকুরদের জন্য ঝুলা সাজাইয়াছে। মা অবশ্য ঝুলাতে বসেন নাই। মায়ের ছবিকেই ঝুলাতে বসাইয়া দোলান হইয়াছিল।

দেরাডুন রায়পুরে মাতৃসমক্ষে ঝুলন উৎসব।

মা ঝুলনের কয়দিন রোজ সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ঘরে গিয়া বসিতেন। নির্বান পূজা করিত। মা ঝোলাও দুলাইতেন।

পূর্ণিমার রাত্রিতে বাজিতপুরে মা'র শরীরে দীক্ষার খেলা হইয়াছিল। এই কারণেই ঐ রাত্রিতে ১১॥০টা হইতে ১টা পর্যন্ত জপ ধ্যান আদি করা হয়। এবারও তাহাই হইল। পরে মা সকলকে আপন হাতে রাখী বাঁধিয়া দিলেন।

৭ই আগষ্ট ১৯৬৩।

আজ মা আমাকে নিয়া দিল্লী রওয়াণা হইলেন। সেখানে ১ দিন থাকার কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮ই আগষ্ট ১৯৬৩।

এবার ১২ই আগষ্ট জন্মাষ্টমী। মা সে উপলক্ষে আজ কাশী রওয়ানা হইয়া গেলেন। আমাকে মা দিল্লীতেই থাকিতে আদেশ দিয়া গেলেন।

১২ই আগষ্ট ১৯৬৩।

আজ জন্মাষ্টমী। আমাদের কাশীর মন্দিরের গোপালের জন্য চন্দন কাঠের বিরাট সিংহাসন তৈয়ারী করিয়া আনান হইয়াছে। আজ গোপাল সেই সিংহাসনে বসিবেন। পটল ও নারায়ণ স্বামী মিলিয়া গোপালের জন্য ভেলভেটের বিছানা, গদি প্রভৃতি করাইয়া আনিয়াছেন। মা দেখিয়া বলিলেন, **"বাঃ, বেশ সুন্দর হইয়াছে ত!"**

কাশীতে জন্মাষ্টমীতে মা।

স্থির হইয়াছে গোপালের পূজা করিবে অতুল ব্রহ্মচারী।

পূজার পূর্বে মাকে রেখাদির দেওয়া বেনারসী শাড়ী পরাইয়া গোপালের ঘরে বসান হইল। পূজার সব প্রস্তুত। বেশ একটা সুন্দর পরিবেশ মা'র উপস্থিতিতে ঘনাইয়া উঠিয়াছে। পুষ্প গাহিয়া চলিয়াছে—

"এমন সময় পতিতপাবন, জগতজীবন
ত্যাজিয়া সাধের বৈকুণ্ঠ ভবন
আইলেন ধরায়।
শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রমা উদিল ভারতে......"

ইহারই মধ্যে পঞ্চামৃত স্নানান্তে, নববস্ত্র পরিধান করিয়া গোপালজী নূতন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাত্রি ২॥০টায় পূজা শেষ হইলে মা উঠিয়া কন্যাপীঠের ঠাকুরঘরে গেলেন। সেখানে কন্যাপীঠের মেয়ে জয়া মা'র পূজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল। খুব আনন্দ উল্লাসের মধ্যে কাশীতে জন্মাষ্টমী প্রতিপালিত হইয়া গেল।

১৩ই আগষ্ট ১৯৬৩।

আজ মা দিল্লী রওয়ানা হইলেন। যাইবার পূর্বে আজ দ্বিপ্রহরে মা'র ভোগ গঙ্গাদির আশ্রমে হইল। সেখানে ভোগ গ্রহণ করিয়া অল্প একটু বিশ্রামের পর সেস্থান হইতেই মা ষ্টেশনে চলিয়া গেলেন।

১৪ই আগষ্ট ১৯৬৩।

আজ মা দিল্লী আসিয়া পৌছিলেন। ভীড় হইবে বলিয়া দিল্লীতে কাহাকেও সংবাদ দেওয়া হয় নাই। ষ্টেশনে মাকে আনিবার জন্য কেবল মাত্র সুবিমল দত্ত গাড়ী লইয়া উপস্থিত ছিলেন।

মা'র দর্শনের সময় সন্ধ্যা ৬টা রাখা হইয়াছে। প্রথম ২।৩ দিন ভীড় একটু কম থাকিলেও ধীরে ধীরে সকলেই খবর পাইয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১৮ই আগষ্ট ১৯৬৩।

আজ সন্ধ্যাবেলায় রেহানা ও তাহার সহিত এক ফ্রেঞ্চ দম্পতি মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। মা'র সহিত তাহারা অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯শে আগষ্ট ১৯৬৩।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আপন ২ পুত্র সমভিব্যাহারে শ্রীমুক্তা ইন্দিরা গান্ধী।

আজ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তাঁহার দুই পুত্রকে লইয়া মা'র দর্শনে আসেন। মা তাহাদের ফুলের মালা ও রাখী পরাইয়া দিলেন। পণ্ডিত নেহেরুজীর জন্যও একটী রাখী দিয়া দিলেন। তাঁহারা প্রায় আধঘণ্টা মা'র নিকট বসিয়াছিলেন আর কিছু কিছু কথাবার্তাও বলিলেন। যাইবার সময় তাঁহারা আমার সহিত দেখা করিয়া গেলেন।

২২শে আগষ্ট ১৯৬৩।

আজ ভোর ৫॥টায় মা মোটরে বৃন্দাবন রওনা হইলেন। সেখানে ২৭শে হইতে ভাগবৎ সপ্তাহ আরম্ভ হইবে।

২৪শে আগষ্ট ১৯৬৩।

আজ বৃন্দাবন হইতে পুষ্পর চিঠি পাইলাম। সে লিখিয়াছে,—"মা জিজ্ঞাসা করিলেন, দিদির শরীর কেমন আছে? আর মা আপনাকে খুব নিয়মমত চলিতে বলিলেন।"

২৫শে আগষ্ট ১৯৬৩।

আজ পুষ্পর পত্র পাইলাম। পত্রে জানিলাম দিল্লী হইতে আসিবার পথে রাস্তায় বেশ জল ছিল, তাই মা'র বৃন্দাবন পৌছিতে একটু দেরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল। মায়ের শরীর খুব ভালো না। ব্যথা, বেদনা কিছু লাগিয়াই আছে। কাল হইতে পেটটাও খারাপ চলিতেছে। উদয়পুরের রাজমাতা ও আরো অনেকে আসিয়াছেন। ধীরে ধীরে ভীড় জমিতেছে।

২৮শে আগষ্ট ১৯৬৩।

আজ শক্তির এক পত্র আসিয়াছে। শক্তি লিখিতেছে, মা বলিলেন, **"দিদি মা'র কথা শুনছে, যতটা সম্ভব শান্ত ভাবে আছে,—খুব ভালো কথা।"** ওখানে ভাগবৎ সপ্তাহ চলিতেছে। মা'র শরীর মোটা-মোটী ভালই।

চিত্রারও এক পত্র আসিয়াছে। তার চিঠিতে জানা গেল যে আজ প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারিজী ৫০ জন সহ আশ্রমে প্রসাদ পাইয়াছেন। মা আজ বেশ হাসিখুশীই আছেন।

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

আজ শক্তির চিঠিতে জানিলাম যে মা আমাকে লিখিতে বলিয়াছেন,—"পত্রে সব সংবাদ পাওয়া গেল। তুমি একেবারে ভালো হও, এই হইল চারিদিকের কথা। তুমি ও মেয়েরা কেমন আছে?

বৃন্দাবনে ভাগবৎ সপ্তাহ।

মা'র শরীর ভালই আছে। সকালের দিকে মা আর ভাগবতে যান না, বিকালের দিকেই একবার প্রায় ৬টায় যান। ভাগবতে লোকজনও বেশ আসিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

বৃন্দাবনে ভাগবৎ সপ্তাহ শেষ হইলে মা আজ মোহন নারায়ণের গাড়ীতে দিল্লী আসিয়া পৌছিলেন। পৌছিতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। কিন্তু মা আসিলেই যেমন হয়, সেইরূপ খুব ভীড় আরম্ভ হইল। কিন্তু আজকাল বার বার সকলকেই বলা হয় যে সন্ধ্যা ৬॥ টার পূর্বে মা'র দর্শন হইবে না। এই কারণে সকাল এবং দ্বিপ্রহরে ভীড় কিছু কম হয়। তদুপরি মা'র শরীরও বিশেষ ভালো না। সকালের দিকেই মা'র যা একটু বিশ্রাম হয়। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলেই আবার ভীড় আরম্ভ হইয়া যায়। এত ভীড় যে আমার ঘরে আসিয়া যে একটু বসিবেন, তাহারও উপায় নাই। মা বলেন,—**"দিদিকে দেখিতে এখানে আসা হয়, কিন্তু দিদির কাছেও আসা যায় না।"** আমি চলাফেরা করিতে পারি না তাই মা আমার ঘরে আসিলেই দর্শন হওয়া সম্ভব।

মা'র পায়ের সেই আঙ্গুল-ভাঙ্গা ব্যথাটা আছেই। একটু বেশী চলাফেরা করিলে আঙ্গুলটী ফুলিয়াও যায়।

বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুবিমল দত্ত মহাশয় প্রায় রোজই আসেন। মা'র কাছে তিনি বৃন্দাবনেও গিয়াছিলেন। মা'র সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া বেশ আনন্দ পান।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

মা এখানে এই ক'দিন থাকিয়া আজ ট্রেণে দেরাদুন রওয়াণা হইলেন। কথা হইয়াছে ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে দেরাদুনে নওয়ল কিশোরজী ভাগবৎ করাইবেন। সেই উপলক্ষেই মা দেরাদুন যাইতেছেন। ভাগবৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তাহের পর এলাহাবাদ ঘুরিয়া মা'র বিন্ধ্যাচল যাওয়ার কথা। আমাকেও মা আগামী মাসের ১লা পর্যন্ত বিন্ধ্যাচল যাইতে বলিয়া গেলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

কাল রাত্রি হইতেই এখানে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যেও সুবিমলবাবু আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। বলিলেন, "আজ মা'র এক চিঠি আসিয়াছে। মা'র যাওয়ার দিন ষ্টেশনে ভয়ানক ভীড় ছিল মা'র দর্শনার্থীদের। আমি মা'র গাড়ীর দরজার কাছেই ছিলাম। গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা যেন কি একটু আমাকে বলিলেন। আমি ঠিক বুঝি নাই। তাই মাকে লিখেছিলাম। আজকের পত্রে মা তারই উত্তর লিখাইয়াছেন যে মা বলিয়াছিলেন "দিদিকে মধ্যে মধ্যে যাইয়া দেখিয়া আসিও।" তাই আজই আসিয়াছি।"

মা'র করুণা ত অনবরতই অনুভব করিতেছি. প্রত্যক্ষ করিতেছি, তবুও যেন সবটাই নিত্য নূতন মনে হয়।

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

আজ দেরাদুনের পত্রে জানিলাম মা ১৩ই সকালে দেরাদুন পৌঁছিয়াছেন। নওয়লকিশোর তার পিতার উদ্দেশ্যে ভাগবৎ সপ্তাহ করাইবে। মা কিশনপুর আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখেন সেখানে বাড়ীঘর মেরামত এবং কিছু কিছু নব-নির্মাণও হইতেছে, সুতরাং মা বলিলেন, 'রায়পুরেই ভাগবৎ সপ্তাহ হোক্। ইতিপূর্বে তো ভাগবৎ এখানে হয়ও নাই।' সুতরাং মা রায়পুরেই গিয়া উঠিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ই খুব ভোরে মা উঠিয়া যেদিকে মা'র নতুন ঘর নির্মাণ হইতেছে সেদিকে গেলেন। এই ঘরগুলির সঙ্গে বহু পূর্ব স্মৃতি বিজড়িত। সর্বপ্রথম যখন ঢাকা হইতে ভাইজী ও ভোলানাথকে নিয়া মা রায়পুরে আসেন তখন ইহারই একটী ঘরে মা থাকিতেন। এই ঘর গুলির ভগ্নাবস্থা দেখিয়া, এইগুলিকে পুনরায় মায়ের বসবাসের উপযুক্ত করিবার কথা হইল। মা ঐ ঘরগুলি দেখিতে দেখিতে বলিলেন—"ভাইজী তো শুধু দুধ জ্বাল দিত—এ শরীর বসে বসে দেখত। উনান জ্বালাতে এক এক বাক্স দিয়াশলাই খরচ করতো—অভ্যাস তো নাই কোন দিন করেও নাই। কাঠের আগুনে পোড়া বাসন মাজতে ঐ পাহাড়ের পারে বসে বসে কত ঘসত—কালো দাগ আর ওঠে না। এ শরীরের বলা আসত না যে বাসনে মাটী লাগিয়ে উঠানে বসিও তাহলে বাসনে এত কাল দাগ হবে না। শেষে একদিন বলা হ'ল যে বাসন পাথরে ঘস, তা হ'লে তাড়াতাড়ি সাফ হবে।"

রায়পুরে পূর্ব স্মৃতি।

মা আরও পূর্ব কথা বলিয়া চলিলেন,—"তখন তো এ শরীরের জন্য বাথরুম পায়খানার কোন ব্যবস্থা ছিল না। জঙ্গলে পাথরের ওপরে পায়খানা যাওয়া; আর ঐ যে তোমাদের ট্যাঙ্ক, ওর পেছনে বালতী করে জল নিয়ে স্নান করা।

সন্ধ্যাবেলায় মা আবার পুরানো দিনের কথা আরম্ভ করিলেন। পরমানন্দ স্বামীজীর সর্পদংশনের ফাড়া কি ভাবে এই রায়পুরেই কাটিয়া গিয়াছিল তাহাও বলিলেন। একদিন মা সূক্ষ্মে এক "মুর্দ্দা" দেখে বললেন—"চলো আজ রায়পুর হ'তে যাওয়া যাক্।" অনেকে রাজী না হওয়াতে মাও আর কিছু বললেন না। রাত্রি বেলা মা ঐ ভাঙ্গা ঘরেই শুইয়াছেন। ভোলানাথ এবং পরমানন্দ স্বামিজীও শুইয়া আছেন। ঘরের টিনের ছাতের ভিতরে একটা সাপ ছিল। সেই সাপটা একবার ছাত হইতে নীচের

পরমানন্দ স্বামীর সর্পদংশনের ফাঁড়া হইতে মুক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িতেছে, আবার পরক্ষণেই ছাতের ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িতেছে। এই ভাবে কয়েক বারই সাপটা করিল। হঠাৎ পরমানন্দ স্বামিজী চাৎকার করিয়া উঠিলেন 'সাপে কামড়াইয়াছে'। প্রকৃত পক্ষে তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে তাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে। ইহার একটু পরেই সাপটি ঝুলিতে ঝুলিতে নীচে পড়িয়া গেল। এবং সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল। মা'র 'মুর্দ্দা' দেখা সাপের ওপর দিয়াই গেল, আর পরমানন্দের সর্পদংশনের ফাঁড়া স্বপ্নের ভিতর দিয়া ঘটিল।

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

আজ সকালে ভাগবৎ সপ্তাহ আরম্ভ হইল। রায়পুরের নীচের হ'লেই সপ্তাহ হইতেছে। যেমনই আরতি আরম্ভ হইল, দেখা গেলো একটা সাপ জানালার বাহিরে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মা'র দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিতেই মা বলিলেন,—**"কে, কিরূপে আসিয়াছেন, - মারিও না।"**

রায়পুরে ভাগবৎ সপ্তাহ।

আরতির পরে সাপটি চলিয়া গেলো। বনজঙ্গলের মধ্যে বসিয়াই শুকদেব ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—মা রায়পুরের পরিবেশ দেখাইয়া পাঠক শ্রীনাথজীকে সেই কথা বলিলেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩।

মা রায়পুর হইতে কানপুরে যান। সেইখানে জয়পুরিয়াদের নিকট একরাত্রি থাকিয়া আজ এলাহাবাদ পৌছিয়াছেন। এলাহাবাদে গোপাল ঠাকুরের আশ্রমে ৩ রাত্রি বাস করিয়া মা ২রা বিন্ধ্যাচলে পৌছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জয়পুর হইতে কানপুর, এলাহাবাদ, বিন্ধ্যাচল হইয়া কাশী আগমন।

বিন্ধ্যাচলে তবুও মায়ের একটু বিশ্রাম হয়। এই স্থানেই মা ১৪ দিন একান্তে থাকার পর ১৬ই অক্টোবর কাশীতে আসিয়া পৌছান। এইবার কাশীতে মামার বাড়ীতে দুর্গাপূজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী বিন্ধ্যাচল হইতেই মায়ের সঙ্গে আছেন।

১৭ই অক্টোবর ১৯৬৩।

মা আজ ভোরে উঠিয়াই ৺পূজার স্থান দেখিতে মামার বাড়ীতে গেলেন। আজ হইতেই প্রতিপদাদি কল্পারম্ভের ঘট স্থাপন করা হইল। সন্ধ্যাবেলায় ত্রিপুরারীবাবু বক্তৃতা করিলেন।

২২শে অক্টোবর ১৯৬৩।

নিত্যই ত্রিপুরারীবাবুর রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ ও তাহার ওপর ব্যাখ্যাদি হইতেছে। ভারতের নানা স্থান হইতে বহু ভক্তরা আসিয়াছেন। মা'র ভোগ মামার বাড়ীতেই হইতেছে। স্থানের অভাব বশতঃ নিত্য কয়েকজন করিয়া সেখানেই মা'র প্রসাদ পাইতেছেন।

২৩শে অক্টোবর ১৯৬৩।

মামুর গৃহে দুর্গাপূজা।

আজ মহাষষ্ঠী। দ্বিপ্রহরে ৺দুর্গাপ্রতিমা আনা হইল। সুন্দর প্রতিমা। সন্ধ্যাবেলা প্রতিমা বোধনের সময় রেডিয়ো গায়িকা শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও কণ্যাপীঠের মেয়েদের আগমনী গান হইল। আজ হইতে মা মামার বাড়ীতেই রাত্রিবাস আরম্ভ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪শে অক্টোবর ১৯৬৩।

আজ মহাসপ্তমী। প্রত্যুষে মঙ্গল আরতির সময় মা নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পূজার সময়ও মা পূজার ঘরের সম্মুখেই বসিলেন। মামা নিজেই পূজা করিতেছেন, নির্বান তন্ত্রধারক।

২৫শে অক্টোবর ১৯৬৩।

আজ মহাষ্টমী। পূজার সময় নিশিদার নাতনী কল্পনা মাকে জড়োয়ার মুকুট ও বেনারসী সাড়ী ইত্যাদি পরাইয়া বিশেষভাবে পূজা করিল। মাকে অনুরোধ করায় মা ঐ পোষাকেই বাহিরে প্যাণ্ডেলে আসিলেন। ঐ মুকুট খুলিয়া কল্পনাকে বলিলেন, **"এখন মা দুর্গাকে পরান হোক। পরে তুমি নিয়ে যেয়ো। যদি কখনো তোমাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয় তবে দেবীকে পরাইও।"**

২৬শে অক্টোবর ১৯৬৩।

আজ নবমী পূজার পর মা কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়া শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজের গুরুর আশ্রমে ও দিদিমার শিষ্য ডাঃ ধীরেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী গিয়া ঘুরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যাবেলায় পটলদের বাড়ীতে ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে মাকে এবং আশ্রমের অন্যান্য কয়েকজনকে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে মা কিছুক্ষণ বসিলেন। পরে রাত্রি প্রায় ১০টার সময় মা ফিরিয়া আসিলেন।

২৭শে অক্টোবর ১৯৬৩।

আজ ৺বিজয়া দশমী। সকালেই দশমী পূজার পর বিসর্জন হইয়া গেলো। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজয়া দশমীর গানগুলি খুবই সুন্দর হইয়াছিল। পরে বৈকালবেলা যথারীতি বজরাতে করিয়া গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯শে অক্টোবর ১৯৬৩।

পূজার পর হইতেই মায়ের খুব সর্দি কাশী চলিতেছে। মা বলিলেন, "দেবীকে ভিজা বেদীতে বসান হইয়াছিল। এ শরীরটার খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া মামা বলিলেন,—'তবে বোঝা গেল দেবী এসেছিলেন।' মা বলিলেন,—"আসবেন না? পূজা হচ্ছে যেখানে সেখানে দেবী নিশ্চয় আসবেন। প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ পূজা আরম্ভ হওয়ার তৃতীয় দিন ভোর বেলা এ শরীর দেখছে যে ঘট যেন নাই এবং সেই স্থানে ছোট্ট একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সুন্দরী কিন্তু রং খুব ফর্সা নয়।"

দেবীকে ভিজা বেদীতে বসানোর প্রতিক্রিয়া মায়ের শরীরে।

মনে হইল দেবীর ঐ মূর্ত্তিরই একটি।

৩০শে অক্টোবর ১৯৬৩।

আজ কলিকাতার রেখা মা'র সামনে রুদ্র যজ্ঞ করাইল। অন্নপূর্ণা মন্দিরের সামনে পূজা হইল। মা পূজার সময় অনেকক্ষণ বসিয়াছিলেন।

রেখাদির রুদ্রযজ্ঞ।

১লা নভেম্বর ১৯৬৩।

আজ ৺লক্ষ্মীপূজা। মামার বাড়ীতে সবার উপরে ৺লক্ষ্মীপূজা হইবে। আশ্রমের ৺লক্ষ্মীপূজা এবার কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বুলু ঘোষ করাইতেছেন। চণ্ডীমণ্ডপে সুন্দর আল্পনা দিয়া সেখানেই মূর্ত্তি বসান হইয়াছে।

মামার গৃহে ৺লক্ষ্মীপুজা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতকাল একজন আশ্রমস্থ সকলকে মিষ্টি খাওয়াইবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন। মা বলিয়াছিলেন মিষ্টি আনিয়া যেন গোপালকে ভোগ দিয়া সকলে প্রসাদ নেয়। মিষ্টি রাত্রিতে আসাতে যাহারা লক্ষ্মীপূজার উপবাস করিবে তাহারা রাত্রিতেই মিষ্টি খাইল, অন্যান্য সকলে পরদিবস খাইবে বলিয়া রাখিয়া দেওয়া হইল। যাহাতে মা'র মুখেও একটু দেওয়া যায়, সেজন্য মিষ্টি মা'র ঘরে নিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু আমি একটু জোর দিয়াই বলিলাম, এ মিষ্টি মা'র ভোগে দেওয়া হইবে না। যাহা হৌক্ আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারী যাহারা উপস্থিত ছিল সকলেই খাইল।

একটি দুর্ঘটনা। মায়ের কৃপায় সকলের প্রাণ রক্ষা।

লক্ষ্মীপূজার দিন সকাল হইতেই ৬/৭ জনের খুব দাস্ত হইতে আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে আরও অনেকের হইতে লাগিল। মা তখন উপরের ঘরে কাহারো সহিত প্রাইভেট করিতেছিলেন। হঠাৎ মা নীচে নামিয়া আসিলেন ও বুজুকে বলিলেন, "কারো কাছ থেকে একটু গ্লুকোজ বানিয়ে আনগে তাড়াতাড়ি।"

ইহা বলিয়া মা একেবারে সোজা রুগীদের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রুগীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল তিনুর মেয়ের। ঘরে ডাক্তারও উপস্থিত ছিল। মা তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনুর মেয়েকে গ্লুকোজ দেওয়া চলবে কিনা?" ডাক্তার বলিলেন,—'হাঁ, দিয়া দেখা যাইতে পারে। গলা দিয়া ত কিছু নামে না।"

যাক্ তবুও মা'র নির্দ্দেশে গ্লুকোজ খাওয়ান হইল। এ্যাম্বুলেন্সে করিয়া সকলকে হাসপাতালে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে সকলকে Saline injection দেওয়া হইল। রাম ও তিনুর মেয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। যাহা হৌক ডাক্তার মাথুর রাত্রি ১টায় সংবাদ নিয়া আসিলেন যে সকলের অবস্থা একটু ভালোর দিকে।

এদিকে ৺লক্ষ্মীপূজা যথারীতি হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কন্যাপীঠের মেয়েরা মাকে তাহাদের ঠাকুরঘরের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে সকলে হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিল। মা বলিলেন,—"লক্ষ্মীপূজার দিন ভোর রাত্রেই এ শরীর দেখছে যে তিনুর মেয়ে গঙ্গার সিঁড়িতে পিছলে ভেসে যাচ্ছে। আর তিনু তার চুলের মুঠি ধরেও যেন রাখতে পারছে না। এই দেখে সকালেই পানুকে বলা হল "পয়সা দিয়েও যেন একটা লোক ঘাটে রাখা হয়, অনেকে গঙ্গাস্নান করতে যাবে ত!"

মা আরও বলিলেন,—"যখন ওপরের ঘরে প্রাইভেট হইতেছিল তখন যেন হঠাৎ শরীরের দম্ বন্ধ হইয়া আসিল, আর তখনই নীচে নামার খেয়াল হইল।"

ধীরে ধীরে মা'র কৃপায় সকলে সুস্থ হইয়া উঠিল। মা বলিলেন,—"জলে যা দেখা হয়েছিল, সেটা স্থলেই হইয়া গেল, তাই রক্ষা।"

৬ই নভেম্বর ১৯৬৩।

গঙ্গাদির আশ্রমে মা।

আজ বৈকালে মা হঠাৎ গঙ্গাদির আশ্রমে চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে গঙ্গাদি মাকে তিনরাত্রি তাঁর আশ্রমে থাকিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। এই তিন দিন নিত্যই সকালে এবং বৈকালে গঙ্গাদির আশ্রমে সকলেই সৎসঙ্গে যোগদান করিতে যাইত।

৯ই নভেম্বর ১৯৬৩।

মা আজ আবার আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ই নভেম্বর ১৯৬৩।

আজ বিজুলী তার মা'র মৃত্যু উপলক্ষে মা'র ভোগ দিবে। কন্যাপীঠের মেয়েদেরও মা এই উপলক্ষে খাওয়াবার কথা বলিলেন। রান্না হইয়া যাইবার পর, কন্যাপীঠের উপরে মেয়েদের হ'লে ব্রাহ্মণ কুমারী মেয়েদের এবং বারান্দায় কায়স্থ মেয়েদের ও যাহারা বিবাহিত এবং আশ্রমে পবিত্রভাবে আছে, তাহাদের বসিবার জায়গা করা হইল। হ'লে বসিল ৯টী ব্রাহ্মণ-কুমারী। কুমারীদের মা মালা-চন্দন পরাইবার ও আরতীর ব্যবস্থা করাইলেন। বেলু হ'লে এবং মেজদি বারান্দায় পরিবেশন করিলেন। আর সব কুমারীদের আরতী করিলেন অবনীদা। অকস্মাৎ মা মেয়েদের নিকট হাতজোড় করিয়া কাঁদিবার সুরে বলিয়া উঠিলেন,—"তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। তোমাদের সঙ্গে যেন এ শরীরটার আর এভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে না হয়—তোমরা এই বল। এ শরীরটা দিয়ে তো তোমাদের কোনও সেবা হ'ল না, তাই তোমাদের মনের ভাব এ রকম রয়ে গেল। ঠিক ঠিক সেবা করতে পারলে তো তোমাদের মনের ভাব বদলেই যেতো—তোমাদের মুখে এরকম কথা বের হ'তো না।"—এই জাতীয় সব কথা বলিয়া মা'র সে কি কান্না। কিছুক্ষণ পর মা সাষ্টাঙ্গে গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিলেন। তারপরে ঐ ভাবেই কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া বিজলীকে (সদ্য মাতৃহারা ক্ষিতীশচন্দ্র গুহের কন্যা) জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন আর বিজলীর বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বলিলেন,—"ওর মা মারা গেছে, ওর বুকে কত জ্বালা।" আবার বলিলেন,—"কুমারীদের বন্ধু বলি তো;—তাই অনেক সময় তারা সামান্য কথাতেও দুঃখে ও অভিমানে কান্নাকাটি করে, তাই শরীরটার খেয়াল হয়েছিল, এই শরীরও কেন কাঁদবে না, খেয়াল হ'তেই কান্না এসে পড়ল। একের ভিতর অনেক থাকে ত?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যে যত দোষই করুক না কেন, মা কাহাকেও কিছুতেই প্রায় কিছু বলেন না। সবই হাসিমুখে গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ—মা কাহারো অন্যায় অপরাধ দেখিলে কিছু কিছু বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মা বলেন, "যদি কিছুই না বলা হয়, তবে বন্ধুরা এও তো ভাবতে পারে যে মা-ত কোনও দিন কিছু বলেন নাই। "আর এই শরীরটার কাছে ওরা এসেছে, এসব দোষ ত্রুটী থাকা ওদের পক্ষেও তো মঙ্গলজনক নয়। পরস্পর মান-অভিমান, বিরোধ ভাব, এসব তো লেগেই আছে।" আর আমিও অসুস্থ, আমিও কিছু করিতে পারি না; আর সব সময় মায়ের কাছে থাকিতেও পারি না। কাজেই উহাদের মাথার উপর এমন কেহ নাই যে সব সময় ইহা বুঝাইয়া দিতে পারে।

একটী ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মায়ের কৃপা, মায়ের উপদেশ।

আজ এবং কাল এই জাতীয়ই ২।১টী ঘটনা ঘটিয়াছে। বড় বড় মেয়েদের মধ্যে কাহারো কাহারো মন খারাপ। তাহারা একান্তে এই জাতীয় কথা আলোচনা করিয়াছে যে, "আমরা যদি কিছু বলিলেই দোষ হয়, তবে আর আমাদের এখানে না থাকাই ভাল। চলে যাওয়াই উচিৎ। থেকে লাভ কি?"...ইত্যাদি।

মা পরস্পরের মুখে এ কথা শুনিয়া একটী মেয়েকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি এ কথা আলোচনা করিয়াছ?"

সে বলিল,—"হ্যাঁ, করেছি।"

ইহা শুনিয়া মা বলিলেন,—"এই যে 'চলে যাবো', 'চলে যাবো' বলিস, কোথায় যাবি? কোন জায়গা ঠিক করেছিস্ নাকি?" সে ঝোঁকের মাথায় জোর দিয়া বলিয়া উঠিল,—"জায়গা করতেই হবে।"

এই কথা শোনা মাত্র মা শোওয়া অবস্থা হইতে এমন ভাবে উঠিয়া বসিতে গেলেন যে আমি নিকটে বসিয়া না থাকিলে মা খাট হইতে পড়িয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেন। মা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, এ শরীরটার কাছে এসে তোমাদের এই হ'ল ? মুখ দিয়ে এ কথা বেরুলো ?"

বলিতে বলিতেই মা'র মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। মা বলিতে লাগিলেন,—"তোদের তো কোনও দোষ নাই। এ শরীরটা ঠিক মত সেবা করিতে পারি না; তাইতো তোদের মুখে এ সব কথা। দিদি, ওরা তো সব ভাল মেয়ে। শরীরটা ওদের বন্ধু বলে ডাকে বলে খেয়াল ছিল ওরা এই পবিত্র শুদ্ধ ভাবটা নিয়ে এসেছে, আর সংসারের গু, মূত্র ঘাটতে যেন না হয়; কিন্তু দিদি, এই এরা বল্‌ছে, 'জায়গা ঠিক করতে হবে'. এতে কত বিপদ জানিস্‌! কেউ হয়ত ভাবলো আমি লেখাপড়া শেখাবো, গান বাজনা শেখাবো, চাকরী বাকরী করবো। কিন্তু ওদিকে গেলে যে কত বিপদের আশঙ্কা তাও এরা এখন বুঝছে না। কতলোক যে বিপথে যায় তার তো অন্ত নাই। মানুষ যে আবহাওয়ার মধ্যে থাকে, সেরূপই তার মনের গতি হওয়া স্বাভাবিক। ওরা না বুঝলেও এ শরীরটা ত জানে! তাই ওই কথা শুনে শরীরটা কেমন হ'য়ে গেল 'আহা! ওদের এরূপ ভাব আসলো!"

আবার আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"দিদি, দেখ, এ শরীর আর একটা লক্ষ্য করছে এই যে, ছেলে মেয়েদের মধ্যে এ রকম একটা ভাব আছে, মা ও দিদি যেন জানতে না পারেন। এই ভাবটাও তো ওদের পক্ষে মঙ্গলজনক না। শরীরের কাছে যদি কোনও কথা আসে, তখন যা ওদের পক্ষে মঙ্গল এ শরীর তাই তো বলবে! যারা ওদের হিতাকাঙ্ক্ষী তাদের কাছে নিজের কথা বলাই ত ভাল। তারা বুঝিয়ে দিলে শুধরিয়ে যাবে। মেয়েরা ত সবাই ভাল, বুঝিয়ে দিলেই ত বুঝতে পারে। অনেক সময় ওরা হয়ত ভাবে, —'মা কেন এরকম করেন? এই ভেবে অভিমান করে। তা না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে যদি শরীরটাকে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'মা এটা তুমি কেন বল্লে, বুঝলাম না ত। তখনই বুঝিয়ে দিলেই সব মীমাংসা হয়ে যায়। তাও এরা করে না, একান্তে নিজেরাই আলোচনা করে কষ্ট পায়।" এই জাতীয় মা আরও অনেক উপদেশই দিলেন।

আর এই জাতীয় ঘটনা ত আজকাল প্রায়ই ঘটিতেছে—হয়ত মা'র ভাব বৈলক্ষণের ইহাও একটা কারণ।

যাহা হৌক, যাহারা ঐ জাতীয় কথা বলিয়াছিল, তাহারা সকলেই মা'র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

আবার কথায় কথায় মা বলিলেন, "ওরা যাই করে, এ শরীরটা বিশেষ কিছু বলে না। খেয়াল হয়েছিল ওদের যা কিছু রাগ অভিমান ইত্যাদি এই শরীরটার কাছেই হয়ে যাক; আর যেন সংসারে নানা প্রবৃত্তি-মূলকভাবে ফিরে যেতে না হয়। এ জন্যও কতকটা, এতদিন কিছু বলা হয় নাই।"

এই জাতীয় কত ভাবেই মা আমাদের কৃপা করছেন, কিন্তু আমাদের সংস্কার এত প্রবল যে কিছুতেই আমরা এ পথের যোগ্য হইতে পারি না।

১৫ই নভেম্বর ১৯৬৩।

আজ ৺কালী পূজা। মামার বাড়ীতেই এবার পূজা হইবে। মা সন্ধ্যা হইতেই মামার বাড়ী চলিয়া গেলেন। যেস্থানে নূতন সৎসঙ্গ-ভবন নির্মিত হইবে সেস্থানে মা কিছুক্ষণ পাদচারণা করিলেন। হঠাৎ মা সেই স্থানেরই একাংশে মাটীর উপরেই বসিয়া পড়িলেন। মা'র জন্য সেখানে কোন আসনই আনা হয় নাই। এই ত্রুটির জন্য সকলেই লজ্জিত হইল। পরে আসন আনা হইলেও মা আর তাহাতে বসিলেন না।

মামার বাড়ীতে ৺কালীপূজা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার পরে উঠিয়া মা মামার বাড়ীর উঠানে গিয়া বসিলেন। সেখানেই মা'র সমক্ষেই পুরান কয়েকটী মায়ের ফিল্ম দেখান হইল। পরে মা পূজা-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মামাই পূজার আসনে বসিয়াছেন, ৺কালীমূর্ত্তিটী বেশ উগ্র হইয়াছে। পূজার পর যথারীতি অঞ্জলি আদি দেওয়া হইল—মা সকলকে ফল প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

১৬ই নভেম্বর ১৯৬৩।

বম্বের পথে মা।

আজ সকালে মা বম্বে রওয়াণা হইয়া গেলেন। সঙ্গে দিদিমা, নারায়ণস্বামী প্রভৃতি এবং আমিও চলিলাম। গোয়ালিয়ারের মহারাণী স্বর্গগত মহারাজার জন্য বহুদিন হইতেই ভাগবৎ করাইবার চেষ্টা করাইতেছিলেন। কিন্তু তিনি পাঠক ইত্যাদি স্থির করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত মা'র উপরেই ভার দিলেন। মা, স্বামী বিষ্ণু আশ্রমকে ব্যাখ্যা এবং বাটুদাকে মূল পাঠের ভার দিলেন। বিষ্ণু আশ্রমজী শুকতালের এক দণ্ডী সন্ন্যাসী। তিনি এই সংবাদের উত্তরে লিখাইলেন,—"মা যদি ঐ সময় উপস্থিত না থাকেন তবে শুধু মহারাণীকে পাঠ শুনাতে আমি যেতে পারি না।"

এদিকে আহমেদাবাদেও আগামী ২৩ তারিখ হইতে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত আরম্ভ হইবে। শ্রীকান্তিলাল মুন্সা ও তাঁহার স্ত্রী কুন্দল বেন দীর্ঘদিন হইতেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল আহমেদাবাদে সংযম সপ্তাহ করাইবার জন্য। তাই এইবার সংযম সপ্তাহ সেস্থানেই হইবে। এইজন্য প্রথমতঃ স্থির হইয়াছিল যে ১৭ তারিখে কাশীতে অন্নকূট হইয়া গেলে মা আহমেদাবাদে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু বিষ্ণু আশ্রমজীর ঐ সংবাদে মা ৺কালীপূজার পরদিনই বম্বে রওয়াণা হইয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭ই নভেম্বর ১৯৬৩।

রাত্রি ১০টায় মা বম্বেতে ভাইয়ার বাড়ীতে গিয়া পৌছিলেন। পৌছিয়াই বলিলেন,—"আমি আগে বিষ্ণু আশ্রমজীর সঙ্গে দেখা করিয়া আসি।" বলিয়াই মা গোয়ালিয়র হাউসে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিলেন।

১৮ই নভেম্বর ১৯৬৩।

আজ ভোর হইলেই মা গোয়ালিয়ার হাউসে চলিয়া গেলেন। বিরাট রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদেই গোয়ালিয়রের মহারাজার মৃত্যু হয়। সেইজন্য মহারাণীর ইচ্ছা এই প্রাসাদেই ভাগবৎ হয়। ভাগবৎ সপ্তাহ আজই আরম্ভ হইবার কথা। সুতরাং সকালে মূল পাঠ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত মা সেখানেই বসিয়া রহিলেন। যে ঘরে মহারাজার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেই ঘরেই বাটুদা মূল পাঠ ও পূজা করিবেন। গৃহস্থ বাড়ী, কাজেই মা ত তাহাতে প্রবেশ করিবেন না ; সুতরাং মা নীচে তাহাদের শিবমন্দিরে বসিয়া রহিলেন। মেয়েরা অবশ্য উপরের ঘরে কীর্ত্তনাদি করিল।

গোয়ালিয়ারের মহারাণীর ভাগবৎ-সপ্তাহে মা।

বৈকালে ব্যাখ্যার সময় মা আবার সেখানে গেলেন। প্রাসাদের সম্মুখে লনে বিরাট প্যাণ্ডেল করা হইয়াছে। সেখানেই পাঠের ব্যাখ্যা হইল। মা'র ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

১৯শে নভেম্বর ১৯৬৩।

আজ ভোরেই মা, পুষ্প, উদাস, ছবি, বিশুদা, শান্তা প্রভৃতিকে নিয়া গোয়ালিয়র হাউসে চলিয়া গেলেন। শুনিলাম গতকাল বিষ্ণু আশ্রমজী মা'র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে মা যেন গোয়ালিয়ার হাউসে গিয়া থাকেন। তাঁর নাকি মা ছাড়া রাজমহলে থাকিতে ইচ্ছা করে না। মহারাণীর ইচ্ছা ত পূর্বেই ছিল, সুতরাং বিষ্ণু আশ্রমজী এ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই তিনিও মায়ের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন এবং তাহাতে ঠিক হইয়াছে যে মা আজ হইতে ওখানেই থাকিবেন এবং ২।৩ দিন থাকিয়া ২১শে সেখান হইতেই আহমেদাবাদ রওয়াণা হইয়া যাইবেন। আমার শরীর অসুস্থ, কাজেই আমি ভাইয়ার বাড়ীতেই রহিলাম।

২০শে নভেম্বর ১৯৬৩।

আজ মা আমাকে গোয়ালিয়ার হাউসে যাইতে বলিলেন। আমি গিয়া দেখিলাম ব্যাসাসনে বসিয়া বিষ্ণু আশ্রমজী ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সাধুরা সব একদিকে ও মা অন্যদিকে বসিয়া আছেন। মাকে যে স্থানটিতে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল, সে স্থানটি বড়ই সুন্দর। একটি মন্দির। বহু পুরানো বটগাছের গুড়িটাকে ভিতরে রাখিয়া মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে। গাছের ঝুরিগুলি দেয়ালের আকারে রহিয়াছে। ইহারই সম্মুখভাগে খানিকটা উন্মুক্তস্থানকে ঘিরিয়া মা'র বিশ্রামের কক্ষ নির্মিত হইয়াছে এবং ঐ গুড়ির ঘরটিতে মা'র দ্রব্যাদি রাখিবার ব্যবস্থা। মা'র সঙ্গীয় মেয়েরা সব রাজমহলেই থাকে।

২১শে নভেম্বর ১৯৬৩।

আজ মায়ের সঙ্গে আমরা আহমেদাবাদ চলিয়া যাইব। যাইবার পূর্বে আমরা গোয়ালিয়র হাউস দেখিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যা ৮টায় আমরা আহমেদাবাদ রওয়াণা হইলাম। যাইবার সময় মা সকলের নিকট হইতে বিদায় নিলেন।

২২শে নভেম্বর ১৯৬৩।

আহমেদাবাদে চতুর্দ্দশ সংযম সপ্তাহ।

আমরা সকাল ৭৷৷০টায় আহমেদাবাদে কান্তিলাল মুন্‌সার বাড়ীতে পৌছিলাম। স্টেশনে মাকে স্বাগত করিবার জন্য বহু-লোক উপস্থিত। মুনসার বাড়ীতে পৌছিয়া দেখিলাম, সপ্তাহ উপলক্ষে বহু লোকই আসিয়াছে।

২৩শে নভেম্বর ১৯৬৩।

আজ চতুর্দ্দশ সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের প্রথম দিন। কান্তি ভাই বাঁচিয়া নাই, তাঁর স্ত্রী কুন্দনবেন ও পুত্র মধুকর, কন্যা উষা ও উর্ম্মিলা মা'র উপর নির্ভর করিয়া সব কাজ সুচারুরূপে করিয়া চলিয়াছে। অদ্ভুৎ এদের বিশ্বাস। অনেক লোকই আসিয়াছে। ব্রতী-ই ত প্রায় ৩০০ জন। ইহা ভিন্ন, সৎসঙ্গের আশায়ও বহু লোক আসিয়াছে।

২৪শে নভেম্বর ১৯৬৩।

প্রথম দিন তো কোনও প্রকারে শেষ হইয়াছে, কিন্তু আজ লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়া গিয়াছে যে প্যাণ্ডেলে লোক একেবারেই সঙ্কুলন হইতেছে না। প্যাণ্ডেলের চতুর্দ্দিকের ঘেরাও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ সাধু-মহাত্মারাও অনেকে আসিয়াছেন। মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহেশ্বরানন্দজী, স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণানন্দজী, স্বামী নির্দ্দোষানন্দজী, কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী, যোগেশ ব্রহ্মচারিজী প্রমুখ বহু মহাত্মারাই আসিয়াছেন। প্রতিদিন মহাত্মাগণ বিভিন্ন সময়ে ভাষণ দিতেছেন। অতীব সুন্দরভাবে সংযমের প্রোগ্রাম চলিতেছে।

ভাইয়াও অল্প সময়ের জন্য আজ এখানে আসিয়াছে। মা কথা প্রসঙ্গে ভাইয়াকে গোয়ালিয়রের মহারাণীর ভাগবতের ২।১টি ঘটনা শুনাইতেছেন। মা বলিতেছেন,—"যে ২।৩ দিন ওখানে ছিলাম, তার মধ্যে ১ দিন মহারাজা গোয়ালিয়রের গলার শব্দ ও আশেপাশে ঘুরে বেড়াইবার শব্দ শোনা গেল। আর যেমন করে মহারাজা এ শরীরটাকে ডাকত সেই রকম ভাবে পরিস্কার আওয়াজ সারাদিন শোনা গেল।"

গোয়ালিয়র ভবনে মা'র সূক্ষ্মে দরশন।

মা আবার বলিলেন,—"শুয়ে আছি, পরিস্কার দেখছি। এ শরীরটাও শুয়ে শুয়েই দেখে—কখনো চোখ খুলে, কখনো চোখ বুজে দেখছি—আশে পাশে যারা থাকে কখনো তাদেরও বলি এই, এই দেখা হ'ল। যাক্ আরো দেখছি ভাগবৎও হচ্ছে; এর মধ্যেই যেন এক জায়গায় পার্থিব শিব পূজা হচ্ছে। তারপর খেয়ালে আসলো—শিবপূজা করতেই হবে।" মা নিজেই দেখছেন সূক্ষ্মে—"মাটি যেন নিজেই মেলাচ্ছেন। কিন্তু মাটীগুলো বালু বালু।" তখন মা বলিলেন,—"শিব গড়াবার জন্য আঁঠালো মাটী আন।" ইহার পরেই কে যেন আসিয়া মাকে ডাকিল, মা উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পরে মা রাণী সাহেবকে এই ঘটনা বলায় তিনি তো অবাক্। তিনি বলিলেন,—"কী আশ্চর্য! আমার শ্বশুর তো বাঁ হাতের উপর শিব লিঙ্গ রেখে ডান হাত দিয়ে পার্থিব শিব পূজা করতেন। বিলাতে থাকাকালীনও ঠিক ঐ ভাবেই পূজা করতেন। তারপর আমার স্বামীও কিছুদিন পার্থিব শিবপূজা করতেন।" আমরা সবাই ইহা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোয়ালিয়রের ওখানে ত শিবপূজার কোন ব্যবস্থা বা প্রসঙ্গই ছিল না। অথচ তার মধ্যে এই সব ব্যাপার।

মা আরো বলিলেন,—"আবার এর মধ্যে কেউ কেউ ভাবতে পারে—ভাগবৎ সপ্তাহ চলছে এর মধ্যে আবার শিব পূজা কেন? মা হয়ত শিবভক্ত।" আবার বলিতেছেন,—"ভাগবৎ—মোক্ষের অনুকূল ক্রিয়া, এর মধ্যে শিব পূজার সংস্কার যখন ছিল, তাও করা উচিত।"

আমরা সকলেই বুঝিলাম, মা এইজন্যই এই সব দেখিয়াছেন। মাকে তো বাহিরের দিক হইতে কেহ কিছু বলে নাই। মা আবার বলিলেন,—"বিষ্ণু আশ্রমজীর কাছে গঙ্গামাটী আছে, শীঘ্র আনো।" বিষ্ণু আশ্রমজীর কাছেও কিন্তু সাধারণতঃ গঙ্গামাটী থাকে না। এই বারই নাকি তিনি মাকে কাশীতে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে গঙ্গাজলের কলসী বসাইবার জন্য যেন গঙ্গামাটী পাঠান হয়। তাই মা কাশী হইতে গঙ্গাজল ও গঙ্গামাটী পাঠাইয়াছিলেন। গঙ্গামাটী আনিয়া দেখা গেলো, ও মাটী বালি—বালি। তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আঠালো মাটী কোথায় পাওয়া যায়?"

কথা শুনিয়া মহারাণীর লোকের একে অন্যের দিকে চাহিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কানিয়া ভাই মায়ের ষ্টেশনে যাইবার ব্যবস্থা করিতে আসিয়া উপস্থিত। তিনি মাটীর কথা শুনিয়া মাকে বলিলেন,—"মা, আমার কাছে নর্মদার মাটী আছে।" বলিয়াই তিনি তাঁহার বাড়ী হইতে নর্মদার মাটী আনিয়া দিলেন। মাটী আনিলে মা নারায়ণ স্বামীকে বলিলেন,—"দেখছ নারায়ণ, বিষ্ণু আশ্রমের এই গঙ্গামাটীগুলো বালি-বালি, যেমন সূক্ষ্মে দেখা হয়েছিল। সেই সময় সূক্ষ্মে বলা হয়েছিল 'তারপর মাটি মিলিয়ে শিব তৈয়ার কর। দেখো, এখানেও তাই হ'ল

উভয় মাটী নিয়া আসিলে মা যেমন দেখিয়াছিলেন একটু মাটী নিজের হাতে মিলাইয়া নারায়ণ স্বামিকে দিয়া বলিলেন,—বাটুকে বলো কাল যেন এই দিয়ে শিব তৈরী করে শিবপূজা করে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার সেইদিনই মা দেখিতেছেন—একজন বৃদ্ধ, একজন স্ত্রীলোক ও একজনের কোমর হইতে পা পর্যন্ত প্যান্ট পরা। কিন্তু মায়ের খেয়াল হইল সম্পূর্ণ শরীরটা দেখিতে হইবে। তখন সম্পূর্ণ শরীরটা দেখা গেলো।

ভাইয়াও মায়ের কাছে বসিয়া বলিলেন,—"মা, তোমাকে বলি নাই। একদিন আমি গোয়ালিয়র হাউসে যাইব, দেখিলাম প্রকাণ্ড একটা সাপ আমার মোটর পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে চলিয়া যাইতেছে। এত লোকের মধ্যে আর এই কথা তোমাকে বলি নাই।

আরো বিচিত্র ঘটনা।

মা শুনিয়া বলিলেন,—'সাপ হ'ল ধনরক্ষক। রাজবাড়ী তো বিক্রী হয়ে গেছে, ভাগবতের পরেই বাড়ী ছেড়ে দেবে। দিদি, দেখো ভাইয়া কি দেখেছে।"

এই ঘটনাটি রাণীসাহেবকে এখনো বলা হয় নাই। মা আমাকে বলিলেন,—'রাণী সাহেবের ২৯শে নভেম্বর আহমেদাবাদে আসার কথা, তখন তাকে বলিব।' মা আরো বলিয়া চলিলেন,—"দেখ দিদি, দেখলাম, একটা লোক আসল। মেয়েলি তাহার আওয়াজ, হাতে একটা দড়ি। সমুদ্রের সিড়ি দিয়ে উঠে রাজবাড়ীতে আস্‌ছে। পেছনে দেখি কি প্রকাণ্ড এক মহিষ। তখন এই শরীরটা তাকে বললো,—'তুমি মেয়েলি স্বরে কথা বল্লে কি হবে? তুমি যে যম আমি তোমাকে চিনেছি। তুমি এদিকে আসতে পারবে না।' এই বলে তাকে মহিষ সমেত অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে আসা হল।"

২৫শে নভেম্বর ১৯৬৩।

যথাবিহিত সৎসঙ্গের প্রোগ্রাম চলিতেছে। মা পৌনে ৮ টায় প্যাণ্ডেলে যাইবেন, এমন সময় মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"দিদি—কোন দিনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো সংযমে বৃষ্টি হয় নাই। এবার ভাগবতেও বৃষ্টি হইল। আজকের দিনটাও ভালো না।" বলিতে বলিতে মা প্যাণ্ডেলে চলিয়া গেলেন।

এদিকে আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। হাওয়াও খুব জোরে চলিতেছে। মৌন আরম্ভ হইতে না হইতেই মেঘের গুরু গম্ভীর গর্জন আরম্ভ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল মুশলধারায় বৃষ্টি। বাহিরে এই দুর্যোগ, ব্রতীরা সব প্যাণ্ডেলে যে যাহার আসনে স্থির হইয়া বসিয়া আছে। এইবার জল মায়ের শরীরের কাছেই পড়িতে লাগিল। কান্তি ভাইয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা উষা তাড়াতাড়ি আসিয়া সেই স্থানটীতে একটী বালতী রাখিয়া গেল। ক্রমে মা'র উপরেই ঝরনার মত ঝর ঝর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারী ছাতি প্রভৃতি দ্বারা যাহাতে মা'র ওপরে জল না পড়ে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল, মা কিন্তু ধীর স্থির ভাবে বসিয়াই রহিলেন। ক্রমে প্যাণ্ডেলের উপরের বাঁশের মাচাং ভাঙ্গিয়া পড়িল। মা'র মাথার উপরেও প্যাণ্ডেল ভাঙ্গিয়া পড়ে আর কি। বাঁশ ইত্যাদির সাহায্যে তাহা ঠেকাইয়া রাখা হইল। এই ভাবে ১ ঘণ্টা কাটিল। মৌন শেষ হইল—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এত দুর্যোগের মধ্যেও একটী ব্রতীও মৌন ভঙ্গ বা প্যাণ্ডেল ত্যাগ করিল না।

সংযম সপ্তাহে দুর্যোগ এবং অলৌকিক ঘটনা।

একি মা'র গিরি-গোবর্দ্ধনধারী রূপ ?

মৌন শেষ হইল, যথারীতি স্তোত্র পাঠ হইল। স্তোত্র পাঠ শেষ হইতেই মা হঠাৎ সকলকে তাড়াতাড়ি প্যাণ্ডেল ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে বলিলেন। ওদিকে তখনো বাহিরে অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। প্যাণ্ডেলের ওপরের সামিয়ানাতে পুকুরের মত জল জমিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গিয়া পড়ে আর কি। এদিকে কেহ কেহ মা বাহিরে যাইতেছেন না দেখিয়া প্যাণ্ডেলের ভেতরেই দাঁড়াইয়া আছে। মা তাদের মনের ভাব বুঝিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিয়া জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন—"সবাই না বেরুলে এ শরীর উঠবে না।" ইতিমধ্যে কোথা হইতে তারা ও চিত্রা সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ওদের দেখিয়াই মা হাত দিয়া ইসারা করিয়া জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন—শীঘ্র বেরোও। মায়ের এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলেই দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল। মা-ও উঠিয়া প্যাণ্ডেল পার হইয়া ষ্টেজের পাদানিতে সবে মাত্র পা দিয়াছেন। অমনি মড়মড় শব্দে সমস্ত প্যাণ্ডেলটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। উপরের সব জল আসিয়া প্যাণ্ডেলের স্থানটীকে পুষ্করিণীর আকারে পরিণত করিয়া দিল। কী ভয়ানক ব্যাপার!

পরে কথায় কথায় মা বলিলেন যে মা দুখানা হাত দেখিতে পাইয়াছিলেন। হাত দুইখানা রাধিকারই হৌক, বা ভগবতীরই হৌক। ঐ দুখানা হাতই এই দীর্ঘ একঘণ্টা কাল ধরিয়া সামিয়ানাটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে।

মৌন শেষ হইবার পরে ঝড়ের বেগ একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল। মা প্যাণ্ডেল হইতে বাহিরে আসিয়া ৺কান্তি ভাইয়ের বাড়ীর গাড়ী বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহার ড্রইং-রুমে সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করাইলেন। মা সকলকে ডাকিয়া আবার বলিলেন,—'এখন এদিকে কেউ থেকো না, ঘরেও যেয়ো না—সময় এখনও খারাপ।" আরো বলিলেন,—"ভেবে দেখো আরো কত কী হ'তে পারত। এতগুলো লোক ভিতরে, ঐ অবস্থায় প্যাণ্ডেল যদি ভেঙ্গে পড়ত, কি হ'তো? ঝড় জলের উপর দিয়েই ঝঞ্ঝাট গেল।" সত্যই প্যাণ্ডেলে মাথার ওপরে কতগুলি লাইট ও ফ্যান ঝুলিতেছিল—একটাও যদি কাহারও মাথায় পড়িত—কী কাণ্ডই না ঘটিত।

চতুর্দ্দিক জলে জলময়। মা'র ঘরও জলে ভরিয়া গিয়াছে। মা'র জন্য গ্যারেজে থাকার বন্দোবস্ত করা হইল। কিন্তু মা ঘরে গেলেন না। ভিজা কাপড়েই গাড়ী বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাকে কাপড় ছাড়িতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হইলেও মা ভিজা কাপড়েই দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরা আরো বহুবার দেখিয়াছি, মা'র কাপড় ভিজিয়া গেলে দুর্যোগ না শেষ হওয়া পর্যন্ত মা ভিজা কাপড় ছাড়েন না। এইবারও তাহাই হইল।

জল কমিলে পরমানন্দ স্বামিজী পর দিনই আবার নূতন করিয়া প্যাণ্ডেল নির্মান করাইলেন।

এবার সংযমে অনেক সাধু মহাত্মারাই আসিয়াছেন। এখানকার এক স্থানীয় কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিত্য সংস্কৃতে এবং হিন্দীতে দেবী ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সংস্কৃতের উপর তার অদ্‌ভূত দখল। কথায় কথায় সুন্দর সুষ্ঠু শ্লোক নির্মাণ করেন। প্রতিদিন পাঠ আরম্ভের পূর্বে তিনি মা ও দিদিমাকে নূতন নূতন স্বরচিত শ্লোক দিয়া বন্দনা করেন—শুনিতে খুবই ভাল লাগে।

২৯শে নভেম্বর ১৯৬৩।

আজ সংযম সপ্তাহের শেষ দিন। আজিকার বৈশিষ্ট্য রাত্রি পৌনে ১২টা হইতে সোয়া ১২টা পর্যন্ত মাতৃসান্নিধ্যে মহানিশা ধ্যান। আশ্চর্য এই গভীর রাত্রিতেও প্যাণ্ডেল একেবারে ভরা।

৩০শে নভেম্বর ১৯৬৩।

আজ সংযমের পূর্ণাহুতির যজ্ঞ হইল। যজ্ঞশেষে মা সকলকে ফল বিতরণ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১লা ডিসেম্বর ১৯৬৩।

এবার হাট ভাঙ্গার পালা। ভোর বেলাতেই অখণ্ডানন্দ স্বামিজী রওয়ানা হইয়া গেলেন। আশ্রমের কয়েকটী মেয়েও আজ ভোরেই দ্বারকাতীর্থ দর্শনে রওয়ানা হইয়া গেল।

বৈকালে স্বামী নির্দ্দোষানন্দজী মাকে তাঁহার আশ্রমে নিয়া গেলেন। আশ্রমের নাম হরিহরাশ্রম। বিগ্রহ নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। আজ রাত্রিতে স্থানীয় মেয়েরা মাকে গরবা নাচ দেখাইল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাকে সুন্দর সুন্দর ভজন গান করিয়াও শুনাইল।

হরিহরাশ্রমে শ্রীশ্রীমা।

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৩।

আজ মা আহমেদাবাদ হইতে চলিয়া যাইবেন। ৺মুকুন্দভাই মুনসার বাড়ীতে সকলেই যেন ব্যথিত চিত্তে মা'র কাছে কাছে ঘুরিতে লাগিল। যাহারা যাহারা এই উপলক্ষে আসিয়া ছিল, সকলেই একে একে চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি ৮টায় গুজরাট মেলে মা চলিয়া গেলেন। মিলন-মেলা ভাঙ্গিয়া গেলো।

৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৩।

আজ ভোরে মা বম্বেতে ভাইয়ার বাড়ীতে পৌছিলেন। মায়ের সঙ্গে আমাদের আশ্রমের যে সব মেয়েরা আসিয়াছিল, তাহারাও আজ সকলেই রওয়াণা হইয়া গেল। মায়ের কাছে শুধু পুষ্প, বিশুদ্ধা ও যমুনা রহিয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৩।

আজ ভোরে মা লীলাবেনের ভাই রতিলাল শেঠের স্কুলে গেলেন। এখানে আজ একটী ৺সরস্বতী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইবে। বিরাট বাড়ী। তাহারই একটী ঘরে সুন্দর শ্বেত পাথরের সরস্বতী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য রাখা আছে দেখিলাম। যজ্ঞাদি হইয়া গেলে, প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় রতিভাই মাকে অনুরোধ করায় মা দেবীকে একটী মালা পরাইয়া দিলেন। সামনে উঁচু করিয়া ষ্টেজ করা হইয়াছে। তাহার উপরে বসিয়া পুষ্প ও ছবি ৺সরস্বতী গান গাহিল। দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর মাকে বসাইয়া মা'র পূজা আরতী ইত্যাদি করান হইল। ইহার পরে স্থানীয় কয়েকজন গায়ক-গায়িকা মাকে ভজন-কীর্তনাদি শুনাইলেন। মা'র উপস্থিতিতে খুব সুন্দরভাবে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল।

১২ই ডিসেম্বর ১৯৬৩।

আজ বৈকালে মা অল্প কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া পুনা রওয়ানা হইয়া গেলেন। আমি ও দিদিমা ভাইয়ার বাড়ীতেই রহিলাম। রাত্রি প্রায় ৮॥ টায় মা পুণা আশ্রমে পৌছান। মা আসিবেন, এই জন্য পূর্ব হইতেই স্থানীয় ভক্তরা আশ্রমে এক প্যাণ্ডেল তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিল। মা প্যাণ্ডেলে একটু সময় বসিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। মা আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া দত্তাবা মা'র দর্শন করিতে আসিলেন। মা'র সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া তিনি মা'কে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীমার পুণায় আগমন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৩।

মা প্রতিদিন সকালে ১১টার সময় প্যাণ্ডেলে আসিয়া বসেন। পাঠ ইত্যাদি সৎসঙ্গ হয়। পরে আরতী করিয়া শেষ হয়। প্রতিদিন এই ভাবেই চলিতেছে। আজ সন্ধ্যায় দিলীপ রায় ও ইন্দিরা দেবী মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। দিলীপ রায় মাকে ভজন শোনাইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তাও কহিলেন। পরে দিলীপ রায়ের অনুরোধে ম 'ধর লও' 'ধর লও' কীর্ত্তনটীও করিলেন।

মাতৃসমীপে দিলীপ রায় ও ইন্দিরা দেবী।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৩।

কাল মা'র বম্বে যাওয়ার কথা। আজ রাত্রিবেলায় সৎসঙ্গে মা সমবেত ভক্তদের কাছে ১৫ মিঃ মৌনের ভিক্ষা চাহিলেন। মা বলিলেন,—

"যারা এ শরীরটাকে তাদের ছোট্ট মেয়ে মনে করে, আপন ভাবে, তাদের কাছে এই ছোট্ট মেয়েটা আবদার করে এই সময়টুকু চাচ্ছে। আর যারা এ শরীরটাকে পর মনে করে তাদের কাছে এ শরীরটা এই সময়টুকু ভিক্ষা চাচ্ছে। এ শরীরটা চাচ্ছে প্রত্যেকে যেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও সময়ে ১৫ মিনিট কাল মাকে দেয়, এবং সেই সময়টা শুধু ভগবানকে স্মরণ অথবা কাজ কর্মের মধ্যে থাকলেও ঐ সময় যেন মৌন থাকে।"

শ্রীশ্রীমায়ের মৌন ভিক্ষা।

এখানে মায়া গাঙ্গুলী নামে একটী কুমারী অন্ধ গায়িকা আছে। মেয়েটীর গলা অদ্ভুৎ রকম সুন্দর ও মিষ্টি। সে প্রতিদিনই আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে ভজন শোনাইয়া যায়। আজও যখন সে ভজন শোনাইয়া বাড়ী যাবার সময় মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছে তখন মা তার বুকে মাথা রাখিয়া বলিলেন,—বন্ধু, **আমিই তোমার স্বামী, পুত্র, কন্যা, সব। তুমি বাড়ীতে কীর্ত্তন কর না?"** মেয়েটি 'না' বলায় মা তার পিতা-মাতা এবং তাহাকে বলিলেন, **"মাসে অন্ততঃ ১ দিন বেশ করে ঠাকুরের আসন সাজিয়ে ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে কপালে ১টা চন্দনের ফোটা দিয়ে ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন করবে। বাবা মা সবাই যোগ দেবে,—অসুবিধা হ'বে না ত?"**

শ্রীশ্রীমা-ই বন্ধু, স্বামী, পুত্র, কন্যা সব।

ইহা বলিয়া মা তাহাকে একটা মালা পরাইলেন। খোপায় ফুল লাগাইয়া দিলেন আর একটী ছোট গুজরাটি করতাল দিলেন। খুশীতে মেয়েটীর মুখ ভরিয়া গেল।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৩।

আজ বেলা ২॥ টায় মা বম্বে রওয়ানা হইলেন। ভাইয়া এবং ভাইয়ার স্ত্রী লীলাবেনও মা'র সঙ্গে চলিয়াছেন। গাড়ীতে লীলাবেন ভাইয়াকে বলিলেন,—'আমি মা'র সঙ্গে ঘুরে যা আনন্দ ও ভালবাসা পেলাম, জীবনে কোন দিনও এরূপ পাইনি। আমার এখন মা'র সঙ্গে সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা করছে।"

মা এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—**'দেখ লীলা, প্রতি বছর তুমি ফুলের বীজ পোত, কত যত্নের পর তার থেকে অঙ্কুর বের হয়, গাছ**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, ফুল ফোটে, কিছুদিন থাকে, তারপর ফুল শুকিয়ে যায়; ধীরে ধীরে গাছটাও শুকিয়ে যায়। কত হাজার হাজার গাছ—এভাবে হয়েছে, মরে গেছে। সংসারেও এই রকম। নূতন নূতন হচ্ছে। তারপর পুরানো হচ্ছে, পরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কোনটাই থাকছে না। এখন এই যে বীজ পোতা, যত্ন করা ইত্যাদি এসবের পিছনে সময় কাটানও মোহ! যে এই ধান্ধাতে লেগে রইল, সে মোহতে পড়ে গেল। এই প্রসঙ্গে মা রামেশ্বরী মাইয়ের বৈরাগ্যের কথা উল্লেখ করলেন। এই সব কথা হইতে হইতেই মা'র গাড়ী বম্বেতে ভাইয়ার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মা রাত্রি প্রায় ৮ টায় ভাইয়ার বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলেন।

অনিত্যের বন্ধন-ই মোহ।

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৩।

আজ বৈকালে লীলাবেন তাহাদের মহিলা-স্কুলের হলের উদ্‌ঘাটনোপলক্ষে মাকে নিয়া গেলেন, ফিরিবার পথে মা নানাবতী হাসপাতাল হইয়া আসিলেন।

১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৩।

আজ বৈকালে মা কলিকাতা রওয়াণা হইলেন। সঙ্গে দিদিমা, আমি এবং কয়েকটি মেয়েও যাইতেছি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ২১শে আমরা কলিকাতা পৌছিলাম। হাওড়া স্টেশনে পৌছিয়াই মা দু'টি মেয়েকে সঙ্গে দিয়া আমাকে আমাদের আগরপাড়া আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। মা, দিদিমা প্রভৃতি শ্রীরঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলিকাতায় মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীতে গেলেন। সেখানে রঞ্জিত মা'র জন্য নূতন ঘর তৈয়ারী করাইয়াছে। মা সেখানে তিন রাত্রি থাকিবেন।

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৬৩।

আজ মা রঞ্জিতের বাড়ী হইতে দ্বিজেন নাগের বাড়ীতে আসিলেন। কিছুদিন পূর্ব হইতেই যমুনা মাকে অভয়ের অসুস্থতার কথা বলিতেছিল। তাহার এখন বিশেষ ইচ্ছা যে মা যদি এখন একবার অভয়ের কাছে হইয়া যান। হইলও তাহাই। আসিবার পথে মা অভয়ের বাসার সামনে গাড়ী থামাইলেন এবং প্রথমে পরমানন্দ স্বামিজীকে অভয়কে দেখিয়া আসিতে পাঠাইলেন,—'বলিলেন দেখত অভয় আছে কি না?'

একটু পরেই মা যমুনা ও অন্যান্য কয়েকজনকে নিয়া অভয়ের বাড়ীর দিকে চলিলেন। অভয় দরজার সামনেই দাঁড়াইয়াছিল। মাকে দেখিয়াই অভয় মাকে ভিতরে যাইবার জন্য আহ্বান করিল। বলিল,—'ভিতরে আসুন না।'

অভয় মায়ের নিকট।

মা কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটু অগ্রসর হইয়া অভয়ের হাতের কবজিটা দু'আঙ্গুলে হাল্কাভাবে ধরিয়া বলিলেন,—"চল্", অভয় ত অবাক্! সে বিস্ফারিত নেত্রে প্রায় হতভম্ব হইয়া বলিল,—'কোথায় যাব? আমার ত অসুখ, এক পাও হাটতে পারি না, বিছানা থেকে উঠিই না।' মা বলিলেন, —'কোথায় যাব? যেখানে নিয়ে যাব সেখানে যাবি।" ইহা বলিয়াই মা ঐ ভাবে হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন ও অভয় মন্ত্রমুগ্ধের মত মা'র পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। অভয়ের এ অবস্থা দেখিয়া তাহার শিষ্য-শিষ্যরাও প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থা।

যাহা হৌক এইভাবে মা অভয়কে আনিয়া গাড়ীতে উঠাইলেন। গাড়ীতে বসিয়া অভয় মাকে বলিল,—'নিয়ে ত আসলেন, কিন্তু বাড়ী-ঘরের কোনও ব্যবস্থা যে করে আসতে পারলাম না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা বলিলেন,—"আরে, মরে যখন যাবি তখন কি বলবি, দাঁড়াও সব ব্যবস্থা করে আসি। সেজন্য কি আলাদা সময় দেবে তোকে ?"

যাহা হৌক, অভয়কেও দ্বিজেন নাগের বাড়ীতেই রাখা হইল এবং যমুনাকে সেবার ভার দেওয়া হইল। এখানে আসার পর হইতে অভয়ের শরীরও ভালই আছে। হাঁটিয়াই রোজ প্যাণ্ডেলে গিয়া বসে। অভয় এখন মা'র সঙ্গেই আছে।

বৈকাল বেলা হঠাৎ মা আগরপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত। আমার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেলেন। শুনিলাম সেই রাত্রিতেই বিখ্যাত গায়ক শ্রীপান্নালাল ভট্টাচার্য ও আরো কয়েকজন সুগায়িকা মাকে গান শোনাইয়াছে।

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬৩।

আগামীকাল গীতাজয়ন্তী আরম্ভ হইবে। সারারাত্রি মা তাহার আয়োজন, সাজানো-গোছানতেই ব্যস্ত। কোথায় ছবি বসিবে, কোথায় গীতা রাখা হইবে, ইত্যাদি বিস্তারিত ও নিখুঁতভাবে সব সাজাইয়া মা অনেক রাত্রিতে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৬৩।

আজ ভোরের প্রভাতী কীর্ত্তনেই মা আসিয়া বসিলেন। বেলা ৯টার সময় নির্বাণ পূজা করিল। তারপর গীতা পাঠ আরম্ভ হইল। ১৮জন মেয়ে ও কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারী বিশেষভাবে সম্পূর্ণ-গীতা এবং আরও অতিরিক্ত প্রথম ৬ অধ্যায় পাঠ করিল। এত গুলি লোক যখন মা'র উপস্থিতিতে সমস্বরে গীতা পাঠ করিতেছেন তখন সত্যই এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল।

কলিকাতায় গীতাজয়ন্তী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যহ ৬ অধ্যায় করিয়া এবং শেষদিন সম্পূর্ণ গীতা পাঠ হইল। মা বহুক্ষণ ধরিয়া গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ জয় (গোপাল ঠাকুরের সুরে) কীর্ত্তন করিলেন। পরে সকলকে ফল মালা ইত্যাদি বিতরণ করিলেন।

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৩।

আজ গীতা পূজা। কাল রাত্রিতেই পূজা-স্থল সুন্দরভাবে সাজান হইয়া গিয়াছে। ১৮ থালায় ১৮ রকমের ফল দিয়া নৈবেদ্য সাজান হইয়াছে। ১৮টি তেপায়ার উপরে থালাগুলি পৃথক পৃথক ভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে ১৮টী প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইল। নির্বানানন্দ পূজা করিল।

এই কয়দিন সন্ধ্যাবেলা ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারি, গোবিন্দ গোপাল মুখার্জী, ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী, দীনেশ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রখ্যাত বক্তাগণ গীতার উপর সুন্দর ভাষণ দিলেন।

ইহারই মধ্যে একদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাকে দেশের কয়েকটি দূরবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন করিল। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল,—"বর্ত্তমান যুগে বৃদ্ধদের জন্য কোনও ব্যবস্থা নাই; তারা কি করবে?"

মা বলিলেন,—'বাবা, আগে নিজের চিন্তা কর—তুমি নিজেকে চিনতে চেষ্টা কর তো।' ভদ্রলোক আবারও তার প্রশ্নগুলিই জিজ্ঞাসা করিল। এবার-ও মা সে সব প্রশ্নের জবাব না দিয়া বেশ জোর দিয়াই বলিলেন,—'আচ্ছা বাবা, তুমি যে আজ এসেছ, আর বাড়ী ফিরে যেয়ো না। এবার গীতাজয়ন্তীতে তা হলে বোঝা যাবে একটি বৃদ্ধের উপকার হয়েছে। বাবা, ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাক।'

ভদ্রলোক মা'র কথা শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া বসিয়া পড়িলেন; আর কোনও কথা বলিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগামীকাল অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ হইবে, আজ রাত্রে তার অধিবাস। মঞ্চ ইত্যাদি সাজাইয়া প্রায় রাত্রি ১টায় অধিবাস হইল। মা-ও সেখানে শেষ পর্যন্ত বসিয়া রহিলেন।

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৩।

কলিকাতায় নাম-যজ্ঞ।

আজ ভোর ৬টা হইতেই 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত ছেলেরা কীর্ত্তন করিল। রাত্রি ১০টার পরে ছবি বেনার্জী অন্যান্য মেয়েদের নিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। কে কতক্ষণ কীর্ত্তন করিবে মা তাহার তালিকাও তৈয়ারী করাইয়া দিলেন। আরম্ভের সময় মা-ও মেয়েদের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিলেন। একটু পরে নিজের বিশ্রামের ঘরে ফিরিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল এক ভদ্রমহিলা সবুজ রঙের রেশমী শাড়ী পরিয়া, মাথায় ঘোমটা দিয়া কীর্ত্তনে আসিলেন। পায়ে নূপুরও বাঁধা। আবার পা তুলিয়া সকলকে দেখাইলেন। দেখাইতেই সকলেই মাকে চিনিয়া ফেলিল, তখন তাহাদের সে কি আনন্দ। এইভাবে রাত্রিতে মা অনেকবার কীর্ত্তনে আসিলেন ও গেলেন। এইভাবে ভোর হওয়া পর্যন্ত মেয়েরা কীর্ত্তন করিল। ভোর ৬টায় বিভু, বীরেন প্রভৃতিরা নগর কীর্ত্তন করিয়া আসিয়া নামযজ্ঞ শেষ করিল। মা 'ধর লও ধর লও' কীর্ত্তনটি গাহিয়া নামযজ্ঞের মধুর পরিসমাপ্তি করিয়া দিলেন।

ইহার পরে সকলে মায়ের হাতের ফল প্রসাদ লইয়া প্রণাম করিয়া একে একে বিদায় গ্রহণ করিলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১লা জানুয়ারী ১৯৬৪।

নববর্ষে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ দর্শনে ভক্তবৃন্দের আগমন।

আজ ইংরাজী নববর্ষ আরম্ভ। এই কারণে আজ সারাদিন ভীষণ ভীড়। তাহার ওপর আজ আবার ভাণ্ডারা। এই কারণেও ভীড় এত অধিক হইয়া পড়িল যে সামলাইয়া ওঠা একপ্রকার অসম্ভব। অবশ্য আজকাল মা'র সব কাজই প্রায় এরূপ বিরাটাকারে হইতেছে। যথাসময়ে সব সমাপ্ত হইয়া গেল। আজ রাত্রিতেই মা ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতে চলিয়া যাইবেন।

২রা জানুয়ারী ১৯৬৪।

ঘোষাল মহাশয়ের ছাতের উপরেই বিরাট প্যাণ্ডেল তৈয়ারী করা হইয়াছে। সেখানেই চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীপূজা হইল। আজই মা কলিকাতা হইতে পুরী চলিয়া যাইবেন। কাজেই সময় খুবই অল্প। ঘোষাল মহাশয়ের বাড়ীতেই মা'র ভোগ হইলে মা সামান্য একটু বিশ্রাম করিলেন। ইহারই মধ্যে রাজাবেন মাকে একটু সময়ের জন্য তাহার বাড়ীতে নিয়া গেলেন। আমিও মায়ের সঙ্গে গেলাম। সেখানে একটু কীর্ত্তন হইল। মাও 'আমার কৃষ্ণ গোপাল রে……' পদটি খুবই সুন্দর সুরে একটু গাহিলেন। সময় আর নাই, একটু পরেই মা হাওড়ায় রওয়াণা হইয়া গেলেন। ৮টার গাড়ীতে মা পুরী চলিয়া যাইবেন। আমি দ্বিজেন নাগের বাড়ীতেই রহিয়া গেলাম।

৬ই জানুয়ারী ১৯৬৪।

মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহনুমান্তাই-এর মায়ের দর্শনে আগমন।

আজ সন্ধ্যাবেলায় মহীশূরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহনুমান্তাই মায়ের দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি মায়ের সঙ্গে একান্তে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭ই জানুয়ারী ১৯৬৪।

কথা হইয়াছে আজ মা সকলকে নিয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইবেন। মা জগন্নাথ মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সকলকে নিয়া বসিলেন। বসিয়া হরিবাবার কাছে শোনা জগন্নাথের গল্প মা সকলকে বলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ গল্প বলার পর মাকে এক ভদ্রলোক আসিয়া ২খানা ধুতি দিয়া প্রণাম করিল। ধুতি দেখিয়াই মা বলিয়া উঠিলেন,—**"দেখ, দেখ জগন্নাথ দর্শনের নামেই দুটো কাপড় পেয়ে গেলাম। দেখ সৎকাজের কী ফল!"** বলিয়াই কাপড় দুইখানা মাথার ওপরে রাখিয়া বলিলেন,—**"এ কাপড় মাথায় রাখব না কোথায় রাখব?"**

শ্রীজগন্নাথধামে শ্রীশ্রীমা।

ইতিমধ্যে মন্দিরের পাণ্ডা মাকে নিয়া যাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। মা'র সঙ্গে সকলেই মন্দিরে গেল। প্রথমে মন্দিরের হ'লে ঢুকিতেই দূর হইতেই শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন হইল। আর অগ্রসর হওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইল। ভীষণ ভীড়। মা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন,—"দর্শন ত হয়ে গেছে, এখন চল। যদি আবার ভিতরে গিয়ে দর্শন হবার থাকে, তবে হবে।"

সকলে আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। আশ্রমে আসিয়া মা বলিলেন,—**"আমি কিন্তু দেখলাম জগন্নাথ খুব সামনে এসে, দর্শন দিলেন।"**

নিত্য বৈকাল ৬টায় মা'র দর্শনের সময়। এই সময়ে মা নীচে সমুদ্রের ধারে, কিংবা প্রশস্ত চাতালে পদচারণা করেন। একদিন মা সমুদ্রের ধারে গিয়া খালি পায়ে দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পর একটী বড় ঢেউ আসিয়া মা'র চরণ স্পর্শ করিয়া গেল। তারপরও মা অনেকক্ষণ ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন কিন্তু আর ঐরূপ বড় ঢেউ আসিল না। তখন মা হাসিয়া বলিলেন,—

সমুদ্রের শ্রীশ্রীমায়ের চরণ স্পর্শ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'একবার স্পর্শ দিয়ে গেছে, আর আসবে না।" একটু পরে মা আসিয়া চাতালে বসিলেন। স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সংঘ হইতে একজন কীর্তনীয়া আসিয়া মাকে গান শোনাইয়া গেল।

মহাভাবের একটা রূপ।

একদিন মা রাত্রিতে নির্বাণ, চিত্ত প্রভৃতিকে দিয়া পত্রোত্তর লিখাইতেছিলেন। বিদেশ হইতে এক ভদ্রলোকের এক পত্র আসিয়াছে। সে ভগবানকে লাভ করিতে চায়—পত্রের ভাষায় তাহার সেই ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্ত চিঠি পড়িয়া মাকে শুনাইল। মা শুনিয়া বলিলেন,—"লেখ……" এই পর্যন্ত বলিয়াই মা আর কিছু না বলায় চিত্ত অবাক্ হইয়া মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তার ঐ রূপ অবাক্ ভাব দেখিয়া মা বলিলেন,—"দেখ, এই শরীরের পর পর যেমন যেমন হয়ে যাচ্ছে, তাই বলা হচ্ছে। যেমন চিঠিটা শোনা হ'ল, তার জবাব কি হবে বা কি লিখেছে সে সব এ শরীর কিছু ভেবে বা ঠিক করে যে বলে, তা নয়। বলা হ'ল,—"লেখ। এর পর চিঠির জবাবটা পর পর যেমন এসে যাবে তাই বলা হবে। এ শরীরটার সবই এ রকম হয়ে যাচ্ছে। হাঁটা, হাসা, কথা বলা, তাকান, হাসি-ঠাট্টা সবই যা কিছু ইচ্ছা করে বা প্ল্যান করে এ শরীর করছে, তা না কিন্তু; যেমন যেমন হয়ে যাচ্ছে আর আশ্চর্য এ সব তোমাদের কাছে বেশ খাপ খেয়ে যাচ্ছে! আবার কোন !কোন সময় বৈষম্যও দেখা যায়। কিন্তু এ শরীর কি করবে? কোনটা ফল খাবে আর কোনটা খাবে না এই সব ভেবে তো কিছু করা হয় না। অনেক সমর আবার হয়ত করাও হল। যেমন ধর কোন একটা কথা বল্লে কেউ ব্যথা পাবে—এরূপ খেয়াল হ'ল—অমনি আর তাকে বলা হ'ল না। অনেক দিন এ শরীর এইরূপ ব্যবহারও করলো।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯ই জানুয়ারী ১৯৬৪।

আজ সকালে এক ভদ্রলোক আসিয়া সংবাদ দিল ভুবনেশ্বরের কংগ্রেসের মিটিং-এ আগত এক মন্ত্রী (শ্রীযুক্ত রাওয়ত) মা'র সঙ্গে দেখা করিতে চান। মায়ের শরীর ২ দিন যাবৎ বিশেষ ভাল যাইতেছে না—গত রাত্রেও বেশ জ্বর ছিল। যাহাহৌক, শ্রীযুক্ত রাওয়াৎ আসিতেই মা উঠিয়া বসিলেন। মা'র সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর তিনি বলিলেন যে তিনি জগন্নাথ দর্শনে যাইবেন। মা'র সেদিন গিয়া ত মন্দিরের ভিতরে ঢোকা হয় নাই আর শ্রীযুক্ত রাওয়ৎও বলিয়া বসিলেন যে তাহার ইচ্ছা তিনি মা'কেও সেখানে নিয়া যান। সঙ্গে সঙ্গেই সব ব্যবস্থা হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত রাওয়ৎ তাঁরই গাড়ীতে করিয়া মাকে নিয়া গেলেন। আজ আবার একাদশী—মন্দিরে বিশেষ ভীড়, তথাপি মা, দিদিমা প্রভৃতি সকলেই একেবারে মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়া সব দেখিয়া আসিলেন। আমাদের কয়েকটি মেয়েরা অন্যান্য মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিল, তাহাদেরও খুব সুন্দর ভাবেই দর্শনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

মন্ত্রী শ্রীরাওয়তের মায়ের নিকট আগমন ও শ্রীশ্রীমায়ের জগন্নাথ মন্দিরে গমন।

আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সান্ধ্য-কীর্ত্তনের পরে মা সকলকে মহাপ্রসাদ দিলেন। মাকেও সকলে খাওয়াইয়া দিল। খাওয়াইবার লোকের সংখ্যা দেখিয়া মা বলিলেন,—'পেট বড় হও। বাবাঃ কত লোক খাওয়াবে।' মা'র কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল।

১১ই জানুয়ারী ১৯৬৪।

মা আজ সকালে পুরী হইতে কলিকাতা আসিয়া পৌছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতা আসিয়া মা মাখন ঘোষের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। মাখনদা মা'র জন্য তেতালায় নূতন ঘর তৈয়ার করাইয়াছেন। মা কলিকাতা আসিয়াছেন, এ সংবাদ অনেকেই পাইয়াছেন কিন্তু কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা চলিতেছে, কাজেই বিশেষ কেহই আসিতে পারিতেছে না।

মা'র কলিকাতায় আগমন।

শান্তিনিকেতন হইতে এক ভদ্রলোক মা'র জন্য ২টি অতি প্রকাণ্ড আকরের বাতাসা ও তদপেক্ষাও 'বৃহৎ আকারেব একটী কদমা আনিয়াছেন। সেই বাতাসা দুইটিকে দেখাইয়া মা বলিতেছেন,—"বাবা এই ছোট ছোট ২টী মাত্র বাতাসা দিতে তোমার একটুও লজ্জা হ'ল না।" দুহাত বিস্তার করিয়া বাতাসার আকারের ইঙ্গিত করিয়া মা বলিলেন,—'দেখ, এই এত ছোট ছোট বাতাসা দিতে তোমার একটুও লজ্জা হ'ল না! এই এত ছোট্ট ছোট্ট ২টী বাতাসা আমার জন্য এনেছ, ছি, ছি, ছি।" মা ইহা বলিতেছেন আর খুব হাসিতেছেন।

ভদ্রলোক প্রথমে ত মা'র হাসি তামাসার কথা বুঝিতে না পারিয়া একেবারে অপ্রস্তুত। তিনি বিব্রত সুরে বলিয়া উঠিলেন—'মা আমি এর পরে তোমাকে আরো বাতাসা দিব।' মা ইহা শুনিয়া আরো হাসিয়া বলিলেন,—'বাবা সে তুমি যত বড়, যত বেশী বাতাসাই দাও আমি তাদের ছোট (এবং আঙ্গুল গুনিবার ভঙ্গিতে) এবং এই কটি বাতাসা বলবই। কারণ যত বড়ই হোক তার থেকে-ও তো বড় হতে পারবে, কাজেই সেটা ছোটই হ'ল আর যতগুলিই দাও আঙ্গুলে গুণিয়া 'এই কটি' বলা যাবেই। বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। আমরা বুঝিলাম জগতে সবই যে সীমাবদ্ধ তাহাই মা এই ভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

জগতে সবই সীমাবদ্ধের অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

সন্ধ্যাবেলায় মা ছাতের উপর প্যাণ্ডেলে গিয়া বসিলেন। শ্রীগোপাল চট্টোপাধ্যায় মাকে গান শোনাইলেন। মা বলিলেন,—"বাবা, এতদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় লুকিয়ে ছিলে? কী চমৎকার গান।" মৌনের পরে মা নীচে চলিয়া আসিলেন।

১২ই জানুয়ারী ১৯৬৪।

আজ মাখনদা ও তাঁর স্ত্রী বিশেষভাবে মা'র পূজা করিলেন।

দ্বিপ্রহরে মা গিয়া প্যাণ্ডেলে বসিলেন। ছবি ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি গায়িকারা আসিয়াছে। মা ছবিকে গান গাহিতে বলিলেন। ছবির শরীর ভাল না, কাজেই একটা গান গাহিয়াই বলিল,—'গলা ভাল না, আর...... বলিতেই মা হাসিয়া বলিলেন,—'বাবা! গাইয়েরা সব সময় তাদের গলার দোষ দিয়া বলে, 'পারি না', 'হচ্ছে না' এরূপ আরো কত কি! কিন্তু গান শুনে আমরা ত খারাপ কিছু দেখি না। সকলেই বলে ছবির গানের তুলনা নেই, তবুও এরকম বলার কী অর্থ...ইত্যাদি বলিয়া মা খুব হাসিলেন। ছবি তো অপ্রস্তুত, বলিল—'গলা ভাল না, তাই গাইতে কষ্ট হচ্ছে।'

মা বলিলেন—"কষ্ট হচ্ছে! তবে আমার সব কথা ফেরৎ নিলাম। সত্যিই তো শরীরটা ভাল না! কষ্ট হচ্ছে? তবে আর গেয়ো না।"

ছবি বলিল,—"না, না আমি গাইব। তুমি এত সব বল্লে।"

মা বলিলেন,—"না, না, তোমাকে গাইতে হবে না।" বলিয়া সকলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'বাবা, এরকম তোমরা দেখেছ? না না করছি, তবুও গান শোনাবেই সোনাবে।" এই বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন।

ভয় ভাবনার রাজ্য মায়ের নিকট হইতে বহু দূরে পড়িয়া থাকে।

আশ্চর্য! সমগ্র সহরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভীতি ছাইয়া রহিয়াছে আর এখানে মায়ের কাছে যাহারা বসিয়া আছেন তাহাদের ধারে কাছেও ভয়ের বিন্দু মাত্র চিহ্নও নাই। সকলেই যেন আনন্দ সাগরে ভাসিতেছে।

মাকে অনুরোধ করায় মা-ও গান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগামীকাল মা'র আগরপাড়া আশ্রমে যাইবার কথা হইয়াছে। এই সংবাদে সকলেই চিন্তিত। এই দাঙ্গা হাঙ্গামার দিনে সেখানে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা কে জানে। মা'র কিন্তু কোন ভাব বৈলক্ষণও নাই। ধীর শান্ত, উদ্বেগবিহীন, সদা প্রসন্ন মূর্ত্তি।

১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৪।

আজ সকালেই মা আগরপাড়া আশ্রমে চলিয়া আসিলেন।

১৪ই জানুয়ারী ১৯৬৪।

আজ পৌষ সংক্রান্তি। কয়েকজন দিদিমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে। নেপালের ছেলে, বাকা, দীক্ষা নিল। মা দিদিমাকে বলিলেন,—'তোমার এত বড় শিষ্য বোধহয় আর হয় নাই।' ছেলেটী খুবই অল্প বয়েসী।

১৫ই জানুয়ারী ১৯৬৪।

আজ হইতে ২টী ভাগবৎ সপ্তাহ আরম্ভ হইল। মূল পাঠ যজ্ঞশালায় হইতেছে—বাটুদা এবং চিন্ত পাঠক। শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ব্যথ্যা করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে ভীড় বাড়িতে লাগিল।

২০শে জানুয়ারী ১৯৬৪।

আজ সকালে বিভু কীর্ত্তন করিতেছিল। যোগমায়াদি মাকে বলিলেন যে তিনি বিভুর ঐ পদগুলিই কাহাকে যেন অন্য একটা খুব সুন্দর সুরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গা।হতে শুনিয়াছেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কী সুর ?' সে বলিল,—'তা ত জানি না।' মা সঙ্গে সঙ্গে ঐ পদগুলিকেই অন্য একটা সুরে গাহিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়াদি বলিয়া উঠিলেন,—'হ্যা, হ্যা, ঠিক এই সুর। ঠিক এই সুরই আমি শুনেছি।' প্রায় ১৫।২০ মিনিট মা ঐ সুরে পদগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিলেন। তারপর সকলকে বলিলেন—'এটি বিপদভঞ্জন নাম ত। তোমাদের যখনই কোন বিপদ আসিবে বা ভয় হবে, এই পদগুলি ইচ্ছা হ'লে উচ্চৈস্বরে কিংবা মনে মনে করবে।' গানের পদ কটি ছিল—'হরি নারায়ণ, হরি নারায়ণ।"

বিপদ ভঞ্জন পদে ও তাহার সুর।

২১শে জানুয়ারী ১৯৬৪।

আজ স্থানীয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন।

২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৪।

আজ ভাগবতের পূর্ণাহুতির দিন। সম্পূর্ণ গীতা পাঠের পর ভাগবতের যজ্ঞ হইল। আজ ভীষণ ভীড়। আজই মা কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবেন। এই সংবাদ পাইয়া বহুলোক মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছে। সকলে একে একে মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় নিতে লাগিল। আমরাও যথাসময়ে প্রায় ৩০ জন মা'র সঙ্গে রাজগীর অভিমুখে রওয়াণা হইলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের রাজগীর প্রস্থান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪শে জানুয়ারী ১৯৬৪।

আজ সকালে আমরা বক্তিয়ারপুর পৌছিলাম। সেখানে আমরা নামিয়া মাকে নিয়া মোটরে রাজগীর গেলাম।

রাজগীর আশ্রমটী খুবই ছোট। গতবার গ্রীষ্মকালে মা হরিবাবাকে নিয়া এখানে একবার আসিয়াছিলেন। ওপরে দোতালায় মা'র জন্য একটী নূতন ঘর নির্মাণ করান হইয়াছে। মা আসিয়া এবার সে ঘরেই উঠিলেন। মা'র আসার সংবাদ পাইয়া স্থানীয় ২।৪ জন মা'র দর্শনে আসিয়াছে।

২৫শে জানুয়ারী ১৯৬৪।

আজ মা'র নতুন ঘরে নারায়ণ পূজা ও যজ্ঞ করা হইল। এই উপলক্ষে কিছু কিছু লোক আজ আশ্রমে আসিয়াছে। পূজা-ভোগান্তে অনেকেই প্রসাদ পাইল।

২৯শে জানুয়ারী ১৯৬৪।

মা এখানে আসার পর হইতে খুব হাসিখুশি ভাবে আছেন। আজ ২টি তরকারী রান্না করাইয়া হাসিতে হাসিতে ব'ললেন,—"দেখ আমি রান্না করিয়াছি, তোমরা খেয়ে ভাল না বললে, কিন্তু আমি কাঁদবো।" মা'র কথা শুনিয়া সকলেই খুব হাসিতে লাগিলেন।

কলিকাতা হইতে রাজাবেন তাহার গাড়ী নিয়া মা'র কাছে আসিয়াছেন। বৈকালবেলা মা রাজাবেনের গাড়ীতে বেনুবন বেড়াইতে গেলেন। সুন্দর পার্কের মত সাজান জায়গা। মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিলেন। এই বেনুবন নাকি গৌতম বুদ্ধের খুব প্রিয় স্থান ছিল, এবং রাজগৃহে অবস্থান কালে তিনি নাকি নিত্য এখানে বেড়াইতে আসিতেন। পার্কটির মধ্যে একটি পুষ্করিণীও আছে। ইহাতে নাকি বুদ্ধদেব স্নানাদি করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ রাত্রি বেলায় মা কথায় কথায় কমলাকান্তের বিষয়ে বহু হাস্যস্কর গল্প বলিলেন। মা'র ঐসব কথা বলিতে বলিতে হাসিতে হাসিতে চক্ষু-মুখ একেবারে লাল হইয়া উঠিল।

৩০শে জানুয়ারী ১৯৬৪।

জগৎ গুরুই গুরু—সে গুরু হইলে আর ত্যাগ হয় না।

আজ দ্বিপ্রহরে পাটনার এক ইঞ্জিনিয়র এবং বিহারের সুপারিন্‌টেন্‌ডিঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার মা'র দর্শণে আসিয়াছে। তাহারা সকলে এখানেই প্রসাদ পাইলেন। পরে মা'র সঙ্গে তাহাদের অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। কথাপ্রসঙ্গে গুরু ও দীক্ষার কথা উঠিল। প্রশ্নোত্তরে মা বলিলেন,—"হ্যাঁ গুরু করা দরকার। অনেক সময় কেউ কেউ এসে এ শরীরকে জিজ্ঞাসা করে, আমি অমুকের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম, কিন্তু ভাল না লাগায় পরে অমুকের কাছে দীক্ষা নিয়েছি বা নেব কিনা? ইত্যাদি। এ শরীর কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলে না। তবে কথা কি জান? যদি ঠিক ঠিক গুরু করা হয়, তবে আর গুরু ছাড়া হয় না। আর যদি এক গুরু ছেড়ে অন্য গুরুকরণ হয় তবে এ শরীর বলবে তারগুরুই হয়নি। মনে করতে হবে, আমার গুরুই সেই জগৎগুরু, আর জগৎ গুরুই আমার গুরু।

আজিও বৈকালে মা বেনুবনে বেড়াইয়া আসিলেন। বলিলেন,—"এ শরীর ঐখানে ২টি মূর্ত্তি দেখেছে, একটি নেপালী ও অন্যটি কালো রংএর একজন।" আমাদের অনুমানে মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তি হইবে।

৩১শে জানুয়ারী ১৯৬৪।

আজ কথায় কথায় মা তারাপীঠের কথা বলিলেন। তারাপীঠের ভীষণ শ্মশানের বিভীষিকাপূর্ণ কত কথা বলিলেন। তারাপীঠে ভোলানাথের তপস্যার কথাও বলিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

আজ আমাদের কয়েকটি কুমারী মেয়ে গয়ার বিষ্ণুপাদ-পদ্ম ও বুদ্ধগয়া দর্শন করিতে গেল। বেলা প্রায় ১॥০টার সময় মা' বলিলেন,—'এ শরীরটাও বুদ্ধগয়ার পুকুরটার কাছে……।' এই পর্যন্ত বলিয়াই চুপ করিলেন। পরে শোনা গেল মেয়েরা ঐ সময়েই বুদ্ধগয়ার পুকুরটার কাছে ছিল।

সর্বজ্ঞা মা।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

আজ মা আশ্রমের সকলকে নিয়া রাজগীরের সব দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরিয়া আসিলেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

আজ মা রাজাবেনের গাড়ীতে গৃধ্রকুট পর্বতে বেড়াইতে গেলেন। পাহাড়টি বেশ উঁচু। মাকে ডুলিতে করিয়া নিয়া যাওয়া হইল। পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে বুদ্ধদেব বসিয়া উপদেশ দিতেন, সে পর্যন্ত আর মাকে নিয়া যাওয়া হইল না। মা বলিলেন,—'তোমরা সকলে গিয়া দেখিয়া আস।' তাহাই হইল, সকলে ঘুরিয়া আসিল।

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

মা আজ রাত্রিতে সকলকে নিয়া কুন্তস্নান করিতে গেলেন। পাওাই মাকে স্নান করাইতে নিয়া গেল। মা কুন্তে নামিয়া তিনটা ডুব দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিলেন। সঙ্গের সকলেও স্নান করিয়া উঠিল। এত রাত্রিতে খবর পাইয়া কয়েকজন কুম্ভে আসিয়া উপস্থিত। যাহা হৌক স্নানের পরে আশ্রমে ফিরিয়া মা সকলকে মিষ্টি দিলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

আজ খুব ভোরবেলাতেই আমরা মাকে নিয়া মোটরে বক্তিয়ারপুর রওয়াণা হইয়া গেলাম। সেখান হইতে ট্রেনে কাশী রওয়াণা হইলাম। কাশীতে এক রাত্রি থাকিয়া পরদিন রাত্রিতে মা বৃন্দাবনের পথে চলিয়া গেলেন। আমাকে দিন পনেরর জন্য কাশীতেই রাখিয়া গেলেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

মায়ের শ্রীবৃন্দাবন আগমন।

আজ মা বৈকালে বৃন্দাবন পৌছিলেন। আশ্রমে যাইবার পথে হরিবাবার আশ্রম হইয়া গেলেন। মা'র শরীর এই এত ঘোরাফেরায় খুব ভালো যাইতেছে না।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

আজ কথায় কথায় মা বলিতেছেন,—'এ শরীরের কথা কারো কারো ভাল লাগে না, বিরক্ত হয়, কি করবো? আমার যা খেয়াল করেই যাব।' বলিয়া অস্বাভাবিকভাবে খুব জোরে জোরে হাসিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা'র শরীর বিশেষ ভাল না। কাজেই সন্ধ্যার পরেই মা শুইয়া পড়িলেন। মৌনের সময় দরজাটা একটু খোলা হইল, দেখা গেল মা শুইয়াই আছেন। মৌনের পর মা হঠাৎ (কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে) বলিতে লাগিলেন,—'বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ, অদ্বৈত এ সব অনেক মত আছে না,—যে যেই মত নিয়ে চলে, সেই মতে সে যখন ঠিক ঠিক ভাবে চলে তখন স্বরূপ প্রকাশ হয়। তার লক্ষণ আছে, সেই স্থিতিতে লক্ষণ প্রকাশ হ'লে নিজেই নিজের অভিষেক হয়। এই শরীরের কাহারো সঙ্গে ত বিরোধ নাই সব মত-ই এই শরীরের মত। এখানে তো এই শরীরের একটা মত, অপরেরটা অন্য মত, এ সব কিছু নাই। কাজেই যখন কারো সেই স্থিতির লক্ষণ প্রকাশ পায়, সে যদি এসে এই শরীরটাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন এ শরীর বলতে পারে, এই মত নাও বা এভাবে চল ইত্যাদি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে লক্ষণ প্রকাশ না পায় ততক্ষণ এ শরীর বলবে না যে অমুক মত ছেড়ে অমুক মত নাও।"

মায়ের নিকট শাক্ত, বৌদ্ধ, শৈব প্রভৃতি ভেদাভেদ নাই।

১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

আজ হরিবাবার আশ্রমে উড়িয়া বাবার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইতেছে। সকালেই হরিবাবার ওখান হইতে গাড়ী আসিলে মা উড়িয়া বাবার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। খুব ভীড়। মা কিছুক্ষণ রাস-লীলা দেখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। উড়িয়া বাবার একটা শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি আশ্রমে প্রতিষ্ঠা করা হইল।

শ্রীউড়িয়া বাবার আশ্রমে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ শ্রীসুবিমল দত্ত-ও আসিয়াছে। তিনি বৃন্দাবনে আসিলে আমাদের আশ্রমেই থাকেন। রাত্রিবেলা তিনি একান্তে মা'র সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

আজ সকালেই মা উঠিয়াছেন। শ্রীসুবিমল দত্ত আজ দিল্লী চলিয়া যাইবেন। হলে আমাদের নিত্য গীতা ও চণ্ডী পাঠ হইল। পরে নিয়মিত গানও হইল। গান শেষ হইলে মহাপ্রভূর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত গোপালকে দেখাইয়া মা বলিলেন,—"তোমাদের এই গোপালের কাণ্ড শোন। ইনিও স্বপ্ন ইত্যাদি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। একজন দেখছে এই গোপাল,—অন্য গোপাল নয় কিন্তু—দেখছে গোপাল যেন একটা তাকের ওপরে বসান আছেন; কিন্তু মনে হচ্ছে যেন পড়ে যাবেন। তাই সে যেন গোপালকে ২ হাত দিয়ে ধরে, যা'র বাড়ী তাকে দিতে যাচ্ছে। এমন সময় গোপাল তাকে বলছে,—'আঃ, আস্তে ধর—ব্যথা লাগে যে!' বলিয়া মা গোপালকে দেখাইয়া বলিলেন,—'এরও গয়না ইত্যাদি চাই কিনা। কবে চাইতে আরম্ভ করবে আমি কিন্তু জানি না।' পরে বলিলেন,—"দেখ বৃন্দাবনে আছেন, গোপালকে রাখাল বেশ গাইয়া চরাইবার পোষাক পরাবে।"

শ্রীমায়ের মুখে বৃন্দাবন আশ্রমস্থ গোপালের কীর্ত্তি।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

গত ৯।১০ মাস যাবৎ মা'র সঙ্গে একটী জার্মাণী মেম ঘুরিতেছেন—নাম ম্যালিটা। সে বিদেশের এক স্বনামধন্যা লেখিকা। সে ২।১ দিনের মধ্যেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশে ফিরিয়া যাইবে। আজ সকালে সে মা'র সঙ্গে একটু একান্তে কথা কহিল। মা তাকে একটা সাদা শাড়ী, নামাবলী ও একটা মা'র ব্যবহৃত তোয়ালে দিলেন। আর বলিলেন,—"**এই শরীরটা সব সময় তোমার সঙ্গে আছে।**"

মেম সাহেব ত খুব খুশী।

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

আজ উড়িয়া বাবার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে হরিবাবার আশ্রমে ভাগবৎ সপ্তাহ আরম্ভ হইবে। স্বামী অখণ্ডানন্দজী ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিবেন। আজ মাহাত্ম্য পাঠ হইয়া গেল।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

আগামী কাল আমাদের আশ্রমে ৺সরস্বতী পূজা হইবে এবং এক ভাগবৎ-ও হইবে। মা মেয়েদের সঙ্গে নিয়া সব সাজাইয়া গুছাইয়া দিতেছেন। মা'র শরীর বিশেষ ভাল না! তবুও অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া মা এইসব করাইলেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

আজ ৺সরস্বতী পূজা হইল। মা'র উপস্থিতিতে যেমন হয়, তেমনই বিরাট ভাবে হইল। এ উপলক্ষে আজ বহু লোক আশ্রমে প্রসাদ পাইল।

ভাগবৎ সপ্তাহও চলিতে লাগিল। মা প্রতিদিনই অসুস্থ শরীর নিয়াও ভাগবতে আসিয়া বসেন। লোক সমাগমও মন্দ হইতেছে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬শে ফেব্রুয়ারী '১৯৬৪।

আজ আমি মায়ের নির্দ্দেশ অনুয়ায়ী কাশী হইতে দিল্লী আসিয়া পৌছিলাম। মা'রও আগামী ২০শে দিল্লীতে আসার কথা। এখান হইয়া হরিদ্বার যাইবেন।

২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

আজ মা বেলা ৭॥ টায় মোটরে দিল্লী আসিয়া পৌছিলেন। গাড়ী হইতে নামিতে নামিতেই মা বলিলেন,—'এখানে যেন কেউ আসে না, কারণ এখানে অল্প সময় থাকা। তার পরেই ষ্টেশনে চলিয়া যাইব। সেখানেই যেন সব দেখা করে।"

শ্রীশ্রীমার বৃন্দাবন ত্যাগ ও দিল্লী হইয়া হরিদ্বার গমন।

আশ্রমে মা অল্প সময় থাকিয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেলেন। যাইবার পথে পণ্ডিতজীর বাসা হইয়া গেলেন। মা আজ মুসৌরী Express-এ হরিদ্বার যাইতেছেন।

১লা মার্চ ১৯৬৪।

আমি আজ ভোর ৬ টায় দিল্লী হইতে হরিদ্বার আশ্রমে আসিয়া পৌছিলাম।

৪ঠা মার্চ ১৯৬৪।

আজ মা সকাল ৯ টার সময় দেরাদুন গেলেন। আমরা সকলে হরিদ্বার-ই রহিয়া গেলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮ই মার্চ ১৯৬৪।

আজ মা হরিদ্বার ফিরিয়া আসিলেন। মা'র শরীরটা বিশেষ ভাল না। রাত্রি ৯ টায় মা বিরলার শান্তি কুটীরে গেলেন। সঙ্গে নারায়ণদাসজী ও তাহার স্ত্রী আছেন।

১০ই মার্চ ১৯৬৪।

আজ বিমলার পত্রে জানিলাম মা আজকাল বিরলার শান্তি কুটীরেই থাকেন। দ্বিপ্রহরে একবার আসিয়া ভোগ নিয়া যান। রাত্রির খাবার শান্তি কুটীরেই পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে মা বিশ্রামেই আছেন।

১২ই মার্চ ১৯৬৪।

আজ মায়ের পত্র আসিয়াছে। মা লিখাইয়াছেন আমি যেন সকলকে নিয়া হরিদ্বারে চলিয়া যাই। ১৬ই হইতে হরিদ্বারে যজ্ঞ ও ভাগবৎ সুরু হইবে।

১৭ই মার্চ ১৯৬৪।

আজ আমি হরিদ্বার আসিয়া পৌছিলাম। বাঘাট হাউসে মিসেস অমৃতকলা বাসুদেব তাহার ৺পিতার উর্দ্ধগতির কামনায় সাবিত্রী-যজ্ঞ করাইতেছেন। আর সেখানেই ভাগবৎ সপ্তাহও করাইতেছেন চুনীলাল কাপুরের স্ত্রী তাহার স্বামীর মঙ্গলার্থে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা যজ্ঞশালায় বসিয়া আছেন, আমিও কাছে গিয়া বসিলাম। আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় যজ্ঞাগ্নির কথা উঠিল। নির্মল, ভাস্কর ও নির্বান এখানেই পুরশ্চরণ করিয়াছে এই যজ্ঞাগ্নিকেই সামনে রাখিয়া। যোগী ভাইয়ের আগ্রহে সেই অগ্নি এখানেই রক্ষিত আছে। মা বলিলেন,—

অখণ্ড যজ্ঞাগ্নির কথা।

"আমাকে বাটু জিজ্ঞাসা করে নাই, ঐ অগ্নি এনেই কাজ আরম্ভ করেছে। আজ পর্যন্ত কোন গৃহস্থের কাজে এই অগ্নি দেওয়া হয় নাই। এই প্রথম। যাক্ এখন তো কিছু বলা চলে না, পরে বাটুকে বুঝিয়ে বলা হবে। তবে এই শরীরের কথা অগ্নিদেব স্বইচ্ছায়ই বিশ্বের কল্যাণের জন্য এইরূপে গৃহস্থের কাজে প্রকট হলেন। অবশ্য সকলকে দেওয়া হইবে না। (এই পর্যন্ত বলিয়া মা একটা কথা বলিলেন) বলিয়াই বলিলেন,—"এই কথা যেন এখন কোন প্রকারে প্রকাশ না হয়।" সুতরাং সে কথা গুপ্তই রহিল। মা আবার বলিতে লাগিলেন,—"অগ্নির অনেক কথা আছে, তোমরা হয়ত অনেকেই জান না। একবার চট্টগ্রামের বিশেষ তীর্থ আদিনাথে এ শরীর গিয়েছে, দেখে যে চক্ষের সামনে শরীরের সমান যেন অগ্নির ঢেউ ঝক্ ঝক্ করছে। এখনো যেন চোখে ভাসছে! তৎক্ষণাৎ শরীর বলে উঠল, "ওরে ওরে অগ্নি অপ্রকট হ'লেন। খবর নিয়ে জানা গেলো সত্যই অগ্নি সে সময়ে অপ্রকটিত হয়েছিলেন। আর একটা আশ্চর্য এই: এই শরীর ঢাকা হইতে কতবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা অগ্নি রক্ষা করে, তাহাদের বলে আসা হয়েছে, যদি অগ্নি অপ্রকটিত হয়, এইভাবে অগ্নি দেবকে প্রকট কোরো। ঐবার-ও তাদের বিধান বলে দিয়ে আসা হয়েছিল। তারপর যখন তারা অগ্নি প্রকট করল, তখন আর অগ্নিদেবকে দেখা গেলো না এই শরীরের কাছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আর একবার দিদির বড় ভাই, যিনি প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন এবং খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন, এই শরীরের ওপরে তাহার খুব খেয়াল ছিল। একদিন তাহার সহিত রাত্রি তিনটা পর্যন্ত আধ্যাত্মিক কথা-বার্ত্তাদি হইতেছিল, (তখন এ শরীরের খাওয়া শোওয়ার কোনও বিধি নিয়ম ছিল না—দিন রাত্রি হয়ত একই ভাবে চলিয়া যাইত, এই শরীরের কোন খেয়ালই থাকিত না)। হঠাৎ দেখা গেল যেন অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছেন, লক্ লক্ করে শিখা উঠছে।" ইহা বলিয়া হাত বিস্তার করিয়া দেখাইলেন। তৎক্ষণাৎ বীরেনকে বলা হইল, "আরে আরে অগ্নি অপ্রকট হলেন! বীরেন তখুনি নোটবুকে সময় ইত্যাদি নোট করে নিল, এবং পরে খোঁজ করে দেখা গেল, সত্যই সেই সময় অগ্নিদেব অপ্রকটিত হয়েছিলেন। আবার বিধাননুযায়ী অগ্নি প্রকটিত হওয়ার পরেই আর এখানে অগ্নির দর্শন নাই।"

আমি এই কথা শুনিয়া বলিলাম,—"তবে তো অগ্নিদেব অপ্রকটিত হন নাই। যখন ঢাকায় অপ্রকট তখন ঢাকায় তিনি তোমার কাছে প্রকট।"

মা এই কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন,—"এই রকম অগ্নি আর তোমরা কোথায়-ও পাবে না।"

আমি উপস্থিত সকলকে বলিলাম—"প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে ঢাকায় কালী পূজার দিন যখন এই অগ্নি প্রথম প্রজ্বলিত হয়, সেই দিনই পূজা, ভোগ, ইত্যাদির শেষে, মা ধুনুচি করে অগ্নি আনতে বললেন। অগ্নি আনা হ'লে মা অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দেখ কি? এই অগ্নি মহাযজ্ঞে লাগিয়ে দেওয়া।" আমরা মহাযজ্ঞ কী, তাহা কিছুই জানিতাম না।" মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন,—"এই মহান রূপে জগতের কল্যাণের জন্য যে প্রকাশ, তাহাই মহাযজ্ঞ।"

যাহা হৌক হরিদ্বারে ভাগবৎ সপ্তাহ চলিতেছে। মা-ও হরিদ্বারেই আছেন। একদিন তৎকালীন ভারতের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেক্রেটারী শ্রীদত্ত মহাশয়ের কাছে মা নৈমিষারণ্যের পুরাণের কথা কিছু কিছু বলিলেন। মা বলিলেন,—"সংযম সপ্তাহ করিতে একবার নৈমিষারণ্য যাওয়া হইল। সেই উপলক্ষে সেখানে ১০৮ ভাগবৎ-ও হইল। সংযম সপ্তাহে প্রতিবার এক একটি পুরাণ-ও পাঠ হয়। সেই নিয়মানুসারে সেখানে সেবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত্য পুরাণ পাঠ হইবে স্থির হইয়াছে, কিন্তু অনেক খোঁজ করিয়াও সেখানে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত্য পুরাণ ত পাওয়া গেলই না, এমন কি কোন পুরাণই পাওয়া গেল না। তখন এই শরীরের খেয়াল হইল, ইহা পুরাণের স্থান, আর এখানেই পুরাণ নাই।"

নৈমিষারণ্যে পুরাণ মন্দির স্থাপনের পূর্বকথা।

"এই প্রসঙ্গে কাহাকে বলা হইল, 'তোমরা তো পুরাণ সংগ্রহ করিয়া এইখানে যে সব আশ্রম আছে (যেমন নারদাশ্রম) তাহাদের কোথাও রাখিতে পার। কিন্তু অন্য কোনও আশ্রমে পুরাণ রক্ষা করার প্রস্তাবে সোলনের রাজা সাহেব, টেহরীর রাজমাতা বা মোদী কেহই রাজী নহেন। তাহাদের ইচ্ছা পুরাণ সংগ্রহের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্ধারিত করা হোক।"

তখন এই শরীর বলিল,—"এইবার যে জলপ্লাবন হইয়া গেল এই রকম আর নাকি এদিকে হয় নাই। সুতরাং পুরাণের স্থান সংগ্রহ করিতে হইলে যদি এমন কোন স্থান পাও যাহা, এবার যতদূর জল উঠিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা উঁচু, তবে সংগ্রহ করিতে পার।"

ইহা শুনিয়া ডাঃ পান্নালাল বলিল,—"এই স্থান সংগ্রহ হইলে এবং আশ্রম নির্মিত হইলে তাহার নাম হইবে পুরাণ-মন্দির।"

যাহা হোক উৎসবের পরেও নৈমিষারণ্যে কিছুদিন থাকা হইল। সেখানে সীতাপুরের প্রয়াগ নারায়ণের ওখানে সাধুদের ৩ দিন থাকার ব্যবস্থা আছে। সেখানেই কিছুদিন থাকা হইল। ইহার সম্মুখেই হনুমান টীলা। ইহা খুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঁচু। সেখানে জল ওঠে নাই, সুতরাং তাহার উপরেই স্থান সংগ্রহ করা হইল।

আশ্চর্য ব্যাপার, পুরাণের খোঁজ করার ৩।৪ ঘণ্টা পরেই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণও পাওয়া গেল। ঘটনা শুনিয়া মা বলিলেন,—"হয়ত সব পুরাণ এইখানেই থাকিতে চান, তাই এইরূপ ঘটিল।"

আর একদিন কথা প্রসঙ্গে মোদী সাধুদের বিষয়ে কথা উঠাইলেন। তিনি বলিলেন,—"মা, অমুক সাধুর বিষয়ে আপনার কি ধারণা? তিনি কি ভালো?"

মা'র নিকট হইতে উত্তর না পাইয়া তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"প্রভুদত্তজী ত খুব ভালো সাধু। খুব ত্যাগী। তাঁহার সঙ্গে তোমার কখন প্রথম পরিচয় হয়?"

মা বলিলেন,—"কয়েক বৎসর পূর্বে, এ শরীর একবার আলমোড়ায় ছিল। ঐ সময় তার পাওয়া গেল যে প্রভুদত্তজী সহস্রধারাতে কি যেন এক অনুষ্ঠান করিবেন। ঐ উপলক্ষে দেরাদুনে আসার অনুরোধ জানান হইয়াছে। এ শরীরকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য পরমানন্দ দেরাদুন আসিল। সেই সময় হরিবাবাজী, অবধুতজী ও প্রভুদত্তজীর সঙ্গেই ছিলেন।" যোগীভাই বলিলেন, "মা সেই সময়তে একবার পরমানন্দজীকে খুঁজিয়া পাইলেন না। পরে শোনা গেল স্বামিজীকে নিয়া অবধূতজী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পূর্বেই ইহাদের পরিচয় ছিল। শোনা গেল স্বামিজীকে নাকি অবধূতজী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'আপনি এতদিন পাহাড়ে থাকিয়া তপস্যাদি করিলেন, এখন এই মেয়েলোকের পিছনে কেন ঘুরিতেছেন?'

স্বামিজী উত্তরে নাকি বলিয়াছিলেন,—'পাহাড় পর্বত হইতে এই মায়ের কাছে থাকিয়া অনেক আনন্দ পাইতেছি। তাই এখানেই আছি।'

মা'র ইহাদের সঙ্গে এই প্রথম দেখা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৪শে মার্চ ১৯৬৪।

আজ ভাগবৎ সপ্তাহ শেষ হইল। শ্রীনাথজীই ভাগবৎ পাঠ করিলেন। মায়ের উপস্থিতিতে অতি সুন্দরভাবে এই সব কাজ হইয়া যাওয়ায় বাসুদেব মিসেস কাপূর সকলেই খুব আনন্দিত হইয়া বার বার কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল।

আজই সন্ধ্যায় মা অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে অনেকেরই কিছুই জানা ছিল না। শুনিলাম বহুদিন হইতেই রায়বেরেলির এক ভদ্রলোক নিজ গৃহ-প্রবেশের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এইবার নাকি মা সেইখানেই যাইবেন। কলিকাতায়ও নাকি যাওয়ার কথা আছে। যাইবার সময় মা আরো অনেককে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

কলিকাতা আশ্রমে কিছুদিন পূর্বে যজ্ঞকুণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। মা এখান হইতে ঐ উপলক্ষেই ২১ তারিখে নির্ম্মল ও ভাস্করকে সেখানেই পাঠাইয়াছেন। নির্বাণ পূর্ব হইতে সেখানেই আছে। ইহারা সকলেই যজ্ঞশালার যাবতীয় ব্যবস্থাদি করিবার জন্যই গিয়াছে।

যাহা হোক, মা দেরাদুন এক্সপ্রেসে রাত্রিতে রওয়াণা হইয়া গেলেন। আমাদের এখানেই রাখিয়া গেলেন।

২৮শে মার্চ ১৯৬৪।

আজ মামুর পত্রে মা'র সংবাদ পাইলাম। মা ২৫শে কাশী ষ্টেশনে গিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। মা'র কাশীতে সকলকে সংবাদ দেওয়ার খেয়াল ছিল না; কিন্তু স্বামিজী পানুকে তাহা লিখিতে ভুলিয়া যান, তাই সকলকেই পানু খবর দিয়াছিল। অনেকেই মা'র দর্শণের জন্য স্টেশনে গিয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ও গিয়াছিলেন। মামু আরো লিখিয়াছেন, সম্ভবতঃ মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩১।৩ পর্যন্ত কলিকাতা থাকিয়া রওয়াণা হইয়া পথে একরাত্রি রায়বেরিলি থাকিয়া দেরাদুন যাইবেন। লক্ষ্ণৌতেও কাহাকেও খবর দেওয়া হয় নাই। ইত্যাদি।' মা'র নির্দেশ না পাইয়া আমরা হরিদ্বারেই বসিয়া আছি।

৩১শে মার্চ ১৯৬৪।

যোগীভাইয়ের কাছে তার আসিল, মা ৪।৪ তারিখে দেরাদুনের পথে হরিদ্বার পাস্ করিতেছেন। বোঝা গেল মা হরিদ্বার নামিতেছেন না।

মায়ের দেরাদুন আগমনের সূচনা।

২রা এপ্রিল ১৯৬৪।

আজ কলিকাতা হইতে লিখিত শক্তির এক পত্র পাইলাম। সে লিখিতেছে,—'মা ও আমরা আজ বৈকালে বম্বে মেইলে রওয়াণা হইয়া কাশী যাইব। সেখান হইতে ২।৪ তারিখে পাঞ্জাব মেইলে রওয়াণা হইয়া ঐ দিনই রায়বেরেলি পৌছিব। সেখান হইতে ৩রা এপ্রিল ডূন এক্সপ্রেসে রওয়াণা হইয়া মা ৪।৪ তারিখে দেরাদুন পৌছিবেন। শক্তি আরো লিখিতেছে যে,—"মা বলিলেন, আপনারা এখন কেহ দেরাদুন আসিবেন না। সব ব্যবস্থা করিয়া দেরাদুন হইতে বাস পাঠান হইবে, তখন তাহাতে সকলে আসিবে। আর আমি, সর্বানন্দ, দিদিমা ও বুনি রাজা সাহেবের মোটরে যাইব। ইত্যাদি।'

মা'র ঐরূপ নির্দেশ পাইয়া আরও কিছুদিন হরিদ্বার থাকাই স্থির হইল। রমেশদাও আজ কলিকাতা হইতে এই সব চিঠিপত্র নিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছেন। তাহার মুখে শুনিলাম, এবং যুগান্তর পত্রিকার এক সংবাদে দেখিলাম যে মাকে তুষারকান্তি ঘোষ ও তাহার ছেলে তরুণকান্তি ঘোষ তাহাদের শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উৎসবে ৩ দিনই নিয়াছিলেন। শ্রীওঁকার নাথ বাবাও এবং আরো কয়েকজন সাধু মহাত্মাও উপস্থিত ছিলেন। ইহারা আজ কয়েক বৎসর যাবতই মাকে উৎসবে নিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু শ্রীহরিবাবা মহারাজ প্রতি বছর দোলে মাকে নিয়া যান, তাই এতদিন আর মা'র আসা হইয়া উঠে নাই। এবার দুই পঞ্জিকাতে দোলের ২ বিভিন্ন তিথি হওয়াতে হরিবাবার দোল উৎসব পূর্বেই হইয়া যাওয়ায়, এবার মা'র আসা হইল।

শ্রীতুষার কান্তি ঘোষের গৌরাঙ্গ উৎসবে মায়ের গমন।

এবার হরিবাবার দোলে মা উপস্থিত থাকাকালীন, উড়িয়া বাবার আশ্রমে উড়িয়া বাবার মূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠাও ঐ সময়েই হইয়াছিল। মা'র এবার কলিকাতা আসায়, আশ্রমেও যজ্ঞ-মন্দিরের কিছু কিছু কাজও হইল

৩রা এপ্রিল ১৯৬৪।

আজ চিত্রার পত্র পাইলাম। তরুণ বাবুদের দোলের বর্ণনায় চিত্রা লিখিতেছে—'পাঁচ লক্ষাধিক লোক একত্রিত হইয়াছে দেশপ্রিয় পার্কে। সেখানে তরুণ বাবুদের দোল উৎসবে তিনি নিজেই আসিয়া ৩ দিনই মাকে তথায় নিয়া গিয়াছেন। মা তথায় সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১১।১২ টা পর্যন্ত উপস্থিত থাকিতেন। খোলা ময়দানে, যেমন নেহেরুর বক্তৃতা হইলে, বক্তৃতাস্থল জনসমুদ্রে পরিণত হয়, সেই রকমই জনসমাবেশ। মাকে প্রথম দিন চেয়ারে বসান হয়, পরের ২ দিন তক্তাপোষকে বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় শোভিত করিয়া মাকে বসান হইয়াছিল। প্রথম দিন সকলেই প্রায় মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করযোড়ে প্রার্থনা নিবেদন করিলেন,—মা 'হে ভগবান,' 'গৌর গোপাল' প্রভৃতি পদ গাহিলেন। ট্রাম, বাস, চলাচল বন্ধ হইবার উপক্রম—পথঘাট লোকে লোকারণ্য। অনেকেই বলিতেছিল, কলিকাতায় এরূপ পরিস্থিতি বড় একটা দেখা যায় না। লোকের মুখে মুখে কেবল মায়ের কথা, পত্র-পত্রিকায় মায়ের ছবি, সমস্ত সহরটাই যেন মাকে পাইয়া উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন মায়ের উপস্থিতিতে হাওড়া সমাজের 'নদের নিমাই' অভিনীত হইল। অপূর্ব তাহাদের পরিবেসনা। মায়েরও অপূর্ব মুড (mood)। এরকম যেন পূর্বে আর দেখা যায় নাই।'

চিত্রা লিখিতেছে,—'উদাস ও আমি নিত্য মায়ের গাড়ীতেই, মায়ের সঙ্গেই যাওয়া আসা করিতাম। অন্যান্য গাড়ীতেও বহুলোক মাকে অনুসরণ করিত।

শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন লীলা।

ইহারই মধ্যে একদিন তুষার বাবুদের বাড়ীতে মহাপ্রভুর পাদুকা আনা হয়। মা সেই পাদুকা স্পর্শ করিয়া প্রায় ৫।৬ মিনিট মৌন হইয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাহিরে নাম যজ্ঞ হইতেছিল। এই ভাবে দোল উৎসবের তিন দিন অতিবাহিত হইল। মা-ও অনবরত বিভিন্ন প্রোগ্রামে যোগদান করিয়া সকলকে আনন্দিত করিতেছেন। মা'র যেন শ্রান্তি-ক্লান্তি নাই।

ইহারই মধ্যে আবার একদিন শোভন ব্রহ্মচারীর নূতন আশ্রমে হিজলীতে মাকে লইয়া যাওয়া হইল। এখান হইতে তাহা প্রায় ১০০ মাইল দূর। সেখানে গিয়া মা শোভনের ঠাকুরকে কোলে করিয়া বসিলেন। আসিবার সময় ঠাকুরকে নিয়াই চলিয়া আসিলেন।

এই ভাবে বিভিন্ন লীলায়, বিভিন্ন খেলায় কলিকাতার দিনগুলি অতিবাহিত হইয়া গেল। আজ রাত্রিতেই মাকে নিয়া আমরা কাশী চলিয়া যাইব। তথায় ১ দিন থাকিয়া মা'র রায়বেরেলী যাওয়ার কথা। তথায়ও ১ রাত্রি থাকিয়া মা দেরাদুন চলিয়া যাইবেন। মা'র শরীর ভালই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোভনের কথার পেছনে আরও ইতিহাস আছে। মা কলিকাতায় গিয়া নাকি বলিয়াছিলেন,—"শোভন কোথায় ?" (কারণ শোভন পূর্বেই মাকে নিজের নূতন আশ্রমে নিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিল।) মা যখন দেশপ্রিয় পার্কে গেলেন, তখন দেখা গেল শোভন শ্রীওঁকারনাথ বাবাজীর পেছনে বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। তাহাকে বলা হইল তাহার আশ্রমে মা কাল যাইবেন। সে তখনই তাহার ভক্তদের পাঠাইয়া আশ্রম সাজাইতে বলিয়া দিল। এদিকে আমাদের আশ্রমস্থ কেহ মাকে বলিল,—"মা শোভনদা আমাদের আশ্রমের ব্রহ্মচারী। সে এখন গিয়া ভিন্ন আশ্রম খুলিল, আর তুমি তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে যাইতেছ। এ কি রকম কথা ? ইহা কি আদর্শ ? তবে-ত যে কেহ এখান হইতে গিয়া এক আশ্রম খুলিয়া তোমাকে উদ্‌ঘাটন করাইবার জন্য নিয়া যাইতে পারে। এইরূপ হইলে প্রকারান্তরে ত মা'র এই কাজ সমর্থন করাই হইল।"

আসল কথা হইল এই যে, শোভন যখন মাকে আশ্রম করিবার কথা বলে, তখন মা পুনঃ পুনঃ তাহাকে বলিয়াছিলেন 'তোমাদের ত বহু আশ্রমই আছে। যেখানে তোমাদের ইচ্ছা ঠাকুর নিয়া আসিয়া সাধন ভজনে বসিয়া যাও।' কিন্তু শোভনের তাহা মনঃপুত হয় নাই। মা তাহাকে অনেক বুঝাইয়াছেন, কিন্তু সে কথা না শুনিয়া কতগুলি কারণ দেখাইয়া আপত্তি জানাইয়াছে।

যাহা হৌক গোপালকে ত মা নিয়া আসিয়া আগড়পাড়ায় রাখিলেন। তখন শোভনের ভক্তদের মধ্যে অনেকে বলিতে লাগিল,—'চৈত্র মাসে ঠাকুর যায় না……ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলিল। তাহাদের কথায় মা গোপাল ফিরাইয়া দিলেন।

এ বিষয়ে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন,—**"এ শরীর যে এরূপ করিবে তাহা কিন্তু পূর্বে কিছু স্থির করিয়া যায় নাই। ওখানে গিয়া যেমনটা হইয়া গেল।"**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫ই এপ্রিল ১৯৬৪।

শ্রীশ্রীমায়ের দেরাদুন আগমন।

আজ ডুন এক্সপ্রেসে মা দেরাদুন গেলেন। যোগীভাই হরিদ্বারেই আছেন। তিনি মায়ের সহিত Station-এ দেখা করিলেন।

যোগীভাই বলিলেন,—'স্টেশনে মা'র সহিত দেখা হইল।' কথা প্রসঙ্গে মা বলিলেন,—"দেখ যোগীভাই, তরুণকান্তি ওরা কয়েক বছর যাবতই দোলের সময় একবার এই শরীরটাকে নিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু হরিবাবা অনেক বছর হইতেই দোলের সময় এ শরীরকে নেয়, তাই আর কিছুতেই তরুণদের ওখানে যাওয়া হইতেছে না। এ শরীর কৃষ্ণ ঠাকুরকেই বলিল,—'ঠাকুর, যদি হবার হয়, একটা ব্যবস্থা কর।' তাই দেখ ঠাকুরের কি সুন্দর ব্যবস্থা, একবছরে দুইবার দোল, কেহ শুনিয়াছ? এই ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুর শরীরটা ওখানে নিলেন। যাওয়ার পূর্বে কিন্তু উহাদেরও খবর দেওয়া হয় নাই, হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হওয়া হইল। ওঁকার বাবা ত মাত্র ১ দিন সৎসঙ্গে আসিয়াছিলেন। এই শরীরকে নিয়া উহারা কতদিন কত আনন্দ করিল, হঠাৎ যাওয়াও খুবই আনন্দ হইয়াছে উহারা বলিতেছিল।"

৬ই এপ্রিল ১৯৬৪।

মা'র আদেশ পাইয়া আজ আমি বেলা প্রায় ১০টায় দেরাদুন রওয়াণা হইলাম। দেরাদুন পৌছিলে স্টেশনে শক্তির সঙ্গে দেখা হইল। তাহার মুখে শুনিলাম মা ডাঃ সোমের বাড়ীতে আছেন। আমাকেও সেখানেই যাইতে হইবে। সঙ্গীয় সকলকে স্টেশন হইতে আশ্রমে পাঠাইয়া শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে ও বুনিকে লইয়া ডাঃ সোমের বাড়ীতে গেল। ডাঃ বাবুর স্ত্রী নূতন বাড়ী তৈয়ারী করাইয়াছেন তাই তিনি মাকে এখানে আনাইয়াছেন। মা আজ রাত্রি এখানে থাকিয়া কাল আশ্রমে যাইবেন। আমাকে প্রসাদ গ্রহণের পর আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন।

৭ই এপ্রিল ১৯৬৪।

আজ মা'র আশ্রমে আসার কথা। মা দ্বিপ্রহরিক ভোগের পর রায়পুর গেলেন। সঙ্গে অভয়, বিরজানন্দ ও শৈলেশ গিয়াছে।

যথাসময়ে মা আশ্রমে আসিলেন। অনেকে দর্শণ করিতে আসিয়াছেন। মা তাহাদের দর্শণ দিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। সকলকেই বলিয়া দেওয়া হইল মা'র নিত্যদর্শণ বৈকাল ৬ ঘটিকার পর হইবে।

৯ই এপ্রিল ১৯৬৪।

মা বৈকাল ৬টার পর নিত্যই শিবমন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসেন। আজিও অন্যান্য দিনের মতই মা বসিয়া আছেন। নির্মাল্যাদি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া মাকে বলিলেন,—'তোমার প্রথম দেরাদূন আসার বিষয়ে কিছু বল।'

মা বলিতে লাগিলেন, উপস্থিত বহু ভক্ত মায়ের কাছে বসিয়া মায়ের সেই প্রাচীন লীলার কথা শুনিতে লাগিলেন। মা বলিলেন,—'**এই শরীরটা ভাইজীকে নিয়া রায়পুর আসিয়াছিল' বলিয়া যাহা বলিলেন তাহার সারাংশ এই যে,** ভাইজী ও ভোলানাথকে নিয়া মা দেরাদূন আসিয়াছিলেন। সেইখানে গ্রামের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, স্বামী তপস্যা করিতে

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দেরাদূন আগমন লীলার কাহিনী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিয়া আসিয়াছে; তাহার মাথায় লম্বা জটা। বোধ হয় স্বামী বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাই স্ত্রী-ও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু স্ত্রী সাধন ভজন কিছুই করে না, কেবল খায় দায় ঘুরিয়া বেড়ায় আর আপন মনে থাকে। আর সঙ্গে একজন চাকর আছে (ভাইজীকে উদ্দেশ্য করিয়া)।

গ্রামের বৃদ্ধারা মাঝে মাঝে মায়ের নিকট আসিয়া বসে, মাকে উপদেশ দেয়—"দেখ, মাথায় যে তেল দাও না, বা আঁচড়াও না, ইহাতে-ই ভগবান পাওয়া যায় না। ভগবানকে পাইতে হইলে অনেক কষ্ট করিতে হয়, সাধন ভজন করিতে হয়।......ইত্যাদি।"

যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, যাঁহার একটী উপদেশ গ্রহণ করিলে মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়, আজ তাঁহাকেই উপদেশ দিবার জন্য সকলে উপস্থিত হয়। বিচিত্র মায়ের লীলা—দুজ্ঞেয়, অকল্পনীয় !

যাহাহৌক ভাইজীর ছুটি সমাপ্ত হইয়া আসিল। আশ্রমের ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত ওখানে মায়ের নিকট আসিল। একদিন ভাইজীর নামে রায়পুরের ঠিকানায় এক পত্র আসিয়া উপস্থিত। সে চিঠির মালিক কে, না জানায় পোষ্ট-ম্যান সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যখম গ্রামবাসীরা সংবাদ পাইল যে ঐ চিঠি ঐ সঙ্গীয় চাকরের, এবং তিনি এক জন উচ্চপদস্থ রাজকীয় কর্ম্মচারী তখন লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহারা যেন আকাশ হইতে পড়িল।

ইহার পরে মা বলিলেন,—'এ শরীর একবার আলমোড়া ছিল। ঐ সময় প্রভূদত্তজী ও চক্রপাণীজীর টেলিগ্রাম যায় যে দেরাদুনে সহস্রধারায় ভাগবৎ সপ্তাহ করিবে। ঐখানে এ শরীরকে যাইতে হইবে। তার পাইয়া আসা হইল, সহস্রধারায় থাকা হইল, সেইখানে হরিবাবা ও অবধূতজীও ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভূদত্তজী তাহাদের এ শরীরের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। এই শরীরের তাহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।'

এই ভাবে প্রাচীন কয়েকটী লীলাকাহিনী শুনাইয়া মা উঠিয়া গেলেন। ভক্তরা-ও একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় নিল।

১২ই এপ্রিল ১৯৬৪।

আগামীকল্য শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাসোৎসব। আর কয়েকজন দীক্ষাও নিবেন। আবার বেলা প্রায় ৮টায় স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দীক্ষিত তাহার নূতন জমিতে মাকে নিয়া যাইবেন। মা আজ রাত্রিতেই তাহার সব ব্যবস্থা করিতেছেন। মার ইহা স্বভাবসিদ্ধ। সব কিছুই যেন সুস্শৃঙ্খলভাবে সুন্দর হইয়া ওঠে—সব কাজেই মার ইহা দেখা যায়। মা সব কাজের নির্দ্দেশ দিতেছেন। আবার মাঝে মাঝে বলিতেছেন—"এখন এই দিকটা ধীরে ধীরে যেন কমিয়া আসিতেছে। এখনও যেটুকু আছে, ইহাও কয় দিন থাকিবে বলা যায় না।"

শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাসোৎসব

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৪।

আজ দিদিমার সন্ন্যাসোৎসব। প্রভাতী আলো ফুটিতেই উৎসবের কার্যক্রম আরম্ভ হইয়া গেল। ক্রমে উষাকীর্ত্তন, আরতী, পূজা, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি সবই সুস্শৃঙ্খল মত যথাযথ ভাবে হইয়া গেল। অগণিত লোক প্রসাদ পাইলেন। মাও সেই উষারতি হইতেই উপস্থিত।

গতকল্য হৃষিকেশের কালীকম্বলীওলার ম্যানেজার আসিয়া আজ মাকে ঋষিকেশ নিয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল সেখানে একটী নূতন গদির উদ্‌ঘাটন। ঐ উপলক্ষে নাকি গঙ্গোত্রী হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণাশ্রম মহারাজজীও আসিয়াছেন।

স্থির হইয়াছে মা বৈকালে ৪/৪৷৷৹ টার সময় রওয়ানা হইয়া ঐ উভয় স্থানে অল্প অল্প সময় থাকিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিবেন। বৈকালে গিরিজীর আরতী এবং তাঁহার বিষয়ে কেহ কেহ কিছু ভাষণ দিবেন স্থির হইয়াছে।

সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় মা ফিরিয়া আসিলেন। যথারীতি সবই হইয়া গেল। দিদিমার কথা শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল—এ এক অতি বিচিত্র অপূর্ব চরিত্রধারা। অহংকার, ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ বলিয়া ইহার কিছুই নাই। সর্বদা সর্বাবস্থায় সকলের সহিত তাহার সমভাব। ধীর-স্থির শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি!

১৪ই এপ্রিল ১৯৬৪।

আজ দ্বিপ্রহরে মা র ঘরে আমি, শৈলেশ, বিরজানন্দ, নির্ম্মলানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন বসিয়া আছি। কথা প্রসঙ্গে গতকল্যের ঋষিকেশের গদি উদ্‌ঘাটনের কথা উঠিল। চটের গদি ইত্যাদি ছিল, বাবা কালী কম্বলী-ওয়ালা খুবই ত্যাগী মহাত্মা ছিলেন……ইত্যাদি। মা এ উপলক্ষে আরও অনেক ভাল ভাল কথা বলিলেন। মার নিজের জীবনেও কত কি হইয়া গিয়াছে সে বিষয়েও মা কত কথা বলিলেন—'ত্যাগ, পরে ত্যাগটাও যেন একটা ভোগ, পরে ত্যাগ ভোগেরও উপরের' কিছু কিছু কথা হইল। আমরা কথা শেষ হইলে সকলে উঠিয়া আসিলাম। আজই রাত্রিতে মা ইঞ্জিনিয়র সুদ (যিনি তাহার বাড়ীখানা "সাধন কুটীর" এই নাম দিয়া আশ্রমকে দান করিয়াছেন) মহাশয়ের "সাধন কুটীরে" চলিয়া গেলেন। "সাধন কুটী" সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল সুদ মহাশয় তাহার জীবনদশা পর্যন্ত ঐ বাড়ীতেই বানপ্রস্থি

মার জীবনলীলার একটি কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে থাকিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে তিনি ঐ ভাবেই আছেন। আগামীকাল হইতে ঐ বাড়ীতে মায়ের উপস্থিতিতে ভাগবৎ সপ্তাহ করাইবেন স্থির হইয়াছে। তাই মা আজই রাত্রিতে চলিয়া গেলেন। তবে এই আশ্রমেও মা নিত্যই আসা যাওয়া করিবেন, তবে থাকিবেন ঐখানেই।

তাহাই হইল। প্রতিদিন পাঠ আরম্ভ করাইয়া মা একবার এ আশ্রমে আসিয়া ঘুরিয়া যান। রাত্রিতে "সাধন কুটীতেই" থাকেন। এই ভাবেই আপন ছন্দে দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

১৯শে এপ্রিল ১৯৬৪।

আজ বাসন্তী পূজার মহাষ্টমী। পূর্বের কথামত দিল্লী হইতে টিহরীর মহারাজা সপরিবারে আসিয়াছেন। তাহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে আজই মা'র পূজা ও ভোগ দিবেন।

যথাসময়ে সুন্দরভাবেই সব কাজ হইয়া গেল। বৈকালে তাহারা সকলে দিল্লী ফিরিয়া গেল।

২০শে এপ্রিল ১৯৬৪।

আজ রামনবমী। কথা হইয়াছিল ২০।৪।৬৪তে রামনবমীতে শিরমোড়ের রাজমাতা মা'র উপস্থিতিতে কিষণপুর আশ্রমে ২৪ ঘণ্টা নাম সংকীর্ত্তন করাইবেন, এবং তদউপলক্ষে তার পরদিন ভাণ্ডারা দিবেন। এই অনুসারে কালই দিল্লী হইতে অনেক কীর্ত্তনীয়া এখানে আসিয়াছে। কাল কীর্ত্তনের অধিবাসও হইয়া গিয়াছে। অধিবাসে মা-ও মঞ্চের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছেলেদের সঙ্গে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে রামনবমী উৎসব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাহৌক, আজ সকাল হইতেই কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। সমস্তদিন খুব সুন্দরভাবে কীর্ত্তন হইল। আজ বহুলোক প্রসাদ পাইল। মা'র ভোগও আজ এখানেই হইল। আজ প্রায় সমস্ত দিনই মা এ আশ্রমেই ছিলেন। ভাগবত ব্যাখ্যা শেষ হইবার পূর্বেই মা সাধন কুটীরে চলিয়া গেলেন। আবার ভাগবত শেষ হইলেই এই আশ্রমে আসিয়া রাত্রি প্রায় ১০টায় নামযজ্ঞ শেষ করাইয়া সাধন কুটীরে চলিয়া গেলেন। এই ভাবে এই অসুস্থ শরীর লইয়াও মা সব দিক রক্ষা করিতেছেন, সকলকে সন্তুষ্ট করিতেছেন। অতি সুন্দরভাবে সব কাজ সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

২১শে এপ্রিল ১৯৬৪।

আজ শিরমোড়ের রাজমাতা ভাণ্ডারা দিলেন। ঐ উপলক্ষে মা'র ভোগ-ও আজ এখানেই হইল। বহু লোক এইখানে আজ প্রসাদ পাইল।

২৩শে এপ্রিল ১৯৬৪।

আজ গীতা পাঠ, ভাগবতের হোম ও তদ্‌উপলক্ষে ভাণ্ডারা সমাপ্ত হইল। আজ মা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া শিবের মন্দিরের সামনের বারান্দায় বসিলেন আর সম্মুখস্থ চাতালের উপরে ভক্তরা বসিলেন। আগামীকল্য মা আলমোড়া রওয়ানা হইয়া যাইবেন। তাই সকলেরই মনে একটা বিষণ্ণতার ছায়া যেন স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে। এবার আলমোড়াতেই জন্মোৎসব হওয়া স্থির হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরিবাবা এবং শ্রীঅবধূতজীও যাইবেন। এবার মায়ের পূর্বেই একটা খেয়াল ছিল যে মা চুপচাপ আলমোড়া গিয়া থাকিবেন। সেখানে শৈলেশ বিদ্যাপীঠ নিয়া আছে। সেখানেই ছেলেদের নিকট মা চুপচাপ করিয়া কিছুদিন থাকিবেন। কিন্তু সাধু মহাত্মাদের নিমন্ত্রণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারাও সকলে যাইবেন-ই ; কাজেই মার আর চুপ চাপ যাওয়া হইল না। আমার শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ নয় বলিয়া আমাকে রাখিয়া গেলেন। ডাক্তার বলিলে যাইব বলিয়া গেলেন।

২৪শে এপ্রিল ১৯৬৪।

আলমোড়ার পথে শ্রীশ্রীমা

আজ বৈকালে মা আলমোড়া রওয়ানা হইলেন। গতকল্যও বড় এক পার্টি রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। মা প্রায় ৫॥০ টায় রওয়ানা হইলেন। আমি এখানেই রহিয়া গেলাম।

২৮শে এপ্রিল ১৯৬৪।

আজ হরিদ্বার স্টেশন হইতে লিখিত চিত্রার চিঠি আসিয়াছে। পুষ্পর মা সঙ্গে যাইবে না বলিয়াছিল—এখানে থাকিয়াই সাধন ভজন করিবে। কিন্তু স্টেশনে মাকে তুলিতে গিয়া নাকি সে এমন কান্নাই আরম্ভ করিয়া দিল যে মা নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—"ইচ্ছা হইলে চলুক।" কাজেই সেই অবস্থাতেই মেয়েরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। চিন্তার কিছুই নাই। সকলেরই জানা আছে যে মা'র সঙ্গে গেলে কিছুরই অভাব হইবে না।

২৯শে এপ্রিল ১৯৬৪।

আলমোড়ায় শ্রীশ্রীমা

আজ আবার মা'র নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম। মা লিখাইয়াছেন। "দিদি, নূতন রাস্তায় আসিলাম। খুব সাহস হয় না। ঐ রাস্তায় যেমন চড়াই, তেমনই উৎরাই। পাহাড়ের মাথায় মাথায়, নূতন রাস্তায় আমাদের ৫ ঘণ্টা লাগিয়াছে। পুরাতন রাস্তায় ৮ ঘণ্টা লাগে। সেই পথে ততটা ভয় নাই। পথের দুপাশে রেলিংও বেশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। তোমার বমির ভাব খুব বেশী, কাজেই রাস্তায় গোলমাল না হইলে এখানে একটা খুব অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই ৮ ঘণ্টার যদি প্রথমে গরম পানীতে (একটা Station-এর নাম) একদিনের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যায় এবং আবার রাণীক্ষেতে আর একদিন বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যায়, তবে আসার ব্যবস্থা হতে পারে। কি করা ভাইয়ার কাছে লেখা হইল এখান হইতেও ব্যবস্থা করার চেষ্টা হইবে। ডাঃ শেঠ যদি বলে তাহা হইলে, এই দুই জায়গায় এক এক দিন থাকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিনা, দেখা যাইবে। তবে বুনির যা শ্বাস কষ্ট কিছুতেই এ পথে আনা নয়। উপস্থিত হরিদ্বার, দেরাদুন ঘুরিয়া ঘুরিয়া থাকা।'

চিত্রার চিঠিও আজ পাইলাম। হলদোয়ানী হইতে লিখিয়াছে। চিত্রা লিখিতেছে,—'আমরা ভালমতন মা'র সঙ্গে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি। মাকে ভার্গবদের নূতন ঘরেই রাখা হইয়াছে। কাছেই কৈলাস হোটেল। মার মুড্ বেশ ভালো। আগামীকল্য আমরা মোটরে আলমোড়া রওয়ানা হইব। ইত্যাদি......। এ যাত্রায় যাহারা আলমোড়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এইবার প্রথম আলমোড়া যাইতেছে। কাজেই সঙ্গীয় সকলেই আনন্দে অধীর।'

আলমোড়া হইতেও এক পত্র পাইলাম। 'মা'র শরীর ভাল আছে। আলমোড়া পৌছিয়া মা বিশ্রামে যান। এখানে বেশ সুন্দর, কোন ভীড় নাই—মা'র খুব বিশ্রাম হইবে। কাশী হইতেও অনেকে আসিয়াছে। মা আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাপীঠের ছেলেরা শঙ্খধ্বনি ও মা নাম কীর্ত্তন করিয়া আশ্রমের উপরকার রাস্তা হইতে মা'র ঘর পর্যন্ত মাকে স্বাগত করিয়া লইয়া আসিয়াছে। ছেলেদের হাতে বিবিধ রঙ্গের পতাকাও ছিল।

মা কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে বাহিরে আসিয়া মেয়েদের ঘরে যান। মেয়েরা কে কোথায় থাকিবে তাহার ব্যবস্থা করেন। চতুর্দ্দিকেই যেন আসন্ন উৎসবের জন্য সাজ সাজ রব উঠিয়া গিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন এখানে সন্ধ্যায় ভাইজীর সমাধি মন্দিরে শিবের আরতীর শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে এবং বিদ্যাপীঠের ছোট ছোট ছেলেরা একত্রিত হইয়া একস্বরে শিবের মহিম্নস্তোত্র সুন্দরভাবে পাঠ করে ঐ সময় মা আশ্রমের উঠানে পায়চারি করেন। আজ রাত্রিতে মা ব্রহ্মচারিদের নিয়া খানিকক্ষণ বসিলেন; ছেলেগুলিকে দেখিলে সত্যই আনন্দ হয়।

মা'র ভোগ এখন বিমলাদিই তৈরী করেন। ৩রা মে মা'র একবার ধবল-চীনা যাইবার কথা আছে। পত্রের শেষে লিখিয়াছে "আপনার অভাব খুবই বুঝিতেছি। আপনি আসিলে খুবই আনন্দ হইত।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

৬ই মে ১৯৬৪।

আজ ৩রা মের লেখা চিত্রার চিঠি পাইলাম। চিত্রা লিখিতেছে,—'আজ বম্বে হইতে নন্দুবেন প্রভৃতির একটী পার্টি মা'র উৎসব উপলক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এখন মা'র কাজ আমিই করিতেছি। অনুসূয়া করিতে আসে নাই। উদাসজীর মনও আবার একটু খারাপ। উপায় কি? মা'র খেয়াল মত চলাই শ্রেয়ঃ। কাল উৎসবের প্রথম দিনে, ২রা মে রাত্রিতে মাকে শুইবার সময় পটলদার কাপড় পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

উপরের হ'লে ৺চণ্ডীর পূজা বসিয়াছে। নির্ম্মল উপরের হলেই মা'র নিত্য পূজা করিতেছে। ভোর ৪॥০ টায় মা'র আরতী হয়। তখন আশ্রমবাসী ভিন্ন অন্য কেহ বড় থাকে না, তবে বৈকালে অবশ্য কিছু ভীড় হয়। বাস্তবিক কি সুন্দর, শান্ত পরিবেশ এই আশ্রমটার। শৈলেশদা আশ্রমটাকে সাজিয়েও রেখেছেন অতি সুন্দরভাবে। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ফল, ফুল ও অনেক রকম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তরিতরকারীর গাছে আশ্রমটী সাজান। শৈলেশদা এবং বিদ্যাপীঠের ছেলেরা উৎসবের সব কাজই অতি সুন্দরভাবে সামলাচ্ছেন। এখানকার সব ব্যবস্থাই বেশ ভালো। কোন রকম অসুবিধা নাই।

সেদিন মা মেয়েদের কাছে গল্প করিতে করিতে বলিতেছিলেন,—"দিদির যেমন এই শরীরটার সব দিকটার উপর একটা সজাগ দৃষ্টি ছিল, সে রকম আজকাল ইহাদের কাহারও-ই নাই। এখন যেন সব উপর উপর, কেউ খাওয়াই গেল, কেউ আর কিছু করিয়া গেল, এই রকম।"

আপনার কথা পার্ব্বতীজী (যে মেয়েটি মা'র সঙ্গে সঙ্গে কৈলাশ গিয়াছিল) বার বার মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল,—"মা, খুকুনী দিদি কোথায়?"

হরিরাম যোশী বৈকালে খুব নাম করে স্থানীয় লোকদের নিয়া। আজ মা সন্ধ্যার সময় উঠানে পায়চারী করিতেছিলেন, তখন বিদ্যাপীঠের ছেলেরা শিবমন্দিরের সামনে শিব মহিম্নস্তোত্র পাঠ করিতেছিল। মা কিছুক্ষণ শুনিয়া বলিলেন,—"ব্রহ্মচারী ছেলেরা সব স্তু-সারি হইয়া দাঁড়াইয়া কি সুন্দর মহিম্নস্তোত্র পাঠ করিতেছে।"

আজ মা ১২টায় ধবলচীনা গেলেন। রাস্তা খুব খারাপ তাই মা খুব অল্প কয়েকজনকে নিয়া গেলেন। এখান হইতে মোটরে গিয়া, শেষে ১॥০ মাইল ডাণ্ডীতে যাইতে হইবে।"

এখানেও ২রা মের উৎসব যোগেশদা একটু করিলেন। স্থানীয় কিছু কিছু লোক উৎসবে যোগ দিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১ই মে ১৯৬৪।

আজ আবার আলমোড়ার পত্র পাইলাম। উৎসবে যোগেশ ব্রহ্মচারী ও কবিরাজজী গিয়াছেন। শ্রীশ্রীহরিবাবাজীর ১৬-৫-৬৪ তারিখে পৌঁছিবার কথা। ডাক্তার শেঠ'মত দেওয়ায় আমারও নাকি যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। মা লিখাইয়াছেন,—'যদি তোমার আসা হয়, বিরজানন্দও তোমার সঙ্গে আসিবে, বলিয়া রাখিও। ইত্যাদি।'

১২ই মে ১৯৬৪।

আজ পরমানন্দ স্বামিজীর এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—"শুনিয়া সুখী হইবেন ডাঃ শেঠ আপনার আলমোড়া আসায় মত দিয়াছেন। ভাইয়াকে লিখা হইয়াছে যে সে আপনাকে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিতে পারিবে, কি না? তাহার চিঠি পাইলেই আপনাকে আনার ব্যবস্থা করা হইবে। রাজাবেনও ১৫।১৬ তারিখ পর্যন্ত আসিবে। তাহাকেও আপনার আসার কথা লিখা হইল।

পত্রে আরো লিখিয়াছেন, "ধবলচীনা গিয়া মা'র শরীর কিছু খারাপ হইয়াছিল। মার দর্শনের জন্য সেই দুর্গম অঞ্চলেও বহু লোক হইয়াছিল।"

১৭ই মে ১৯৬৪।

মা'র আদেশে আমি আজ রাজা-বেনের সঙ্গে আলমোড়া রওয়ানা হইলাম।

আবার আলমোড়া আসা হইল

বেরিলি হইতেই মোটরে আলমোড়া যাইব। ভাইয়ার লোক বেরিলিতে আছে, তাহারাই সেখান হইতে সব ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা সময়ে বেরিলি পৌছিয়া, মোটরে আলমোড়ার পথে রওয়ানা হইলাম। যে পথে হলদোয়ানী, কাঠগুদাম, গরমপানী হইয়া রাণিক্ষেত গিয়াছে, সে পথেই রওয়ানা হইলাম। নূতন পথ ভয়জনক, কাজেই মা সে পথে যাইতে মানা করায় সে পথে গেলাম না। শরীরের অবস্থা বুঝিয়া যাহাতে প্রয়োজন হইলে পথিমধ্যেও বিশ্রাম করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু বিশ্রামের আর প্রয়োজন হয় নাই। মা'র কৃপায় বিনা বিশ্রামেই চলিতে লাগিলাম।

১৮ই মে ১৯৬৪।

আজ বৈকালে আলমোড়া আসিয়া পৌছিলাম। মা'র কৃপায় পথে কোন অসুবিধা বা কষ্ট অনুভব করি নাই। আশ্রমে আসিয়া পৌছিতেই মা'র দর্শণ পাইলাম। আনন্দ ও তৃপ্তিতে মনটা ভরিয়া উঠিল। দেখিলাম আরো বহু লোক আসিয়াছে। অবধূতজী, যোগীভাই, ত্রিপুরারীদাদা, কবিরাজ মহাশয়ও পৌছিয়া গিয়াছেন। প্রোগ্রামও সব চলিতেছে। হরিবংশ নয় দিন হইয়া গিয়াছে। অখণ্ড রামায়ণও এক দিন হইয়া গিয়াছে শুনিলাম। ১০৮ চণ্ডীপাঠও বসিয়াছে। নিত্য ছবির উপরে মায়ের পূজা, আরতী প্রভৃতি অন্যান্য বৎসরের মতই হইতেছে। দেখিতেছি এই দুর্গম পাহাড়েও মা'র কৃপায় অদ্ভুত সব ব্যবস্থা—কোন দিকেই কোন ত্রুটী নাই।

মা'র শরীরটা কিন্তু বিশেষ ভাল না। জর জর ভাব। কিন্তু বুঝিবার উপায় নাই। অবিশ্রান্তভাবে সর্বদাই কাজে ব্যস্ত। অখণ্ড জপও বসিয়াছে। তাহা ছাড়া সৎসঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে নাম রাখা, সবই চলিতেছে।

মা'র মুখে ধবলচীনা যাওয়ার বিবরণও শুনিলাম। যাহা শুনিলাম তাহার মর্মার্থ এই,—মা ৩রা আলমোড়া হইতে ধবলচীনা গিয়াছিলেন। রাস্তা খুবই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গম। বাসে এ পথে কোন যাত্রী যায় না, কেবল জঙ্গল হইতে লাকড়ী আনার জন্যই ইহা ট্রাক চলাচলের পথ। এ পথে নাকি এই প্রথম বাস নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। বৈকাল বেলা ৪॥৹ টায় মা সেখানে পৌছিয়াছিলেন। সেখানে পৌছিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন আর নাকি বার বার বলিতেছিলেন,—'দেখ, পাহাড়ের হাওয়ায় পথের ক্লান্তি দূর হইয়া গেল।' মা'র ভাবটা নাকি ঐখানে খুব ভাল ছিল। সেখানেও যথারীতি মা'র আরতি হইল। পরের দিন উষাআরতীতে নাকি সেই অঞ্চলের কয়েকটী মহিলা আসিল। মা পানুকে বলিলেন,—"এদের নাম জিজ্ঞাসা কর—দেখা গেল তারা মোট আটজন। মা তাদের আরতি করিতে বলিলেন।"

শ্রীশ্রীমার ধবলচীনা ভ্রমণের বিবরণ

সেদিন বিকাল হইতে খুব ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেই মা'র শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া খারাপ হইতে লাগিল। হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া গেল, চুপ-চাপ পড়িয়া রহিলেন। পরের দিনও প্রায় একই অবস্থায় গেল। তার পরের দিন ঝড়বৃষ্টি কাটিয়া গিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। সুন্দর রৌদ্রে পাহাড়গুলি ঝকঝক করিতে লাগিল। মা-ও ধবলচীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। পথেই 'খালী-স্টেট'। সেখানে নবনীত ভাই থাকে। ইনি মায়ের পুরাতন ভক্ত। মা নবনীত ভাইয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়াই বাস্ হইতে নামিয়া পড়িলেন। নবনীত ভাই বাড়ীতেই ছিলেন। মাকে দীর্ঘদিন পরে পাইয়া তাহার সে কি আনন্দ! মাকে নিয়া তিনি একটি সুন্দর জায়গায় গাছের নীচে বসাইলেন। এই স্থানটী বড়ই মনোরম। বাড়ীটাও অতি সুন্দর। প্রথমে এই বাড়ীটী নাকি কোন ইংরেজ প্রিন্সিপলের ছিল। পরে ইহা কংগ্রেসের হাতে আসে এবং বহুদিন এখানে গান্ধী-আশ্রম ছিল। ইহার পর শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই বাড়ীটি ক্রয় করেন। তাহার

একটা অলৌকিক ঘটনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট হইতে একজন গুজরাটী ইহা কিনিয়া নেন। সেই গুজরাটীর নিকট হইতেই নবনীত ভাই ইহা কেনেন। নবনীত ভাই মা'র জন্য একটী সুন্দর কাঠের ঘরও নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে একটু মৌন হইল। মৌনের পর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কাছেই শিব মন্দির আছে নাকি ?"

ইহার উত্তরে একজন বলিল,—"শিব মন্দির নাই, তবে শক্তির মন্দির আছে।"

মা বলিলেন,—'যেখানে শক্তি, সেখানেই শিব'।

ইহার পরে একজন বলিয়া উঠিল,—'মা এখানেই আগে শিব মন্দির ছিল। প্রিন্সপাল সেই শিব নীচে রাখিয়া আসিয়াছেন।'

মা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—'তাই বল।' বলিয়া মা যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এই যে মা যখন বাসে আসিতেছিলেন, তখন দেখিয়াছিলেন শূন্যে মহাদেব মাকে হাত দেখাইয়া নিয়া যাইতেছেন। একটু পরে মহাদেব শূন্য হইতে মাটীতে নামিলেন—সেই সময়ই মা বাস হইতে নামিয়া পড়েন।"

মা বলিলেন,—'মহাদেবের নধর কান্তি, গলায় লক্ লক্ করিতেছে সাঁপ। তাহার জায়গা তিনিই নিজে মাকে দেখাইয়া নিয়া গিয়াছেন।" মা নবনীত ভাইকে ঐ বাড়ীতে শিব প্রতিষ্ঠা করিতে বলিলেন।

২০শে মে ১৯৬৪।

গতকাল এক অখণ্ড রামায়ণের পাঠের আরম্ভ করান হইয়াছিল, আজ প্রায় বেলা ৭॥০টায় তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল। যথাসময়ে আরতী, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হালুয়া ভোগ হইল। ইহারই মধ্যে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। মা নিজেই তাহা লক্ষ্য করিলেন। অবশ্য উপস্থিত আরো ২।৩ জনও তাহা দেখিয়াছিল। মা এই ঘটনাটি ২।৩ বার সকলকে শুনাইল। ঘটনাটি এই : অখণ্ড রামায়ণ পাঠের আরতী, ভোগ আদি সব হইয়া যাওয়ার পর যখন গান চলিতেছিল,—"জ্যোতিঃ সে জ্যোতিঃ জ্বালাও রাম, জ্যোতিঃ সে জ্যোতিঃ জ্বালাও"—এই পদটী ৪ বার গাহিবার পর হঠাৎ দেখা গেল : পাঠ সমাপ্ত করিয়া পাঠক রামায়ণ খানি একটী চৌকীর উপর রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল ঐ রামায়ণ খানি খানিকটা সরিয়া মূল পাঠকের দিকে যেন পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। বইখানি যখন প্রায় চৌকী হইতে নীচে পড়িবার মত হইল, তখন মূল পাঠক বইখানিকে ধরিয়া ফেলিলেন—মাটিতে পড়িতে দিলেন না। এই ঘটনাকে উল্লেখ করিয়া মা বলিলেন,—"দেখ, রামায়ণ অচল নয়। জড়ও নয়। এই ঘটনায় রাম তাহাই দেখাইলেন। এই শরীরটার গতকাল একটু খেয়াল হইয়াছিল, পাঠ-ত সর্বদাই হয় একটু কিছু বিশেষ হইলে হয়। এই রকম একটা খেয়াল হইতেছিল। হইতে হইতেই রাম একটু দেখাইলেন। কি বল?" উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ত্রিপুরারী বাবুকে, যোগী ভাইকে এবং অন্যান্য কয়েক জনকে বিশেষ ভাবে এই কথাগুলি বলিলেন। বুঝিলাম কথাটা যে বিশেষ তাহা সকলের লক্ষ্য হওয়ার জন্যই মা'র এই সব বলা। তারপর মা একখানি রামায়ণ যোগেশ ব্রহ্মচারীকে ও একখানি ত্রিপুরারী দাদাকে দিলেন। পরে হরিবাবা আসিলে আমার হাত দিয়া তাঁহাকেও একখানি দেওয়াইয়াছিলেন।

আর একটী অলৌকিক ঘটনা

২২শে মে ১৯৬৪।

আজ প্রায় বেলা একটায় হরিবাবাজী মোটরে আসিয়া পৌছিলেন। প্রতিবারের মত মা কিছুক্ষণ পূর্ব হইতেই, অগ্রসর হইয়া গিয়া দাঁড়াইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিলেন। বিদ্যাপীঠের ছেলেরা নিশান, কীর্ত্তন ও মালা চন্দনাদি সহ হরিবাবাজী আসিয়া পৌছিলে, তাঁহাকে স্বাগত জানাইল এবং অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রমস্থ কীর্ত্তন-হলে নিয়া আসিল। মোটর হইতে নামিয়াই হরিবাবাজী মাকে মালা পরাইয়া, মাটীতে পড়িয়া প্রণাম করিতেই মা-ও অনুরূপ ভঙ্গিতে হরিবাবাকে গ্রহণ করিলেন। এদিকে পাহাড়ের আর এক ধাপ নীচে আমাকে মালা হাতে নিয়া মা দাঁড় করাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজজী সেখানে আসিয়া পৌছিতেই আমি মালা পরাইয়া প্রণাম করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীও তাহার আশীর্বাদী মালা আমাকে পরাইয়া দিলেন এবং কেমন আছি জিজ্ঞাসা করিলেন। হলে আসিয়া হরিবাবাজী বসিতেই মা আমাকে দিয়া তাহার আরতী করিতে বলিলেন। মা পূর্বেই সব ঠিক করাইয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। কোন দিকে এতটুকু ত্রুটী হইবার ত অবসরই নাই। সকলেই মা'র এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা আলোচনা করিতেছে। কি অদ্ভুত, সব দিকেই মা'র কি দৃষ্টির প্রখরতা!

আলমোড়া জন্মোৎসবে শ্রীহরিবাবার আগমন

ইতিমধ্যে আবার একদিন ১০৮ কুমারী ভোজনও হইয়া গেল। উপরের হলে ১০৮ পাহাড়ী কুমারীকে সারিবদ্ধভাবে বসাইয়া ভোজন করান হইল। ৫ জন বটু-ও বসিয়াছে। মা একটী লাল রঙের শাড়ী পরিয়া কুমারীদের পংক্তির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে প্রতিটি কুমারীর মাথায় একটা করিয়া ফুল দিয়া গেলেন। বিদ্যাপীঠের ছেলেদের ২টী ছেলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আরতী করিল। কয়েকটী ব্রাহ্মণ ছেলে পরিবেশন করিতেছে। হঠাৎ মা একটি কুমারীর নিকট গিয়া তাহার পাত্র হইতে কিছু খাইতে চাহিলেন। সে মাকে একটু লুচি তরকারী খাইতে দিল। সেই মহাপ্রসাদ অনেকে স্বইচ্ছায় গ্রহণ করিল। পরে আবার মা সব কুমারীকে ফল পরিবেশন করিলেন।

এদিকে জন্ম-তিথির দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, লোক সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই বাহরাগত লোক সংখ্যা ৫৫০-এ দাঁড়াইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাহাড়ের এই চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিয়া যাতায়াত করিয়া প্রতিদিন প্রায় ১০০০ লোক উৎসবে যোগদান করিতেছে, ভাবিতেও আশ্চর্য লাগে। সত্যই ভক্তদের কী ভক্তি, কি যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণে সকলে নিত্য ২ বেলা আসিয়া সম্মিলিত হইতেছে। হরিবাবার রাস, গৌরলীলা, রামায়ণ গান, সৎসঙ্গ, কীর্ত্তন প্রভৃতি একটার পর একটা অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতেছে।

২৭শে মে ১৯৬৪।

আজ সকালে মা ঘরে শুইয়া আছেন হঠাৎ শক্তি আসিয়া বলিল যে মা'র সহিত তাহার জরুরী প্রাইভেট আছে—মাকে উঠাইতেই হইবে। মা উঠিতেই শক্তি বলিল যে স্নাবমলদার (সুবিমল দত্ত) নিকট এখানকার Magistrate জরুরী খবর আনিয়াছে যে প্রেসিডেন্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণন্ অবিলম্বে তাহাকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। সুবিমলদা মাত্র গতকল্য সন্ধ্যায় এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। আমরা প্রমাদ গনিলাম—দিল্লী মহলে আবার কাহারো কিছু হইল নাকি!

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুজীর দেহত্যাগের নিদারুণ সংবাদ

যাহাহৌক সুবিমলদা চলিয়া গেলেন। বেলা ৩টায় নিদারুণ সংবাদ পাইলাম যে ভারতরত্ন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুজীর জীবনদীপ চিরতরে নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। পরশু মা'র তিথি পূজা আর আজ এই দুঃসংবাদ! সমগ্র উৎসবটার উপরে যেন শোকের ছায়া ছড়াইয়া পড়িল। এই অকল্পনীয় দুঃসংবাদে আমরা সবাই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম।

গতকাল হইতেই মা'র একটু চঞ্চল ভাব লক্ষ্য করিতেছিলাম। মায়ের নিকট ত কিছুই অবিদিত নহে—এই সংবাদ শুনিয়া মা উপস্থিত কিছুই বলিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৮শে মে ১৯৬৪।

আজ দ্বিপ্রহরে মোদী, সোপারী ভাই প্রভৃতির সহিত আলোচনা ও প্রশ্নের উত্তরে মা পণ্ডিতজী সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা ধরিয়া নানা কথা বলিলেন।

পণ্ডিতজীর জন্মের বিষয়ে-ও কিছু কথা হইল। শ্রীমোদীর গুরুদেব—শ্রীকৃষ্ণাশ্রমের মুখে মোদীভাই যাহা শুনিয়াছিলেন, তিনি মাকে তাহা বলিলেন। আমরা পূর্বেও শুনিয়াছিলাম যে বহুদিন শ্রীমতিলালজীর কোন সন্তানাদি হয় নাই। এক উচ্চকোটীর যোগীরাজের বহু সেবা করিয়া তিনি কুম্ভমেলার সময় যোগীরাজকে সন্তুষ্ট করেন। মোতিলালজীর বন্ধু শ্রীমদনমোহন মালব্যজী তখন যোগীরাজকে বলেন,—'বাবা আপনি ইচ্ছা করিলে, মোতিলালজীর সন্তান হৌক, এই আশীর্বাদ দিন।' যোগীরাজ বাললেন,—'ইহার তিনকালেও সন্তান-যোগ নাই; কাজেই কিছু হইবার নহে।' বহু পীড়াপীড়ির পর যোগীরাজ বলিলেন যে "আর ত কোন উপায় নাই, তবে একমাত্র আমাকেই 'দুবারা' জন্ম নিতে হয়।" ইহার কিছুদিন পরেই যোগীরাজ দেহরক্ষা করিলেন, তাহার পরেই মতিলালের ঘরে জওহরলালের জন্ম হয়। এই ঘটনা অনুধাবন করিলেই জওহরলালের মর্মযোগীত্বের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। মা আরো বলিয়াছিলেন **"স্বরূপরাণীও এ শরীরের কাছে দেরাতুনে আসত। প্রণাম করতে মাথা নোয়াইলে সে বহুক্ষণ ঐ ভাবেই থাকিত—একেবারে স্থির অটল পাথরের মত। নাড়াইলেও নড়িত না।"**

পণ্ডিত নেহেরুর জন্ম বিষয়ক কিছু তথ্য

শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরুর কথাও আজ মা কিছু কিছু বলিলেন।

পণ্ডিত জওহরলালজীর কথায় মা বলিলেন,—**'বীর যেমন যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দেয়, জহরলালও কর্ম করিতে করিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। অসুস্থ হইয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইল না।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ শরীরকে ইন্দিরা কতবার বলিয়াছে,—'পিতাজী একদম কথা শোনে না, বিশ্রাম একটুও করেন না।'

গত বৎসর জন্মদিনে মা হঠাৎ আপন খেয়ালে পণ্ডিতজীর বাসভবনে ভোর বেলা ৫॥০ টায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। গিয়া বলিলেন,—"কাহাকেও বলা হয় নাই, খেয়াল হইয়াছিল, যাইবার পূর্ব দিনে যোগীভাইকে বলা হইয়াছিল।"

মা আরো বলিলেন,—"মা'র দেওয়া একখানা চাদর পাইয়া জওহরলালজী হাসিয়া ইন্দিরাকে বলিয়াছিল,—'ইন্দিরা লো, বঢ়িয়া চদ্দর মা নে দিয়া।"

মা আবার বলিলেন, পণ্ডিতজী মাকে বলিতেন,—"আপকো দেখনে সে বড়া খুশী হোতা হয়।"

গতবার জন্মদিনে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মাকে বলেন—"মাতাজী, ইস্ সাল অচ্ছি তরহ সে বীত যায়।" মা বলিতেছিলেন যে তখনই এ শরীরের খেয়াল হইয়াছিল—এ প্রার্থনাতেও 'কমী' রয়ে গেলো—"ইস্ সাল্!" সত্যই ঐ বছর তো পণ্ডিতজীর সব দিক দিয়েই ভালভাবেই কাটিয়াছে। কিন্তু "ঐ সাল" শেষ হইল, আর একটা জন্মদিন আর ঘুরিয়া আসিল না। মাকে হঠাৎ একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পণ্ডিতজী কেন কাউকে তৈরী করিয়া গেলেন না?"

মা বলিলেন,—"জওহরলালকে কি কেউ তৈরী করেছিল—যার হবার আপনা আপনিই তৈরী হয়ে যাবে।"

আজ দ্বিপ্রহরে শ্রীনেহেরুজীর শবযাত্রার মিছিলের কমেণ্টারী রেডিয়োতে সকলকে শোনাইতেছিল। মা-ও বসিয়া শুনিতেছিলেন। কিছুক্ষণ শোনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর মা ঘরে চলিয়া গেলেন এবং বেরেলি হইতে আগত রামায়ণ-পাঠিকা মালতীকে রামায়ণ পাঠ করিতে বলিলেন। ভারত-সন্তানের অন্তিম ক্রিয়ার শুভব্যবস্থা মা আপনা হইতেই করাইতে আরম্ভ করিলেন। রেডিয়োতে বলা গতকল্য ২ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল শুনিয়া মা বলিলেন— **"তোমরা বোঝ নাই, এ শরীর তো বুঝিয়াছিল। এতবড় নিষ্ঠুর আঘাতে প্রকৃতিরও কম্পন হইয়াছে—ভূমিকম্পে দিল্লী শহর কাঁপিয়াছিল—দিবাসূর্য বেলা ২টায় গতকাল অস্ত যান, শহর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যায়।"**

নেহেরুজীর অন্তিম ক্রিয়া যে সময়, দেখা গেল সেই সময় অর্থাৎ বেলা ৪-৩০ মিনিটে মা একা ঘরে শুইতে চলিয়া গেলেন।

২৯শে মে ১৯৬৪।

একমাস ব্যাপী উৎসবের আজ অন্তিম দিন। প্রত্যুষ হইতেই উৎসবের অন্তিম দিনের কর্ম্মচাঞ্চল্যে সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রভাতে উষার প্রথম আলোক ফুটিতে না ফুটিতেই বিভূদা, বিদ্যাপীঠের সব ব্রহ্মচারিদিগকে লইয়া উচ্চৈস্বরে, আশ্রম-প্রাঙ্গণ এবং মন্দির পরিবেষ্টন করিয়া "ভজ মা আনন্দময়ী" সঙ্গীতটী গাহিয়া গাহিয়া যাইতে লাগিলেন। সে সুরের মুর্চ্ছনায় তন্দ্রাচ্ছন্ন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীগণ একে একে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ওদিকে শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গলারতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আরতী সঙ্গীতে আকাশ বাতাস শিহরিত হইতে লাগিল। উৎসবের অন্তিমদিনের শুভ সূচনা। সমগ্র দিন-ত নিয়মিত বিবিধ প্রকারের প্রোগ্রামের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। বৈকাল ৫টায় সদ্যস্নাত জননী পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া হরিবাবার সৎসঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সৎসঙ্গের শেষে বহুক্ষণ ধরিয়া মা "হরি হরি হরি হরি" এই নামপদটী কীর্ত্তন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের তিথিপূজা হইবে, বিদ্যাপীঠের ঘরের সম্মুখস্থ বারান্দাটীতে। ইতিমধ্যে তাহা বিদ্যাপীঠের ছেলেরা এবং উপস্থিত মেয়েদের কেহ কেহ মিলিয়া ঐ স্থানটী পুষ্প, পত্র ও মাল্য সহযোগে অতীব সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে। মায়ের বসিবার আসন সাজান হইয়াছে একটী তক্তপোষের উপরে। সম্মুখেই সিঁড়ি। তাহারই ধাপে ধাপে নৈবেদ্যের থালা, ফলের সাজি প্রভৃতি সাজান হইয়াছে। অপরদিকে মহাত্মাদের বসিবার উচ্চ বেদী।

আলমোড়াতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির পূজা

রাত্রি প্রায় ৩টায় অবধূতজী মার কক্ষে উপস্থিত হইয়া, মাকে উঠাইয়া, সঙ্গে করিয়া পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি এবং উলুধ্বনিতে আশ্রম মুখরিত হইয়া উঠিল। নির্বানানন্দ পূজায় বসিল। ছবি, পুষ্প প্রভৃতি সুগায়িকারা সময়োচিত সুরে 'মা' 'মা' কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। একটা শান্ত, গম্ভীর, অলৌকিক ভাবের মধ্যে পূজা সুসম্পন্ন হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

লেখিকা—

ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া দেবী

সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীশ্রীমায়ের পূতঃ সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভের সৌভাগ্য একমাত্র লেখিকার জীবন ভিন্ন খুবই বিরল। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কিছু লিখিবার যোগ্যতা যে তাঁহার আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে লেখিকার ব্যক্তিগত ডায়েরী পুস্তকাকারে এই পর্য্যন্ত সপ্তদশভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবনের নানা কাহিনী, নানা সূক্ষ্ম দর্শনাদির বিবরণ, অলৌকিক ঘটনাবলীর সমাবেশ এবং শ্রীমুখনিঃসৃত নানা অমূল্য উপদেশাবলীর সমষ্টি লইয়া এই সকল ভাগের রচনা। ভক্তবৃন্দের নিকট এই সকল পুস্তক এক অমূল্য সম্পদ।

[মূল্য—১ম ভাগ হইতে সপ্তদশ ভাগ একত্রে ৪৯॥০ টাকা]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi